# কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
# নবীজীর (ﷺ) নামায

## ( দলীলসহ পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক ১০০ মাসায়িল)

মুফতী মনসূরুল হক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট,মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
"ইসলামী যিন্দেগী" এ্যাপ ইন্সটল করুন

প্রথম সংস্করণ: শাবান ১৪৩৯ হিজরী

**প্রাপ্তিস্থান:**
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯১৪৭৩৫৬১৫ মাকতাবাতুল হেরা
৮২/১২ এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

باسمه تعالى

## পেশ কালাম

**হামদ ও সালাতের পর...**

‘নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী’ নামক আমার সংকলিত একটি পুস্তিকা পাঠকদের খিদমতে পূর্বেই পেশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটি অধ্যায় ছিল- “পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক ১০০ মাসায়িল”। পুস্তিকাটি নামায সহীহ-শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছিল। তবে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে ঐ পুস্তিকার প্রতিটি মাসআলার সঙ্গে তথ্য-প্রমাণ সংযুক্ত করা হয়নি। এ সুযোগে কিছু সরলমনা মুসলমান ভাই- সালাফীদের (তথাকথিত আহলে হাদীস) প্ররোচনায় বিভিন্ন ফিৎনা ও বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছিলেন। এমনকি অনেকে হানাফী মাযহাবকে দুর্বল কিংবা কিয়াসনির্ভর ভাবতে শুরু করেছিলেন।

এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা প্রত্যেকটি মাসআলার সঙ্গে কুরআন ও হাদীসভিত্তিক দলীল-প্রমাণাদি সংযোজন করে একটি নতুন কিতাব প্রস্তুত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং পূর্বের নামের পরিবর্তে “কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নবীজীর নামায” নাম নির্বাচন করি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলার ফযল ও করমে সেই কিতাব আমরা এখন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি।

আমরা কিতাবটি নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; তারপরও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকের নজরে পড়লে অবশ্যই অবগত করার একান্ত অনুরোধ রইল, যাতে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি।

এ পর্যায়ে বান্দার শোকরগোযারী হিসেবে বলছি, এই কিতাব প্রস্তুতকালে মৌলবী মাসঊদুল হাসান-সহ অনেকে অনেকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। তবে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে পড়ছে আযীযাম মৌলবী সাঈদুর রহমানের নাম। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সকলকে ইলমে নাফে’ দান করুন এবং কিতাবটি সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন!

বিনীত
মুফতী মনসূরুল হক
( প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস)
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

## কিতাব সম্পর্কে কিছু কথা

১. এই কিতাবে আমার লিখিত "নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী" শীর্ষক পুস্তিকায় উল্লিখিত পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক ১০০ মাসায়িলকেই যথেষ্ট পরিমার্জিত ও দলীলসমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই কিতাবটি উল্লিখিত পুস্তিকার সংশ্লিষ্ট অংশের পরিমার্জিত সংস্করণ বলে বিবেচিত হবে। কোন বক্তব্যে ভিন্নতা থাকলে এই কিতাবের বক্তব্যই চূড়ান্ত গণ্য হবে।

২. মৌলিকভাবে এই কিতাবে পুরুষের নামাযের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নামাযে কিছু পার্থক্য আছে; এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। পার্থক্যগুলোর জন্য দেখুন, "নবীজীর সুন্নাত" এবং "নামায শিক্ষা ও ইমামগণের যিম্মাদারী" পুস্তিকাদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ [কিতাবুসসুন্নাহ, পৃ. ৩২, ১০৩]

৩. বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই কিতাব বা অন্য কোন কিতাব এককভাবে নামায শেখার জন্য যথেষ্ট নয়। সুন্নাহসম্মত নামায সরাসরি আলেমদের কাছ থেকেই শিখতে হবে। এই কিতাবের উদ্দেশ্য নামায শিক্ষা দেওয়া নয়; বরং আলেমদের কাছ থেকে নামাযের সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি শিখে নেওয়ার পর তা স্মরণ রাখা এবং তার অনুকূলে যে দলীলগুলো আছে সেগুলো নিজের চোখে দেখে প্রশান্তি লাভ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করাই এই কিতাবের উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে এই কিতাব থেকে দলীল গ্রহণ করে কোন আলেমের উপর আপত্তি করাও এই কিতাবের উদ্দেশ্য-পরিপন্থী। কোন আলেমের শেখানো পদ্ধতির সাথে যদি এ কিতাবের কোন বিবরণের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; তবে আদবের সাথে সে আলেমের নিকট জানতে চাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে পরামর্শসাপেক্ষে আমাদের নিকট প্রশ্ন আকারে পাঠানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কোন ভুল থাকলে আমরা সংশোধন করে নেবো ইনশাআল্লাহ।

৪. কিতাবটি সংকলনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল, এজন্য অল্প ও জরুরী উদ্ধৃতি দিয়েই আমরা ক্ষান্ত থেকেছি। কিতাবের শেষে তথ্যপঞ্জিতে উদ্ধৃত কিতাবগুলোর নাম- লেখক, প্রকাশনী ও প্রকাশকালসহ লিখে দেয়া হয়েছে। তবে এই কিতাব প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জিতে উল্লিখিত কিতাবগুলোর বাইরেও আমরা বহু কিতাবের সহায়তা নিয়েছি। কিতাবে সেগুলোর নাম উল্লেখ না থাকায় তথ্যপঞ্জিতে তার বিবরণ আসেনি।

৫. তথ্যপঞ্জিতে কিতাবগুলোর যে প্রকাশনী ও সংস্করণ উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে সেগুলোই অনুসরণ করতে সচেষ্ট থেকেছি। তা সত্ত্বেও দুই-এক জায়গায় ভিন্নতা ঘটে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠকের প্রতি অনুরোধ, নির্দিষ্ট উদ্ধৃতিটি নির্দিষ্ট প্রকাশনীর ছাপায় না পেলে যেন একটু কষ্ট করে অন্যত্র খুঁজে দেখেন; আশা করি পেয়ে যাবেন।

৬. এই কিতাবে প্রায় সব জায়গায় সহীহ বা হাসান পর্যায়ের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। দুই-এক জায়গায় হয়তো সাধারণ পর্যায়ের জয়ীফ হাদীস এসে থাকতে পারে; তবে শাস্ত্রীয় বিচারে তা আমলযোগ্য এটুকু নিশ্চিত হয়েই তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে আমরা সনদের মান উল্লেখ করে দিয়েছি; তাই পাঠক সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোতে দেখে নিতে পারবেন।

৭. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আলাদাভাবে হাদীসের মান উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে আমরা হাদীসের সূত্র ও শাস্ত্রীয় মান উল্লেখ করে দিয়েছি। হাদীসের মান বেশিরভাগ স্থানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের উদ্ধৃতিতেই উল্লেখ করেছি। কোথাও একান্ত না পাওয়া গেলে মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃত নীতি অনুসরণ করে আমাদের পক্ষ থেকে সনদের মান উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. হাদীসের ‘তাখরীজ’ এবং মাসআলাগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা আরবীতে করা হয়েছে। বাংলায় তার সারাংশ অল্প কথায় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবটির মূল অংশে কোন টীকা ব্যবহার করা হয়নি। মাসআলাগুলোর যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, রুকুর কাজ এতটি, সিজদার কাজ এতটি- এগুলো বিন্যাসের অংশ; অকাট্য কোন বিষয় নয়। অন্য কারও গণনায় কমবেশি হতে পারে।

৯. হাদীসের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা ‘ফুকাহায়ে কেরামের’ মুখাপেক্ষী; ইমাম তিরমিযী রহ. সুনানে তিরমিযীতে (হাদীস নং ৯৯০) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়ে বলেন, “হাদীসের অর্থ ফুকাহায়ে কেরাম বেশি জানেন।” তাই এই কিতাবে ফুকাহায়ে কেরামের প্রচুর উদ্ধৃতি আনা হয়েছে। অবশ্য হাদীসের ভাষ্য থেকে মাসআলা একদম পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলে সেক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়নি।

মূলত “ফুকাহায়ে কেরাম” হাদীস যেভাবে বুঝেছেন, আমরা সতর্কতার সাথে সেটিরই অনুসরণের চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা ফিকহের স্বীকৃত চারটি ধারার মধ্যে হানাফী ফিকহের ধারা অনুসরণ করেছি।

১০. সাধারণভাবে আমরা মারফূ’ হাদীস উল্লেখ করেছি। তবে কোথাও মারফূ’ হাদীস পাওয়া না গেলে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের উক্তি উল্লেখ করেছি। আর এটাই ইমাম আবু হানীফা রহ.-সহ অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরামের মাসআলা আহরণের নীতি। এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, “ফাযায়িলু আবি হানীফা, ইবনু আবিল আওয়াম” বর্ণনা নং. (১৪২)

[১] عن يحيى بن ضريس يقول: شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل فقال: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله عز وجل، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وعطاء وسعيد: فأجتهد كما اجتهدوا.

# সূচীপত্র
# এক নজরে ১০০ মাসায়িল


| | |
|---|---|
| | **মাসায়িলে কিয়াম ২৭ টি** |
| | **দাঁড়ানো অবস্থায় ৭ কাজ** |
| ১ | পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা। |
| ২ | উভয় পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক পরিমাণ ফাঁক রাখা। |
| ৩ | উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব রাখা। |
| ৪ | তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা। |
| ৫ | সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো। |
| ৬ | ঘাড় স্বাভাবিক রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না ঝোঁকানো। |
| ৭ | সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা। |
| | **হাত উঠানো অবস্থায় ৮ কাজ** |
| ৮ | তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের ভিতরে থাকলে বাইরে বের করা। |
| ৯ | হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝোঁকানো। |
| ১০ | হাত কান পর্যন্ত উঠানো। |
| ১১ | হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখা। |
| ১২ | হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা বাঁকা না রাখা। |
| ১৩ | তাকবীরে তাহরীমার আগে নামাযের নিয়ত করা। |
| ১৪ | তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীর সংক্ষিপ্ত করা, লম্বা না করা। |
| ১৫ | তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুলিয়ে সরাসরি হাত বাঁধা। |
| | **হাত বাঁধার ৪ কাজ** |
| ১৬ | ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা। |
| ১৭ | ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা। |
| ১৮ | বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা। |
| ১৯ | নাভীর নীচে হাত বাঁধা। |
| | **হাত বাঁধার পর ৮ কাজ** |
| ২০ | ছানা পড়া। |
| ২১ | পূর্ণ আঊযুবিল্লাহ পড়া। |
| ২২ | পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। |
| ২৩ | সূরা ফাতিহা পড়া। |

| | |
|---|---|
| ২৪ | সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা। |
| ২৫ | সূরা মিলানো। |
| ২৬ | সূরার শুরু থেকে মেলালে পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া। |
| ২৭ | মাসনূন কিরা'আত পড়া। |
| | **মাসায়িলে রুকু ১২ টি** |
| | **রুকুতে ৯ কাজ** |
| ২৮ | তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া। |
| ২৯ | উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা। |
| ৩০ | হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা রাখা। |
| ৩১ | উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। |
| ৩২ | মাথা, পিঠ ও কোমর এক সমান রাখা। |
| ৩৩ | পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা। |
| ৩৪ | পায়ের দিকে নজর রাখা। |
| ৩৫ | রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ পড়া সুন্নাত। |
| ৩৬ | রুকু করা ফরয এবং রুকুতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। |
| | **রুকু থেকে উঠার সময় ৩ কাজ** |
| ৩৭ | রুকু থেকে উঠার সময় 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা। |
| ৩৮ | রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা। |
| ৩৯ | রুকু থেকে উঠার সময় মুক্তাদীর 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলা। |
| | **মাসায়িলে সিজদা ৩৫ টি** |
| | **সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ** |
| ৪০ | তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। |
| ৪১ | সিজদায় স্বাভাবিকভাবে যাওয়া, নুয়ে না যাওয়া। |
| ৪২ | ( প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা। |
| ৪৩ | ( তারপর) হাত রাখা। |
| ৪৪ | ( তারপর) নাক রাখা। |
| ৪৫ | ( তারপর) কপাল রাখা। |
| ৪৬ | উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা ও কানের লতি বরাবর রাখা। |
| ৪৭ | হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা। |
| ৪৮ | আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা। |
| ৪৯ | দু'হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা। |
| ৫০ | নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা। |

| | |
|---|---|
| ৫১ | উরু সোজা রাখা যেন পেট উরু থেকে পৃথক থাকে। |
| ৫২ | উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখা। |
| ৫৩ | কনুই মাটিতে বিছিয়ে না দেওয়া এবং রান থেকে পৃথক রাখা। |
| ৫৪ | উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা। |
| ৫৫ | পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। |
| ৫৬ | দুই পায়ের আঙ্গুল জমিন থেকে না উঠানো। |
| ৫৭ | দুই পায়ের মধ্যখানে ফাঁক রাখা। |
| ৫৮ | কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ পড়া সুন্নত। |
| ৫৯ | সিজদা করা ফরয ও সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। |
| | **সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ** |
| ৬০ | তাকবীর বলতে বলতে সিজদা থেকে উঠা। |
| ৬১ | ( প্রথমে) কপাল উঠানো। |
| ৬২ | ( তারপর) নাক উঠানো। |
| ৬৩ | ( তারপর) উভয় হাত উঠানো। |
| ৬৪ | দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। |
| ৬৫ | বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। |
| ৬৬ | ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। |
| ৬৭ | ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। |
| ৬৮ | উভয় হাত উরুর উপর হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা। |
| ৬৯ | নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। |
| ৭০ | দুই সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দু'আ পড়া। |
| ৭১ | তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা। |
| ৭২ | দ্বিতীয় সিজদার পর পরবর্তী রাকা'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো। |
| ৭৩ | হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো । বিনা ওযরে যমীনে ভর না দেওয়া। |
| ৭৪ | সিজদা হতে সিনা ও মাথা স্বাভাবিক সোজা রেখে সরাসরি দাড়াঁনো। |
| | **মাসায়িলে কুউদ (বৈঠক) ২০ টি** |
| | **বসা অবস্থায় ১২ কাজ** |
| ৭৫ | বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা। |
| ৭৬ | ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা। |
| ৭৭ | ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা। |
| ৭৮ | উভয় হাত উরুর উপর হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা। |
| ৭৯ | বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠ সোজা রেখে নযর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা। |

| | |
|---|---|
| ৮০ | তাশাহহুদের ইশারার সময় নযর শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে রাখা। |
| ৮১ | আত্তাহিয়্যাতু পড়া। |
| ৮২ | আশহাদু বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা এক সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকারে বাঁধা। |
| ৮৩ | লা ইলাহা বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে কিবলার দিকে ইশারা করা। |
| ৮৪ | এভাবে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা। |
| ৮৫ | আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া। |
| ৮৬ | অতঃপর দু'আয়ে মাসূরা পড়া। |
| | **সালাম ফেরানোর ৮ কাজ** |
| ৮৭ | সালামের সময় নিয়ত করা |
| ৮৮ | উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং সালাম বলতে বলতে চেহারা ঘোরানো। |
| ৮৯ | প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো। |
| ৯০ | সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো । |
| ৯১ | চেহারা ঘোরানোর সময় নজর কাঁধের দিকে রাখা। |
| ৯২ | উভয় সালাম সংক্ষিপ্ত করা এবং দ্বিতীয় সালাম আস্তে বলা। |
| ৯৩ | মুক্তাদীগণের ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরানো। |
| ৯৪ | মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা। |
| | **পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল** |
| ৯৫ | মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। |
| ৯৬ | প্রত্যেক রুকনের আমল পূর্ণ হওয়ার পর পরের রুকনে যেতে বিলম্ব না করা। |
| ৯৭ | হাই আসলে যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা এবং মুখে হাত রাখা। |
| ৯৮ | হাঁচি আসলে হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া ও নীচু শব্দে হাঁচি দেওয়া। |
| ৯৯ | নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা। |
| ১০০ | পঠিত সূরা বা দু'আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা। |

بسم الله الرحمن الرحيم

# দলীলসহ পুরুষের নামাযের ১০০ মাসায়িল

## মাসায়িলে কিয়াম ২৭ টি

### দাঁড়ানো অবস্থায় ৭ কাজঃ

### ১. (১) পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى. فذكرالحديث بطوله. فقال:إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ...الخ ». أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» ( ٦٢٥١).

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী ﷺ মসজিদের এককোণে বসা ছিলেন। এমন সময় একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। নবীজী ﷺ তাকে বললেন, তুমি যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে উযু করবে। তারপর কিবলামুখী হবে। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলবে। - সহীহ বুখারী (৬২৫১)

عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه، وكفيه، وقدميه».

أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٣٦) وهذا إسناد صحيح.

অর্থ : হযরত ত্বঊস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রা. এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলারোখ করে রাখতে কাউকে দেখিনি। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), হাদীসটির সনদ সহীহ।

লক্ষণীয় যে, এখানে প্রথম হাদীসে কিবলারোখ হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় কোন কোন অঙ্গ কিবলার দিকে রাখা কর্তব্য তার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই পা-ও অন্তর্ভুক্ত।

**২. (২) উভয় পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক (চার আঙ্গুল, ঊর্ধ্বে এক বিঘত) পরিমাণ ফাঁকা রাখা।**

عن ابن جريج قال: وسألت عطاء عن ضم المرء قدميه في الصلاة، فقال: «أما هكذا حتى تماس بينهما فلا، ولكن وسطا من ذلك» فقال ابن جريج: ولقد أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهما، ولا يمس إحداهما الأخرى. قال: «بين ذلك». رواه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» (٣٣٠٠) عنه.

قال العيني في "البناية" (٢/٢٥٢) نقلا عن الواقعات: ينبغي أن يكون بين قدمي المصلي قدر أربع أصابع اليد، لأنه أقرب إلى الخشوع.

অর্থ: ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, আমি আতা রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, নামাযে দুই পা মিলিয়ে রাখা কেমন? তিনি বললেন, এভাবে একেবারে মিলিয়ে দেবে না, বরং মাঝামাঝি দূরত্বে রাখবে। এরপর ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, নাফে' রহ. আমাকে বলেছেন, ইবনে উমর রাযি. দুই পা একেবারে ছড়িয়ে দিতেন না, আবার মিলিয়েও দিতেন না, বরং মধ্যম পরিমাণ ফাঁক করে রাখতেন। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩৩০০), হাদীসটির সনদ সহীহ।

উল্লেখ্য, ফুকাহায়ে কেরাম মধ্যম পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে চার আঙ্গুলের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. "ওয়াকি'আত" থেকে উদ্ধৃত করেন, নামাযী ব্যক্তির দুই পায়ের মাঝে হাতের আঙ্গুলের হিসেবে চার আঙ্গুল ফাঁক থাকা উচিৎ; কারণ এটি (স্বাভাবিক হওয়ার কারণে) "খুশু" ও বিনম্রতার অধিক নিকটবর্তী। [বিনায়া ২/২৫২]

বলাবাহুল্য, মোটা মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ভিন্ন হতে পারে। সে কারণে তার দুই পায়ের মাঝে ব্যবধান আরেকটু বেশি হতে পারে।

**৩. (৩) উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।**

عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ».

أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (٧٥٤) وسكت عنه، وكذا المنذري في «مختصره» وابن القيم في «تهذيبه» (٧٢٣). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/٢٨٨): «وحديث ابن الزبير موصول». ورجال إسناده لا بأس بهم.

قال العلامة الكشميري في «فيض الباري» (٢/٤٥٩): «مراده استواء القدمين مع التجافي».

**অর্থ: হযরত যুর'আ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, আমি ইবনে যুবাইর রাযি.-কে বলতে শুনেছি, দুই পা সোজাভাবে কাতারের উপর রাখা এবং হাতের উপর হাত রাখা সুন্নাত। - সুনানে আবু দাঊদ (৭৫৪)। ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, ইবনে যুবাইরের হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত। (সুনানে কুবরা ২/২৮৮)।**

**আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, এই হাদীসে বর্ণিত 'সফ' শব্দটির মানে হল, দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রেখে সোজাভাবে রাখা। [ফয়যুল বারী (২/৪৫৯)]**

عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه، وكفيه، وقدميه». أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه»(٢٩٣٦)، وهذا إسناد صحيح.

**অর্থ: হযরত ত্বঊস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রা.-এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলামুখী করে রাখতে কাউকে দেখিনি। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), হাদীসের সনদ সহীহ।**

**বি.দ্র. দুই পা সোজাভাবে কাতারের উপর কিবলারোখ করে রাখলে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির মাঝে সমান দূরত্ব থাকে।**

## ৪. (৪) তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা পর্যন্ত হাত ছেড়ে রাখা।

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

-أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (١/ ١٩٣) (٧٢٦) وسكت عنه، وكذا المنذري في «مختصره» وابن القيم في «تهذيبه». وأصل الحديث مشهور عن عاصم، أخرجه أصحاب الصحاح والسنن من طرق عن عاصم. ينظر«صحيح» ابن خزيمة (٤٧٧) و«سنن» الترمذي (٢٩٢).قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». ورواية أبي داود مفصلة.

**অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযূর ﷺ এর নামায দেখব, তিনি কীভাবে নামায পড়েন। তিনি বলেন, অতঃপর হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন এবং কিবলামুখী হলেন। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বললেন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। - সুনানে আবু দাঊদ (৭২৬), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৭৭), হাদীসটি সহীহ।**

**এই হাদীসে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. নবীজী ﷺ এর নামাযের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এখানে নামাযের পূর্বে হাত বাঁধার কোন কথা নেই। নবীজী তাকবীরে তাহরীমার পরে নাভীর নিচে হাত বেঁধেছেন।**

## ৫.(৫) সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

عن أبي حميد الساعدي، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما».

-أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٣٠٤) وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». وهو في «صحيح » ابن خزيمة (٥٨٧) وابن حبان (١٨٦٥).

অর্থ : হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। - সুনানে তিরমিযী (৩০৪), তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

## ৬. (৬) ঘাড় স্বাভাবিক রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না ঝোঁকানো।

عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال _فذكر حديثا طويلا وفيه_:" ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا."

-أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (٧٣٠). وهذا طريق آخر للحديث المتقدم . قال ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود» (١/٢٦٠) : «حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له».

قال الكاساني في «البدائع» (٢/٧٣): ولا يرفع رأسه ولا يطأطئه؛ لأن فيه ترك سنة العين، وهي النظر إلى المسجد، فيخل بمعنى الخشوع.اهـ

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. হুযূর ﷺ এর নামাযের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, এরপর তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, ততক্ষণে শরীরের প্রত্যেকটি হাড় নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে স্থির হয়ে যেত। - সুনানে আবু দাউদ (৭৩০)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, হাদীসটি সহীহ, মুতালাক্কা বিল কবুল ও সকলের নিকট গ্রহণীয়, এতে কোন ইল্লত বা ত্রুটি নেই। [তাহযীবে সুনানে আবু দাউদ (১/২৬০)]

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, মাথা উঁচুও করবে না, নীচুও করবে না। কারণ এতে সিজদার জায়গায় নজর রাখার সুন্নাতকে তরক করা হয়। আর এটা খুশু'র পরিপন্থী।

**৭. (৭) সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা।**

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لاَ يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ. أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦٥٦٣)، وهذا إسناد صحيح.

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. নামাযীর নজর সিজদার জায়গা অতিক্রম না করাকে পছন্দ করতেন।

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৬৫৬৩), বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

উল্লেখ্য, সিজদার স্থানে নজর রাখার ব্যাপারে কিছু মারফূ' বর্ণনাও আছে। সেগুলোর সনদগত কিংবা মতনগত (বর্ণনার পাঠ) শুদ্ধতা নিয়ে কারো কারো আপত্তি আছে। তার মধ্যে একটি হযরত সালেম বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা রাযি. বলতেন, ঐ মুসলমান ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য লাগে যে কা'বা শরীফে প্রবেশ করে নিজ দৃষ্টিকে ছাদের দিকে উঁচু করে। অথচ আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার দিকে লক্ষ করে এটা পরিত্যাগ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তিনি সিজদার জায়গা থেকে দৃষ্টি হটাননি। - মুসতাদরাকে হাকেম (১৭৬১)।

সহীহ বুখারীর (২৯৮৮) বর্ণনায় আছে যে, হুযূর ﷺ কা'বার ভেতর নামাযও পড়েছেন। এর থেকে নামাযে সিজদার জায়গার নজর থাকার ব্যাপারটি বুঝা যায়। তাছাড়া এই বর্ণনায় হযরত আয়িশা রাযি. যে কারণে কা'বার ভেতর নজর উঁচু করতে নিষেধ করেছেন একই কারণ নামাযের মধ্যেও বিদ্যমান; অর্থাৎ আল্লাহর বড়ত্ব ও বান্দার খুশু'র প্রেক্ষাপট। অতএব নামাযেও নজর সিজদার জায়গায় রাখা কাম্য।

মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩২৬১)-এর একটি মুরসাল বর্ণনায়ও আছে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺকে নামাযে খুশু'র নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন তিনি সিজদার জায়গায় নজর রাখলেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য দেখুন, ( ৩৪) নং মাসআলা।

## হাত উঠানো অবস্থায় ৮ কাজঃ

## ৮. (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত চাদরের ভেতরে থাকলে বাইরে বের করা।

عن وائل بن حجر: أنه " رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، – وصف همام حيال أذنيه – ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب.

-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٠١)

وقال النووي في شرحه علي مسلم (٧٣/١): "ثم التحف": فيه استحباب كشف اليدين عند الرفع.قال العلامة أبو الحسن السندي في حاشية «مسند أحمد» (١٨٨٦٦): قوله: "ثم التحف"، أي: تستر، يعني أخرج يديه من الثوب حين كبر للإحرام، فإذا فرغ من التكبير أدخل يديه في الثوب.

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর ﷺকে দেখেছেন, যখন তিনি তাকবীরের মাধ্যমে নামাযে দাখেল হলেন তখন তাঁর উভয় হাত মুবারক উঠালেন- বর্ণনাকারী হাম্মাম কান বরাবর হাত উঠিয়ে দেখালেন- এরপর (নবীজী) চাদর জড়িয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করলেন উভয় হাতকে কাপড় থেকে বের করে নিলেন। - সহীহ মুসলিম (৪০১)

ইমাম নববী রহ. বলেন, এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাপড় হতে বের করে উঁচু করা মুস্তাহাব। (শরহুন নববী ১/১৭৩) আল্লামা সিন্দীও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৬৬) হাদীসের টীকা)

## ৯. (২) হাত উঠানোর সময় মাথা না ঝোঁকানো।

عن أبي حميد الساعدي، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما.

-أخرجه الترمذي في «سننه»( ٣٠٤)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

وفي «المبسوط» للإمام السرخسي (٨٦/١): «ولا يطأطئ رأسه عند التكبير ذكره في كتاب الصلاة للحسن بن زياد».

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। - তিরমিযী শরীফ ৩০৪। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম সারাখসী রহ. হাসান ইবেন যিয়াদ রহ.-এর সূত্রে বলেন, তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা ঝোঁকাবে না। [মাবসূত (১/৮৬)]

## ১০. (৩) হাত কান পর্যন্ত উঠানো (উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি বরাবর উঠানো)।

عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه». . أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٩١).

وفي حديث ابن عمررضه عند البخاري في «صحيحه» (٧٣٨) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم . افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه.اهـ وفي حديث أبي حميد عنده أيضا في «صحيحه» (٨٢٨): رأيته (النبي . صلى الله عليه وسلم .) إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه.اهـ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢٨٢/٢) وروى أبو ثور عن

الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه.اهـ

অর্থ: হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন দুই হাত কান বরাবর উঠাতেন। - সহীহ মুসলিম (৩৯১)

কোন কোন বর্ণনায় অবশ্য উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথা আছে; যেমন, সহীহ বুখারীতে (৭৩৮) ইবনে উমর রাযি. এর বর্ণনা, অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুমাইদ রাযি. এর বর্ণনা। এই দুই ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, হাতের তালু কাঁধ বরাবর রেখে আঙ্গুলের মাথা কান বরাবর করবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এ বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সুনানে আবু দাউদে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. এর বর্ণনা দ্বারা এ সমন্বয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে নামাযে এমনভাবে হাত উঠাতে দেখলেন যে, হাত দুটো কাঁধ বরাবর হয়ে গেল, আর বৃদ্ধাঙ্গুল দু'টো কান বরাবর করলেন। [দ্রষ্টব্য, ফাতহুল বারী ২/২৮২; সুনানে আবু দাউদ (৭২৪) আল মাকতাবা আল আসরিয়্যাহ, বৈরুত।]

## ১১. (৪) হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখা।

قال ابن خزيمة: نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ قَالَ: "ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهِنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: هَكَذَا، وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَلَمْ يَضُمَّهَا، وَقَالَ: هَكَذَا أَرَانَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَشَارَ لَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَفْرِيجًا لَيْسَ بِالْوَاسِعِ، وَلَمْ يَضُمَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَلَا بَاعَدَ بَيْنَهُمَا.

TOP

. أخرجه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٥٩) والحاكم في «المستدرك» (٨٥٦) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ولم يتعقبه الذهبي.

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে সাম'আন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বনী যুরাইকের মসজিদে আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি আমল করতেন, কিন্তু মানুষ সেগুলোর উপর আমল ছেড়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো, যখন তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, তখন এমনটি করতেন। অতঃপর (এই বর্ণনার একজন রাবী) আবু আমের হাত উঠিয়ে (উঠানোর তরীকা) দেখালেন; তিনি হাতের আঙ্গুলগুলো একেবারে ফাঁকও করলেন না আবার মিলিয়েও দিলেন না। (অতঃপর) আবু আমের বললেন, ( আমার শায়খ) ইবনে আবী যি'ব এভাবেই আমাদেরকে দেখিয়েছেন। ইবনে খুযাইমা বলেন, এরপর (আমার উস্তাদ) ইয়াইয়া ইবনে হাকীম আমাদেরকে অনুরূপ করে দেখালেন।

- সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৫৯), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৫৬), হাকেম রহ. বলেছেন, এর সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী রহ. হাকেম রহ. এর সাথে দ্বিমত করেননি।

## ১২. (৫) হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা, আঙ্গুলের মাথা বাঁকা না রাখা, বরং আকাশমুখী করে রাখা।

عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس قال: «ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالا للكعبة بوجهه، وكفيه، وقدميه».

-أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٣٦)، وهذا إسناد صحيح.

وقال الطحاوي في "مختصره" (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٥٧٤) : (ويرفع يديه حذو أذنيه، ناشرًا لأصابعه). وقال الكاساني في «البدائع» (٤٦٥/١) تحت قول الطحاوي "ناشرا لأصابعه": فمنهم من قال: أراد بالنشر تفريج الأصابع، وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما مفتوحتين

لا مضمومتين حتى تكون الأصابع نحو القبلة. انتهى. وكذلك في "رد المحتار"(٢٠٨/٢) نقلا من الحلبة.

অর্থ: হযরত ত্বঊস রহ. বলেন, আমি নামাযে হযরত ইবনে উমর রাযি. এর মত- চেহারা, দুই হাত এবং দুই পা অধিক কিবলারোখ করে রাখতে কাউকে দেখিনি। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৩৬), হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন, উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো সম্পূর্ণ মুষ্ঠিমুক্ত করে হাত উঠাবে। (শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী: ১/৫৭৪)

**১৩. (৬) তাকবীরে তাহরীমার আগে নামাযের নিয়ত করা।**

عن عبد الله، قال: «تعودوا الخير فإن الخير بالعادة، وحافظوا على نياتكم في الصلاة».

أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٧٥٥) ، وقال الهيثمي في المجمع (٢٥٧٨): رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা ভালো কাজের অভ্যাস কর; কেননা ভালো কাজ (-এর যোগ্যতা) অভ্যাসের দ্বারা গড়ে ওঠে। আর নামাযে নিয়তের প্রতি যত্নবান হও। - তাবারানী কাবীর (৮৭৫৫), আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, এই হাদীসের রাবীগণ 'সহীহ'-এর রাবী। মাজমাউয যাওয়ায়েদ (২৫৭৮)।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات...الخ». . أخرجه البخاري في «صحيحه» (١).

অর্থ: হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। - বুখারী (১)।

**১৪. (৭) তারপর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীর সংক্ষিপ্ত করা, লম্বা না করা।**

عن عائشة قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يختم بالتسليم». . أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣٩٧). وأخرجه أيضا مسلم في «صحيحه» (٤٩٨) مطولا، وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (١٧٦٨) وغيرهم.

**অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায শুরু করতেন এবং সালামের মাধ্যমে নামায সমাপ্ত করতেন।**

**- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (২৩৯৭), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৯৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৬৮)।**

**ইমাম ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. এটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।**

قال الترمذي: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم. . علقه الترمذي في «سننه» (٢٩٧) ورواه سعيد بن منصور في «سننه» مع زيادة كما في "المقاصد الحسنة"(ص: ٢٦٣) ولم نقف على إسناده، ورواه أيضا عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٥٥٣) عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة قال: قلت لإبراهيم: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكبر مكاني، أو حين يفرغ؟ قال: «أي ذلك شئت» قال: وقال إبراهيم: «التكبير جزم» يقول: «لا يمد»، وهذا إسناد ضعيف، لأن يحيى بن العلاء مع فصاحته ونبله كان ضعيفا. قال الذهبي في"تاريخ الإسلام" ت بشار (٤/ ٥٤٢): أَحَدُ الأَعْلامِ الجِلَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ...،قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالدُّولابِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَرَوَى عَبَّاسٌ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. اهـ إلا أن المحدثين والفقهاء وأصحاب الغريب قد اعتمدوه من كلام النخعي على مر الدهور، قال السخاوي في "المقاصد الحسنة "(ص: ٢٦٣): لا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ، مَعَ وُقُوعِهِ فِي الرَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.اهـ

TOP

وفي "الأصل" للإمام محمد (١/ ٧): قلت: ويحذف التَّكْبِير حذفا وَلَا يطوله؟ قَالَ : نعم.اهـ وقال اللكنوي في "السعاية" (٢/١٤٨): وفي الحلية: اعلم أن المسنون حذف التكبير سواء كان للافتتاح أوفي أثناء الصلاة . قالوا لحديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا : الأذان جزم والتكبير جزم.اهـ قال الشامي في "رد المحتار" [١/٤٨٠] تحت قول الماتن: "كبر للافتتاح بالحذف": اعلم أن المد إن كان في 'الله' ، فإما أن يكون في أوله أو أوسطه أو آخره...وإن كان في وسطه ، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره. قيل : والمختار أنها لا تفسد ، وليس ببعيد.

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. বলেন, তাকবীর সংক্ষিপ্তভাবে বলা উচিৎ। এমনিভাবে সালামও সংক্ষিপ্ত করা উচিৎ।

- সুনানে তিরমীযী (২৯৭), সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, [ আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ২৬৩] মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৫৫৩), সাখাবী রহ. বলেন, মারফূ' হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই, বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি।

ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসলে (১/৭) আছে, 'প্রশ্ন: তাকবীর কি লম্বা না করে খাটো করবে? উত্তর: হ্যাঁ।' আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী রহ. 'হিলয়া' ( সম্ভবত 'হালবা' হবে) কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেন যে, জেনে রাখো! সুন্নাত হচ্ছে তাকবীরকে সংক্ষিপ্ত করা, চাই তা নামাযের শুরুর তাকবীর হোক বা মাঝখানের তাকবীর হোক। আর এটা উপরে উল্লিখিত ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর বর্ণনাটির কারণে। (দ্র. সি'আয়া ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বলেন, জানা উচিৎ 'আল্লাহ' শব্দের মধ্যে মাদ্দ (টান) তিন জায়গায় হতে পারে; শুরুতে, মাঝখানে আর শেষে। (এর মধ্যে প্রথম আর শেষটি বৈধ নয়)... আর মাঝখানে মাদ্দ করার ক্ষেত্রে যদি এত বেশি টানে যে, 'লাম' আর 'হা' মাঝে দ্বিতীয় আলিফ (দুই হরকত পরিমাণ টানকে এক আলিফ বলে) সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মাকরুহ হবে। কোন কোন ফকীহের বক্তব্য আছে যে, 'এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হলো, নামায নষ্ট হবে না।' এই

বক্তব্য বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী নয় (অর্থাৎ এটি বাস্তবসম্মত বক্তব্য)। (রদ্দুল মুহতার ১/৪৮০)

## ১৫. (৮) তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত না ঝুলিয়ে সরাসরি হাত বাঁধা।

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (٧٢٦) وسكت عنه، وكذا المنذري في «مختصره» وابن القيم في «تهذيبه». وقد مر الحديث تحت المسألة (٤).

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযূর ﷺ এর নামায দেখবো, তিনি কীভাবে নামায পড়েন? তিনি বলেন, অতঃপর হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন এবং কিবলামুখী হলেন। এরপর তাকবীরে তাহরীমা বলার ইচ্ছা করলেন এবং দুই হাত দুই কান বরাবর উঠালেন। তারপর (তাকবীর বলে) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। - সুনানে আবু দাউদ (৭২৬), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৭৭) হাদীসটি সহীহ।

বি.দ্র. এই হাদীসের মধ্যে নামাযের ধারাবাহিক বিবরণীতে হাত ঝুলিয়ে দেওয়ার কোন কথা নেই। সুতরাং হাত বাঁধার পূর্বে মনগড়াভাবে উভয় হাত ঝুলিয়ে দেওয়া অনুচিৎ।

## হাত বাঁধার ৪ কাজ

## ১৬. (১) ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ فنظرت إليه «فقام فكبر، فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى.

-أخرجه الدارمي في «سننه» (١٣٩٧)، وأبوداود في «سننه» (٧٢٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٨٠)، وابن حبان في «صحيحه» (١٨٦٠)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যই হুযূর ﷺ এর নামায দেখবো, তিনি কীভাবে নামায পড়েন? সুতরাং আমি তাঁর প্রতি লক্ষ করলাম। (তো) হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন। তারপর তাকবীরে তাহরীমা বলার ইচ্ছা করলেন। উভয় হাত কান বরাবর উঠালেন এবং (তাকবীর বলে) ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন।

- দারেমী (১৩৯৭), আবু দাউদ (৯৫৭), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৪৮০), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৬০)।

ইমাম ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. এটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

**১৭. (২) ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরা।**

**১৮. (৩) বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।**

عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُّنا فيأخذ شماله بيمينه».

رواه الترمذي في "جامعه" ( ٢٥٢ ) وقال: حديث هلب حديث حسن، وابن ماجه في «سننه» (٨٠٩) ، وأحمد في «مسنده» (٢١٩٧٤) من طرق عن أبي الأحوص عن سماك عنه.

অর্থ: হযরত কবীছা রহ. নিজ পিতা হুলব রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে আমাদের ইমামতি করতেন। তখন (হাত বাঁধার সময়) ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন।

- তিরমিযী (২৫২), ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান। ইবনে মাজাহ (৮০৯), মুসনাদে আহমাদ (২১৯৭৪)।

عن وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، – وصف همام حيال أذنيه – ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب.

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٠١)، وقد علق البخاري في «صحيحه» (باب استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة) عن علي رضي الله عنه قال: وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُسْغِهِ الأَيْسَرِ.اهـ وقد وصله الحافظ في "الفتح" من طريق السلفي.

قال الكاساني في "البدائع" (٢٩/٢): وأما كيفية الوضع فلم يذكر في ظاهر الرواية واختلف فيها قال: بعضهم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرى، وقال بعضهم: يضع على المفصل. وذكر في النوادر اختلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال: على قول أبي يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى، وعند محمد يضع كذلك، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: قول أبي يوسف أحب إلي؛ لأن في القبض وضعا وزيادة وهو اختيار مشايخنا بما وراء النهر فيأخذ المصلي رسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنى ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ليصير جامعا بين الأخذ والوضع وهذا؛ لأن الأخبار اختلفت، ذكر في بعضها الوضع وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدلائل أجمع فكان أولى.

قال الحلبي في "غنية المتملي" (صـ٣٠٠ ) تحت قول الكاشغري:'' ثم يضع يمينه على يساره ويقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى'':أى السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعا بين ما ورد في الأحاديث المذكورة، إذ في بعضها ذكر الأخذ وفي بعضها ذكر وضع اليد على اليد وفي البعض ذكر الد على الذراع ؛ فكيفية الجمع أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلثة على الذراع فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع وأنه أخذ شماله بيمينه.

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর ﷺ -কে দেখেছেন, যখন তিনি তাকবীরের মাধ্যমে নামাযে দাখেল হলেন, তখন তাঁর উভয় হাত মুবারক উঠালেন (বর্ণনাকারী হাম্মাম কান বরাবর হাত উঠিয়ে দেখালেন)। এরপর (নবীজী) চাদর জড়িয়ে নিলেন। এরপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করলেন উভয় হাতকে কাপড় থেকে বের করে নিলেন।

- সহীহ মুসলিম (৪০১), ইমাম বুখারী রহ. আলী রাযি. থেকে উল্লেখ করেন, তিনি নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরতেন। - সহীহ বুখারী (২/৬২)

বি.দ্র. এখানে ডান হাত দিয়ে বাম ধরা এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা দুইরকম হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোন পদ্ধতিতে আমল করবে এ বিষয়ে ফকীহগণের বক্তব্য লক্ষ করুন। ইমাম কাসানী রহ. বলেন, 'হাত রাখার পদ্ধতির উল্লেখ 'যাহেরে রেওয়ায়াতে' নেই। ... তবে 'নাদেরে রেওয়ায়াতে' ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর বক্তব্যমতে, ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে। ফকীহ আবু জাফর হিন্দওয়ানী রহ. বলেন, আমার নিকট আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তব্য অধিক পছন্দনীয়; কারণ ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরার ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাও হয় সে সাথে ধরাও হয়। (কিন্তু ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে দিলে ধরার কাজটি হয় না। অথচ হাদীসে ধরার কথাও আছে।) 'মা-ওয়ারাউন্নাহারের' মাশায়েখগণও ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। অতএব মুসল্লী ব্যক্তি বাম হাতের কব্জি ডান হাতের তালুর মধ্যভাগ দিয়ে ধরবে। (তা এভাবে যে, ) বৃদ্ধা, অনামিকা ও কণিষ্ঠা দিয়ে বৃত্ত বানাবে। আর মধ্যমা ও শাহাদাত কব্জির উপর বিছিয়ে দেবে। এতে রাখা ও ধরা দুটিই আদায়

হল। যেহেতু দুই পদ্ধতিই হাদীসে আছে, তাই এভাবে আমল করার দ্বারা সব দলীলের উপর আমল হয়ে যায়। সুতরাং এই পদ্ধতিই অধিক উত্তম।' আল্লামা হালাবী বলেন, যেহেতু হাদীসে হাত ধরা ও হাত রাখা উভয়টির কথা আছে, তাই সুন্নাত হলো বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা কব্জি ধরবে এবং বাকি তিন আঙ্গুল বিছিয়ে দিবে। [বাদায়িউস সানায়ে'২/২৯ , হালাবী কাবীর (পৃ. ৩০০)]

উল্লেখ্য, তিন আঙ্গুল বিছিয়ে দিয়ে দুই আঙ্গুল দ্বারা ধরা অথবা দুই আঙ্গুল বিছিয়ে দিয়ে তিন আঙ্গুল দ্বারা ধরা- দুটি পদ্ধতিরই অবকাশ আছে।

## ১৯. (৪) নাভীর নীচে হাত বাঁধা।

عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال:«رأيت النبي صلي الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة ».

. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ( ٣٩٥٩). قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في "التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار"(الورقة ٢٧/ب ): وهذا إسناد جيد . وقال العلامة عابد السندي في "طوالع الأنوار على الدر المختار"(١: ٦٢٠/آ من النسخة الأزهرية) : ومما لا يمارى في الاحتجاج به : ما أخرجه ابن أبي شيبة .. فذكر الحديث ، ثم قال : ورجاله كلهم ثقات أثبات.

অর্থ: হযরত আলকামাহ ইবনে ওয়াইল ইবনে হুজর রহ. নিজ পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. হতে বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী ﷺ -কে নামাযের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভীর নিচে বাঁধতে দেখেছি। - মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৩৯৫৯), আল্লামা কাসেম ইববে কুতলুবুগা বলেন, হাদীসটির সনদ জায়্যিদ (যা সহীহ হাদীসেরই একটি প্রকার)। আল্লামা আবেদ সিন্দি বলেন, হাদীসের রাবীগণ বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য। (মুসান্নাফ, টীকা দ্রষ্টব্য)

## হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

## ২০.(১) সানা পড়া।

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة، قال: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك».

أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٦٠)، والحاكم في «المستدرك» (٨٦٠) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ولم يتعقبه الذهبي. وعلله أبو داود بأنه غير مشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. قال الراقم : لكن طلقا ثقة راوي الصحيح للبخاري وابن حرب ثقة راوي الصحيحين ؛ فهذا مما يجتهد فيه القول بقبول الرواية، (يراجع: بذل المجهود٤/١٤٩) ويشهد له ما في الترمذي (٢٤٣) عن حارثة عن عمرة عن عائشة ، وحارثة ضعيف من قبل حفظه. وقد قال الحاكم: « وكان مالك بن أنس رحمه الله لا يرضى حارثة بن محمد وقد رضيه أقرانه من الأئمة ولا أحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الصلاة "سبحانك اللهم وبحمدك" أصح من هذين الحديثين». وفي الباب حديث أبي سعيد عند أبي داود(٨٥٩) وغيره، وصححه ابن الهمام في "الفتح" (٢٨٩/١) والعيني في "النخب" (١٣٢/٥)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন, “সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক।”

- আবু দাউদ (৮৬০), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৬০), তিনি বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ এবং আমার মুখস্থকৃত হাদীসের মধ্যে ‘সুবহানাকা’ দ্বারা সানা পাঠ সম্পর্কে এর চেয়ে সহীহ হাদীস নেই। আরও দেখুন- বযলুল মাজহূদ (৪/১৪৯)

عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٩٩) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٠٢)، ولفظه: وتبارك.

TOP

قال ابن الهمام في "فتح القدير"وَلَما ثَبَتَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ كَعُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَغَيْرِهِ «الِافْتِتَاحُ بَعْدَهُ –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» مَعَ الْجَهْرِ بِهِ لِقَصْدِ تَعْلِيمِ النَّاسِ لِيَقْتَدُوا وَيَأْنَسُوا كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – آخِرَ الْأَمْرِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ الْأَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِنْ كَانَ رَفْعُ غَيْرِهِ أقوى على طريق المحدثين.

**অর্থ: হযরত আবদাহ বলেন, হযরত উমর রাযি. এই বাক্যগুলো উচ্চস্বরে বলতেন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ...। - মুসলিম (৩৯৯)**

**আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, যেহেতু এই শব্দে সানা সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত, বিশেষত হযরত উমর রাযি.-এর আমল তথা সবাইকে শেখানোর জন্য উচ্চস্বরে পাঠ করা, যেন সবাই তাঁর থেকে শুনে নিজেরাও এই সানা পাঠ করে। সাহাবায়ে কেরামের এই কর্মপন্থা থেকে বুঝা যায়, হুযূর ﷺ বেশির ভাগ সময় এই সানা পাঠ করেছেন এবং এর উপরই তাঁর সর্বশেষ আমল ছিল। [ফাতহুল কদীর]**

## ২১. (২) পূর্ণ আঊযুবিল্লাহ পড়া।

قال الدارقطني : أنا محمد بن نوح ،ثنا هارون بن إسحاق ،ثنا ابن فضيل، عن حصين بهذا(أي الحديث المتقدم عن أبي وائل، عن الأسود بن يزيد قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين افتتح الصلاة كبر ، ثم قال : سبحانك اللهم...) وزاد: ثم يتعوذ.

.كذا في "سنن" الدارقطني (١١٣٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٧١). قال النيموي: إسناده صحيح. [آثار السنن صـ٩٧] وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٧٢) لفظ تعوذ عمر رضي الله عنه، قال: كان يتعوذ يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أو : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

قال الإمام محمد في الأصل(١/٦): ثم يقول سبحانك اللهم... ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يفتتح القراءة، ويخفي بسم الله الرحمن الرحيم.

TOP

অর্থ: হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রহ. বলেন, আমি হযরত উমর রাযি.-কে দেখেছি, তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলেছেন, অতঃপর সানা পড়েছেন, এরপর 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম' পড়েছেন।

- সুনানে দারাকুতনী (১১৩৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৪৭১), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। (আসারুস সুনান পৃ.৯৭) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, সানা পড়বে, অতঃপর 'আঊযুবিল্লাহ' পড়বে, ( এরপর নীরবে বিসমিল্লাহ পড়বে) এরপর কিরা'আত শুরু করবে। (আল আসল ১/৬)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَجْهَرَانِ بِـ«بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَلَا بِالتَّعَوُّذِ، وَلَا بِالتَّأْمِينِ .

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١٧٣)، والطبري في «تهذيب الآثار» (الجوهرالنقي ٤٨/٢) من طريق أبي بكر بن عياش عن سعيد بن المرزبان عنه. وسعيد هذا ضعفوه، وكان مع ضعفه صادق اللهجة كما قاله أبوزرعة. وقد وثقه أبو أسامة، وقال ابن عدي: وهو من جملة ضعفاء الكوفة اللذين يجمع حديثهم ولا يترك. ثم إنه يتابع له حديث حصين عن أبي وائل عند سعيدبن منصور في «سننه»: كانوا يسرون التعوذ والبسملة في الصلاة. (آثارالسنن ص ٩٧ وصحح النيموي إسناده).

অর্থ: হযরত আবু ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ও হযরত আলী রাযি. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম এবং আমীন উঁচু আওয়াজে বলতেন না।

- শরহু মাআনিল আসার (১১৭৩), তাহযীবুল আসার (আল জাওহারুন নাকী ২/৪৮), সার্বিক বিচারে হাদীসটি হাসান।

**২২. (৩) পূর্ণ বিসমিল্লাহ পড়া।**

عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، ثم قرأ بأم القرآن ... أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (٩٠٥)، والحاكم في «المستدرك» (٨٤٩)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

অর্থ: হযরত নুআঈম আল মুজমির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাযি.-এর পেছনে নামায পড়লাম। তখন তিনি প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়েছেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

- আস সুনানুল কুবরা নাসায়ী (৯০৫), মুসতাদরাকে হাকেম (৮৪৯), হাকেম রহ. বলেন, এটি সহীহ হাদীস।

বি.দ্র. ২১ নম্বর মাসআলায় বর্ণিত ২য় হাদীসটিও (আবু ওয়াইল রাযি.-এর হাদীস) এই মাসআলার দলীল।

## ২৩. (৪) সূরা ফাতিহা পড়া।

عن أبي سعيد الخدري، قال: «أمرنا نبينا، صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر».

أخرجه أبو داود في «سننه» (٨١٨)، وابن حبان في «صحيحه» (١٧٩٠)،وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٢٤٣ (تحت الحديث ٧٥٧) أن أبا داود أورده بسند قوي.

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ আমাদেরকে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে কুরআনের যেখান থেকে সহজ হয়- পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

- আবু দাউদ (৮১৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৯০), হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, এর সনদ কবী তথা সবল (এটি সহীহ হাদীসের একটি প্রকার) [ফাতহুল বারী হাদীস নং (৭৫৭)]।

## ২৪. (৫) সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।

عن وائل حجر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ:«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «آمين» وأخفى بها صوته .

. أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٨٥٤) عن محمد بن جعفر، والطيالسي في «مسنده» (١١١٧)؛ كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (في التفسير ٢٩١٧) ولفظه: يخفض بها صوته. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي. ورواه الثوري عن سلمة كما عند الترمذي (٢٤٨) وأبي داود(٩٢٩) فقال : مد/رفع بها صوته. وقد اختلفوا في الترجيح ووجوهه؛ ورجح علماؤنا رواية شعبة لأنه كان أحسن حديثا وأمرّ من الثوري وأكثر اشتغالا للمتون منه. قال أحمد : شعبة أحسن حديثا من الثوري [سير الذهبي ١٦٠/٧]، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" أن شعبة كان تشاغله بحفظ المتون أكثر. [تهذيب التهذيب٢٦٤/٩]

قال الطبري: وروي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن النخعي والشعبي وإبراهيم التيمي كانوا يخفون بآمين. والصواب أن الخبرين بالجهرها والمخافتة صحيحان ، وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء،وإن كنت مختارا خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك. [الجوهر النقي ٥٨/٢]. يراجع للتفصيل آثار السنن للنيموي صـ١٢٤

**অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন ‘গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়াযয-ল্লীন’ পড়লেন তখন নিম্নস্বরে ‘আমীন’ বললেন।**

**- মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৫৪), মুসনাদে ত্বয়ালিসী (১১১৭), মুসতাদরাকে হাকেম (২৯১৭), হাকেম রহ. বলেন, এটি সহীহ হাদীস।**

**ইমাম ত্বারী রহ. বলেন, নীরবে এবং শব্দ করে দু’রকম রেওয়ায়াতই সহীহ। উভয় পদ্ধতিতেই একদল উলামা আমল করেছেন। তবে আমি**

TOP

নীরবে পড়া পছন্দ করি; কারণ বেশিরভাগ সাহাবা এবং তাবেয়ী এভাবে (নিম্নস্বরে) বলতেন। (আল জাওহারুন নাকী ২/৫৮)

عن إبراهيم، قال: « خمس يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وسبحانك اللهم وبحمدك، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد » .

. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٨٤٩) وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٥٩٧). قال النيموي: وإسناده صحيح. [آثارالسنن صـ١٢٤]

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম নামাযে পাঁচটি বাক্য নিম্নস্বরে বলবে; আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সানা, আমীন এবং আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।

- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৮৮৪৯), মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৬৯৭), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। (আসারুস সুনান পৃ.১২৪)

## ২৫. (৬) সূরা মেলানো।

عن رفاعة بن رافع الزرقي قال – فذكر حديثا طويلا وهو حديث المسيئ في الصلاة، وفيه– قال النبي – صلى الله عليه وسلم– : «اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت».

. أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٩٩٥) ، وابن حبان في «صحيحه» (١٧٨٧) كلاهما من حديث يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى الزرقي عن رفاعة بن رافع، واختلف على علي؛ فقال بعضهم : علي بن يحيى عن أبيه ، ولم يذكره البعض، ورجح أبو حاتم في العلل رواية من قال : أبيه. وأما الحديث فصحيح كما صححه ابن حبان. والتفصيل في حاشية مسند أحمد للشيخ شعيب.

অর্থ: হযরত রিফা'আ ইবনে রাফে' আয-যুরকী রহ. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেছেন, তুমি (প্রথমে) সূরা ফাতিহা পড়। পরে (কুরআন শরীফের) যে কোন অংশ মনে চায় পড়। - মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৯৫), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৭৮৭)

TOP

عن أبي قتادة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٥٩) ومسلم في «صحيحه» (٤٥١) .

অর্থ: হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যুহর ও আসরের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পড়তেন। - সহীহ বুখারী (৭৫৯), সহীহ মুসলিম (৪৫১)

## ২৬. (৭) সূরার শুরু থেকে মিলালে বিসমিল্লাহ পড়া।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَرَأَ : {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ قَرَأَ : {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤١٧٨) ورجال إسناده ثقات أثبات.

অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. যখন নামায শুরু করতেন তখন (অর্থাৎ কিরা'আত শুরু করার আগে) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন। এরপর যখন আল-হামদু সূরা শেষ করতেন তখন আবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তেন।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪১৭৮), হাদীসের রাবীগণ সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِالسُّورَتَيْنِ ، كُلَّمَا قَرَأَ سُورَةً اسْتَفْتَحَ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤١٨٥).

قال الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح" (ص٢٦٠): ثم هل يخص هذا ( أي كون الإتيان بالبسملة حسنا) بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل.

অর্থ: হযরত হাকাম, হাম্মাদ এবং আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, এক রাকা'আতে কেউ দুই সূরা পড়লে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পড়বে। -মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ (৪১৮৫), হাদীসের রাবীগণ সকলে সিকা ও নির্ভরযোগ্য।

আল্লামা ত্বহত্বী রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বাহ্যত এটাই মনে হয় যে, বিসমিল্লাহির...তখনই পড়বে যখন সূরার শুরু থেকে মেলাবে। (ত্বহত্বী আলা মারাকীল ফালাহ পৃ. ২৬০)

**২৭. (৮) মাসনূন কিরা'আত পড়া।**

ফজরে তিওয়ালে মুফাসসাল (সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত), যুহরে তিওয়াল বা আওসাতে মুফাসসাল (সূরা ত্বারেক থেকে সূরা বাইয়িনাত পর্যন্ত), আসরে আওসাতে মুফাসসাল, মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল (সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) এবং ইশায় আওসাতে মুফাসসাল থেকে প্রতি রাকা'আতে কোন একটি সূরা বা কোনো কোনো সময় অন্য জায়গা থেকে এ পরিমাণ কিরা'আত পড়া।

عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من فلان» .قال سليمان: «كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل». أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٥٦)، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١٨٣٨).

অর্থ: হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নামায অমুক ব্যক্তি অপেক্ষা (একজন সাহাবীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন যিনি তৎকালে মদীনার আমীর ছিলেন) আর কারো পেছনে পড়িনি। (হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর ছাত্র সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রহ. বলেন, ( এ কথা শুনে আমি ঐ ব্যক্তির পিছনে

নামায পড়লাম।) তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকা'আতকে দীর্ঘ করতেন। আর শেষের দুই রাকা'আতকে ছোট করতেন। আসরকেও ছোট করতেন। মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল, ইশায় আওসাতে মুফাসসাল ও ফজরে তিওয়ালে মুফাসসাল পড়তেন। - সুনানে কুবরা নাসায়ী (১০৫৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৩৮)।

উল্লেখ্য, এ হাদীসে যুহর ও আসরের কিরা'আতের পরিমাণ পরিস্কারভাবে উল্লেখ নেই। এটুকু আছে যে, যুহরে কিরা'আত লম্বা হত। আর আসরের কিরা'আত যুহরে তুলনায় ছোট হত। যুহর ও আসরের কিরা'আতের পরিমাণের জন্য সামনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী, জাবের রাযি. এর হাদীস এবং উমর রাযি. এর চিঠি দ্রষ্টব্য।

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.

رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (٥٤١) ومسلم في «صحيحه» (٤٦١،٦٤٧)

অর্থ: হযরত আবু বারযা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ ফজরের নামায এমন পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার সঙ্গীকে (আলোকিত হওয়ার কারণে) চিনতে পারত। আর তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন। - সহীহ বুখারী (৫৪১), সহীহ মুসলিম (৪৬১, ৬৪৭)

এ হাদীসে ফজরের কিরা'আতের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে; তবে তিওয়ালে মুফাসসালের কথা নেই। তিওয়ালে মুফাসসালের কথা আগের হাদীসে গিয়েছে। সামনে উমর রাযি. এর চিঠিতেও এর উল্লেখ আছে। অতএব উল্লিখিত পরিমাণ তিওয়ালে মুফাসসাল থেকেও পড়া যায়, কখনো এর বাইরে থেকেও পড়া যায়। দ্বিতীয়ত, এখানে বলা হয়েছে- ষাট থেকে একশ' আয়াত পড়তেন। কত আয়াত পড়তেন তা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, পরিমাণের এই কমবেশি- সময়, প্রেক্ষাপট এবং মুক্তাদীদের অবস্থা-বিবেচনায় হত।

وعن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية . أو قال نصف ذلك .، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدرنصف ذلك.

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٥٢) .

قال السندي في حاشية مسند أحمد (١٠٩٨٦): ولا يخفى ما في الحديث من الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد في الاخريين على الفاتحة أحيانا. والله أعلم..

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন) অথবা তিনি বলেছেন যে, প্রথম দুই রাকা'আতের তুলনায় শেষের দুই রাকা'আতে অর্ধেক পড়তেন। আসরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা'আতে তার অর্ধেক পড়তেন। - সহীহ মুসলিম (৪৫২)

লক্ষণীয় যে, এই বর্ণনায় যুহর এবং আসরের কিরা'আতের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে যে ৩০ আয়াতের কথা বলা হয়েছে তা সূরা ফাতিহা ছাড়াই; যা সহীহ মুসলিমে (৪৫২) এই হাদীসেরই আরেকটি সূত্রে পরিস্কারভাবে উল্লেখ আছে।

আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. মুসনাদে আহমাদের টীকায় (হা.ন. ১০৯৮৬) বলেন, এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো কখনো ফরজ নামাযের দ্বিতীয় দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর কিরা'আত পড়েছেন।

قال ابن أبي شيبة: ثنا أبو داود ، عن حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ،عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ"والسماء والطارق" "والسماء ذات البروج".

. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٠٦) ورواه الترمذي في «سننه»(٣٠٧) وقال : حديث جابر بن سمرة حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. وفي رواية مسلم (٤٥٩) من حديث ابن مهدي عن شعبة عن سماك: كان يقرأ في الظهر بـ"والليل إذا يغشى"وفي العصر نحو ذلك، وفيه أيضا (٤٦٠) من رواية الطيالسي عن شعبة به قال : كان يقرأ في الظهر بـ"سبح اسم ربك الأعلى".

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ যুহর এবং আসরে সূরা ত্বারেক এবং সূরা বুরূজ পড়তেন। আরেক সূত্রে আছে, যুহরে সূরা লাইল এবং আসরে এ জাতীয় কোন সূরা পড়তেন। অন্য একটি সূত্রে আছে, যুহরে সূরা আ'লা পড়তেন। - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৬০৬), সুনানে তিরমিযী (৩০৭), ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। সহীহ মুসলিম (৪৫৯, ৪৬০)

উল্লেখ্য, এখানে উল্লিখিত সূরা বুরূজ তিওয়ালে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত, বাকী সূরাগুলো আওসাতে মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যুহর এবং আসরে কখনো মধ্যম আকারের এবং একই ধরনের কিরা'আত পড়তেন। আর আগের কয়েকটি হাদীসে গিয়েছে যে, আসরে যুহরের অর্ধেক কিরা'আত পড়তেন। বলা বাহুল্য, মুক্তাদীদের অবস্থা, সময় এবং প্রেক্ষাপট-বিবেচনায় এই পার্থক্য হত।

عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن وغيره قال كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل ، وفي الصبح بطوال المفصل.

TOP

أخرجه في «مصنفه» (٢٦٧٢)، وفي إسناده علي بن زيد وهو صدوق فيه لين. وقد رواه ابن أبي داود في "المصاحف" ص٣٥٣من حديث أبي حذيفة عن سفيان عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن مثله. والرفاعي هذا لا بأس به. ولكن فيه احتمال التصحيف ، لأن أبا حذيفة موسى بن مسعود كان يصحف. وأخرج ابن أبي شيبة قصة المغرب والعشاء متفرقة من حديث علي بن زيد عن زرارة بن أوفى (٣٦١١،٣٥٩٤). وعلق الترمذي في «سننه» (٣٠٧) فقال : وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل، وفي (٣٠٨): أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل.

في "الأصل" ١٣٧/١: يقرأ [في الفجر] بأربعين آية مع فاتحة الكتاب في الركعتين جميعا. قال: يقرأ [في الظهر] بنحو من ذلك أو دونه . قلت : فكم يقرأ في الركعتين من العصر؟ قال : بعشرين آية مع فاتحة الكتاب . قال: يقرأ [في المغرب] في الركعتين في كل ركعة بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب. قال: يقرأ [في العشاء] في الركعتين جميعا بعشرين آية مع فاتحة الكتاب. قلت: وكل ما ذكرت فهو بعد فاتحة الكتاب ؟ قال: نعم. انتهى. وذكر محمد في "الجامع الصغير" في الفجر: بأربعين خمسين ستين. وروي الحسن في "المجرد" عن أبي حنيفة [في الفجر] ما بين ستين إلى مئة؟ وروى الحسن أيضا : يقرأ في الظهر بـ"عبس وإذا الشمس كورت" في الأولى. وفي الثانية بـ " لا أقسم أو الشمس وضحها". وفي العصر يقرأ في الأولى "والضحى أوالعاديات" وفي الثانية بـ" ألهاكم وويل لكل همزة". وفي المغرب في الأولى مثلما في العصر . وفي العشاء في الأوليين مثلما في الظهر. [كذا في «البدائع»٣٨/٢-٤١] قال الكاساني في الفجر : وإنما اختلفت الروايات لاختلاف الأخبار.

**অর্থ: হযরত উমর রাযি. হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি.-কে এ মর্মে চিঠি লিখেন যে, মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাসসাল, ইশায় আওসাতে মুফাসসাল এবং ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল থেকে পড়বেন।**

**- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৬৭২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৬১১, ৩৫৯৪), মাসাহেফে ইবনে আবি দাউদ (পৃ.৩৫৩)। হাদীসটির সনদে সামান্য দুর্বলতা আছে, তবে অনেক ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. সনদ উল্লেখ**

TOP

না করে যুহরের ব্যাপারেও উমর রাযি.-এর নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন যে, যুহরে আওসাতে মুফাসসাল পড়বে। সুনানে তিরমিযী (৩০৭)

ফজরের প্রথম রাকা'আত দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা লম্বা করা, এছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে (সাধারণভাবে) উভয় রাকা'আতের কিরা'আত সমান রাখা।

عن أبي قتادة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية».

أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٧٥٩،٧٧٨،٧٧٩) ومسلم في «صحيحه» (٤٥١).

يشكل هنا أن في الحديث ذكر تطويل الأولى في الظهر والعصر والصبح، كما هو مذهب الإمام محمد أن يفضل الأولى في كل صلاة. أجيب عنه من قبل أبي حنيفة بأن الحديث محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ وبما دون ثلث آيات. وتشبيه الفجر بغيرها في أصل الإطالة لا قدرها. كذا في "فتح القدير" (٢٩٣/١). وقال العلامة الكشميري في "فيض الباري" (٥١٨/٢): والأحسن أن يستوي بينهما (أي في غير الفجر) إلا إذا رجا إدراك الناس ، فيطول على ما هو في الحديث. انتهى. ويؤيد كلام الكشميري ما في بعض طرق هذا الحديث: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. [كما في مصنف عبد الرزاق (٢٦٧٥) وسنن أبي داود (٦٠٠) بإسناد صحيح]، وهذا الأمر [أي رجاء إدراك الناس الركعة] في غير الفجر ليس كما هو في الفجر [لنومهم وغفلتهم بخلاف غير الفجر] مع ما جاء من الآثار في استواء القراءتين في غير الفجر. [انظر الحديث الآتي] فلذا عمم حكم تطويل الأولى في الفجر دون غيره. والله أعلم.

অর্থ: হযরত আবু কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পড়তেন। তিনি প্রথম রাকা'আতে কিরা'আত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকা'আতে খাটো করতেন। এবং কখনও

আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পড়তেন। তিনি আসরের নামাযে ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকা'আতে লম্বা করতেন। ফজরে তিনি প্রথম রাকা'আত লম্বা ও দ্বিতীয় রাকা'আত খাটো করতেন। - সহীহ বুখারী (৭৫৯, ৭৭৮, ৭৭৯), সহীহ মুসলিম (৪৫১)।

বি.দ্র. এই হাদীসে যদিও তিন ওয়াক্ত নামাযে প্রথম রাকা'আত লম্বা করতেন বলে উল্লেখ আছে, তবে যুহর ও আসরের ব্যাপারে উভয় রাকা'আত বরাবর করতেন মর্মেও রেওয়ায়াত আছে। (সামনের হাদীস দ্রষ্টব্য) আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, উত্তম হল দুই রাকা'আত (ফজর ছাড়া অন্য ওয়াক্তে) সমান রাখবে। তবে লোকজনের রাকা'আত পেতে সুবিধা হবে এমন আশা থাকলে প্রথম রাকা'আত (সামান্য) লম্বা করবে যেমনটি এই হাদীসে বলা হয়েছে। (ফয়যুল বারী ২/৫২৮)

وعن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية . أو قال نصف ذلك .، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدرنصف ذلك.

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٥٢) . وفي رواية مسلم أيضا (٨٧٧) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون، وهما في الآي مستويتان.

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ যুহরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। আর শেষের দুই রাকা'আতে পনের আয়াত পরিমাণ পড়তেন। (বর্ণনাকারী এখানে সন্দেহ করে বলেন) অথবা তিনি বলেছেন যে, প্রথম দুই রাকা'আতের তুলনায় শেষের দুই রাকা'আতে অর্ধেক পড়তেন। আসরের প্রথম দুই রাকা'আতের প্রতি রাকা'আতে

পনের আয়াত পরিমাণ ও পরের দুই রাকা'আতে তার অর্ধেক পড়তেন। - মুসলিম (৪৫২)

সহীহ মুসলিমে (৮৭৭) হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে আরেক বর্ণনায় আছে, হুযূর ﷺ জুমআর প্রথম রাকা'আতে সূরা জুমআ আর দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মুনাফিকুন পড়তেন। লক্ষণীয় যে, এ দুটি সূরাও বরাবর।

## মাসায়িলে রুকু ১২ টি

### রুকুতে ৯ টি কাজ

### ২৮. (১) তাকবীর বলতে বলতে রুকুতে যাওয়া।

عن أبي هريرة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع،...الخ. أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٨٩)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন। আবার রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। - সহীহ বুখারী (৭৮৯)

### ২৯. (২) উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা।

عن أبي يعفور، قال: سمعت مصعب بن سعد، يقول: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي، وقال: كنا نفعله، «فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب».

أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٩٠) ومسلم (٥٣٥)

অর্থ: হযরত আবু ইয়া'ফূর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুস'আব ইবনে সা'আদকে বলতে শুনেছি যে, আমি আমার পিতার পাশে নামায পড়লাম। (যখন রুকুতে গেলাম) আমি আমার উভয়

হাতকে মিলিয়ে দিলাম। এরপর সে দুটোকে আমার দুই রানের মাঝে রাখলাম। তখন আমার পিতা আমাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমরা এমন করতাম; আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে নিজেদের হাত হাঁটুর উপর রাখতে। - সহীহ বুখারী (৭৯০), সহীহ মুসলিম (৫৩৫)

قال عمر رضـ: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٥٣٨)، والنسائي في «سننه» (١٠٣٤)، والترمذي في «سننه» (٢٥٨)، وقال: حديث عمر حسن صحيح.

অর্থ: হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাঁটু ধরাকে তোমাদের জন্য সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব তোমরা হাঁটুদ্বয়কে শক্ত করে ধরো।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৫৩৮), সুনানে নাসায়ী (১০৩৪), সুনানে তিরমিযী (২৫৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

বি.দ্র. সামনে ৩২ নম্বর মাসআলার দ্বিতীয় হাদীস দ্রষ্টব্য।

## ৩০. (৩) হাতের আঙ্গুলসমূহ ফাঁক করে রাখা।

عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن سالم أبي عبد الله، قال: قال عقبة بن عمرو: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: " فقام فكبر، ثمركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه...

. أخرجه أحمد في «مسنده» (١٧٠٨١)، وأخرجه الدارمي أيضا في «سننه» (١٣٤٣)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٣٩٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٣٧٢)؛ ثلاثتهم من طريق همام عن عطاء به. قال النيموي في "آثار السنن" : إسناده صحيح.اهـ قلت : في إسناده عطاء بن السائب، وهو ثقة ساء حفظه بأخرة. لكن هماما و زائدة الراويان عنهما سمعا منه قبل اختلاطه. (حاشية الكاشف [٣٧٩٨] ، حاشية مسند أحمد[١٧٠٧٦])

অর্থ: হযরত উকবা ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি কি তোমাদেরকে হুযূর ﷺ এর নামায দেখাবো না! এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। অতঃপর রুকুতে গেলেন এবং স্বীয় দুই হাত (পাঁজর ও পেট থেকে) তফাতে রাখলেন। দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখলেন। এবং হাতের আঙ্গুলগুলো হাঁটুর অগ্রভাগে ছড়িয়ে দিলেন।

- মুসনাদে আহমাদ (১৭০৮১), সুনানে দারেমী (১৩৪৩)। আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। (আসারুস সুনান পৃ.১৪১)

## ৩১. (৪) উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা।

اجتمع أبو حميد، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا، قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه،...الخ.

-أخرجه أبو داود في «سننه» (٧٣٤)، والترمذي في «سننه» (٢٦٠) وقال: حسن صحيح. وأخرجه الدارمي في «سننه» (١٣٤٦).

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী, আবু উসাইদ, সাহল ইবনে সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. একবার একত্রিত হয়ে হুযূর ﷺ এর নামাযের আলোচনা করলেন। আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বললেন, তোমাদের মধ্যে আমি হুযূর ﷺ এর নামায সম্পর্কে বেশি অবগত। এরপর বর্ণনাকারী (সুনানে আবু দাউদে উল্লিখিত) উপরের হাদীসের কিছু অংশ উল্লেখ করলেন। আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বলেন, এরপর হুযূর ﷺ রুকু করতেন এবং উভয় হাত দুই হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখতেন যেন তিনি ও দুটোকে আঁকড়ে ধরে আছেন। আর দুই হাত ধনুকের তারের মত সোজা রাখতেন ফলে তা পাঁজরদ্বয় থেকে তফাতে থাকত।

- সুনানে আবু দাউদ (৭৩৪), সুনানে তিরমিযী (২৬০)। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

## ৩২. (৫) মাথা, পিঠ ও কোমর একসমান রাখা।

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة، ب الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك. (ثم ذكر الحديث بطوله)

-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٩٨)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, . . . প্রিয় নবী ﷺ যখন রুকু করতেন তখন মাথা উঁচুও করতেন না, নীচুও করতেন না; বরং মাঝামাঝি রাখতেন। - সহীহ মুসলিম (৪৯৮)

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوحميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم «رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره،...الخ.

- أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٢٨)

قال الحافظ في "فتح الباري" (٢/٢٩١): هصر أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي. وفي الباب ماروى الترمذي (٢٦٥) وابن ماجه (٨٧٠) عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل -يعني - صلبه في الركوع والسجود. وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ যখন রুকু করতেন তখন হাঁটুদ্বয়কে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে সোজাভাবে বিছিয়ে দিতেন। - সহীহ বুখারী (৮২৮)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, এই হাদীসে 'হাসারা' অর্থ হচ্ছে, পিঠকে বাঁকা না করে সোজাভাবে বিছিয়ে দেওয়া। (ফাতহুল বারী

TOP

২/৩৯১)। এছাড়া হযরত আবু মাসঊদ রাযি. থেকে এক হাদীসে আছে, রুকু-সিজদায় পিঠ সোজা না রাখলে নামায হয় না। তিরমিযী (২৬৫), ইবনে মাজাহ (৮৭০), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

## ৩৩. (৬) পায়ের গোছা, হাঁটু ও উরু সোজা রাখা।

عن سالم البراد، قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود، فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، " فقام بين أيدينا في المسجد، فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه،.الخ.

-أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٥٩) وأحمد (١٧٠٧٦)، وصحح العلامة عميم الإحسان المجددي إسناده [فقه السنن ص٥٧]

ثم إن نصب الساقين لابد منه إن عمل بحديث أبي حميد-مر تحت المسألة (٣١)-: ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال الحصكفي في "الدر المختار" ٢/٢٤١: ويسن أن ... ينصب ساقيه. قال الطحطاوي في شرحه ١/٢٤١: فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه. انتهى. وكذا قال الشامي في رد المحتار.

অর্থ: হযরত সালেম আল-বাররাদ রহ. বলেন, আমরা হযরত আবু মাসঊদ উকবা ইবনে আমর আল-আনসারী রাযি.-এর নিকট এসে বললাম, আমাদেরকে নবীজীর নামাযের বিবরণ দিন। তিনি মসজিদে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বললেন। আর যখন রুকু করলেন তখন উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখলেন এবং আঙ্গুলগুলো এর নীচে রাখলেন। দুই কনুই পৃথক রাখলেন। এমনকি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেল।

- সুনানে আবু দাঊদ (৮৫৯), মুসনাদে আহমাদ (১৭০৭৬), হযরত আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী রহ. এই হাদীসের সনদকে সহীহ বলেছেন। ফিকহুস্সুনান পৃ. ৫৭।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে যাওয়া এবং (৩১) নম্বরে হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি.-এর হাদীসে 'দুই হাত ধনুকের তারের মত সোজা করা' এর কোনটিই হাঁটু বাঁকা রেখে সম্ভব নয়। আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন, পায়ের দুই নলা সোজা রাখা সুন্নাত। দুররে মুখতার ২/২৪১] আল্লামা ত্বহত্বী রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, অতএব দুই পা ধনুকের মত বাঁকা করা যেমনটি অনেক সাধারণ মানুষ করে থাকে এটা মাকরুহ। ত্বহত্বী আলাদ্দুর ১/২৪১, আল্লামা শামী রহ.-ও ফাতাওয়া শামীতে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

## ৩৪. (৭) পায়ের দিকে নজর রাখা।

عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» إلخ. -أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٣٠).

قال شريك بن عبد الله النخعي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. [مختصر اختلاف العلماء ١/٢٠٠]. وقال الإمام الطحاوي في مختصره (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١ /٦٤٨): "والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره". قال الجصاص في شرحه: الأصل فيه قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون : قيل في معني الخشوع: أنه السكون. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "اسكنوا في الصلاة." وظاهر الآية والخبر يقتضي منع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته، ولا يقع بصره في هذه الأحوال إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف، فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي الخشوع والسكون.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০)

হযরত শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আন-নাখায়ী রহ. বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের দিকে, সিজদা অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০); ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত 'খুশু' তথা বিনম্র হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত 'সুকুন' তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে ফেরাতে হয়। আর এটা 'খুশু' ও 'সুকুনে'র খেলাফ। শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী (১/৬৪৮)

## ৩৫. (৮) রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাসবীহ 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' পড়া সুন্নাত।

عن حذيفة بن اليمان، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذاركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذاسجد قال «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.

-أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٨٨٨) من طريق أبي الأزهر عن حذيفة ، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد تكلموا فيه، ويتابع له ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٨) من طريق صلة بن زفر عن حذيفة مثله متنا، وكذا مسلم في «صحيحه» (٧٧٢) مطولا من طريق صلة أيضا إلا أنه ليس فيه : ثلثا.

অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল্লাল্লাহ ﷺ -কে রুকু করার সময় তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদা করার সময় তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বলতে শুনেছেন। - ইবনে মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৬৮), সহীহ মুসলিম (৭৭২)

## ৩৬. (৯) রুকু করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।

قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورة الحج (٧٧)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো যেন তোমরা সফলকাম হও।' - ( সূরা হজ্জ-৭৭)

عن أبي هريرة . في حديث المسيئ في الصلاة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. -أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٥٧)

قال الكاساني في «البدائع» (٥٠٢/١): والقدر المفروض من الركوع اصل الانحناء والميل، ومن السجود أصل الوضع. وأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى. ثم عد الكاساني في واجبات الصلاة (٦٨٦/١) الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ বলেছেন, যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭)

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, রুকুর ক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে শুধু ঝুঁকে যাওয়া। আর সিজদার ক্ষেত্রে শুধু মাথা রাখা। রুকু সিজদায় স্থির হওয়া ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ফরয নয়। এরপর তিনি রুকু ও সিজদায় স্থির হওয়াকে ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করেন। (বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫০২, ৬৮৬)

**রুকু থেকে উঠার সময় ৩ কাজ**

**৩৭. (১) রুকু থেকে উঠার সময় "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলা।**

عن أبي هريرة، قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع».

– أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣٩٢) و البخاري (٧٣٥) واللفظ لمسلم.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর ﷺ যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। এরপর যখন রুকু করতেন তাকবীর দিতেন। এরপর রুকু থেকে উঠার সময় "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। - সহীহ বুখারী (৭৩৫), সহীহ মুসলিম (৩৯২)।

**৩৮. (২) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং দাঁড়ানোর মধ্যে স্থিরতা অর্জনের জন্য এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা।**

عن أبي هريرة . في حديث المسيئ في الصلاة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.

–أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٥٧)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ বলেছেন, যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে

TOP

রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭)

## ৩৯.(৩) রুকু থেকে উঠার সময় মুক্তাদীর "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলা।

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد..."

أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (٧٣٤).

وفي رواية عن أبي هريرة عند البخاري (٧٨٩): ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك الحمد». وفي رواية عنه عنده أيضا (٧٩٦) قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»، وفي رواية عن أبي هريرة أيضا عند البخاري (٧٩٥): «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد».

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" تحت الحديث [٧٩٥]: قوله إذا قال سمع الله لمن حمده في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر ما لم يذكره الآخر قوله اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا وفي بعضها بحذف اللهم وثبوتها أرجح وكلاهما جائز وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها قال النووي المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر وقال ابن دقيق العيد كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر انتهى وهذا بناء على أن الواو عاطفة وقد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حالية وأن الأكثر رجحوا ثبوتها وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث.اهـ

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্য। অতএব যখন তিনি তাকবীর দেন তখন তোমরা তাকবীর দাও, যখন তিনি রুকু করেন তখন তোমরা রুকু করো। আর যখন তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেন তখন তোমরা 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলো।

- সহীহ বুখারী (৭৩৪), হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে সহীহ বুখারীর (৭৮৯) নং হাদীসের শব্দ হচ্ছে, 'রাব্বানা লাকাল হামদ।' একই সাহাবী থেকে সহীহ বুখারীর (৭৯৬) নং হাদীসের শব্দ হচ্ছে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।' আর সহীহ বুখারীর (৭৯৫) নং হাদীসের শব্দ হচ্ছে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ।' হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (সহীহ বুখারীর ৭৯৫নং হাদীসের অধীনে) বলেন, 'আল্লাহুম্মা'- সহ অগ্রগণ্য তবে 'আল্লাহুম্মা'- সহ এবং 'আল্লাহুম্মা' ছাড়া উভয়টিই জায়েয। এরপর ইমাম নববী রহ. এর সূত্রে উদ্ধৃত করেন, 'লাকাল হামদ' এবং 'ওয়ালাকাল হামদ' দুটোই সমান।' আর ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ.-এর সূত্রে 'ওয়ালাকাল হামদ'- এর কিছু অগ্রগণ্যতা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা সব রকমেই পড়া বৈধ; তবে 'আল্লাহুম্মা' এবং 'ওয়াও'- সহ পড়া বেশি উত্তম।

## মাসায়িলে সিজদা ৩৫ টি

### সিজদা অবস্থায় ২০ কাজ

### ৪০.(১) তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া।

أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره؛ فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا...الخ.

-أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٠٣).

অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন। চাই তা ফরয নামায হোক বা অন্য কোন নামায হোক, রমজান মাস হোক বা অন্য মাস হোক। তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়ার আগে 'রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়া অবস্থায় আল্লাহু আকবার বলতেন। - সহীহ বুখারী (৮০৩)

## ৪১. (২) দাঁড়ানো থেকে স্বাভাবিকভাবে সিজদায় যাওয়া, নুয়ে না যাওয়া।

قال الله تبارك وتعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢]

قال الطبري: فتأويل الكلام ما وصفت من قبل، من أنه: والذين هم في صلاتهم متذللون لله بإدامة ما ألزمهم من فرضه وعبادته، وإذا تذلل لله فيها العبد رُؤيت ذلة خضوعه في سكون أطرافه وشغله بفرضه وتركه ما أُمر بتركه فيها. (تفسير الطبري ١٩/ ٩). وقال الجصاص: وروي عن إبراهيم ومجاهد والزهري الخشوع السكون. ثم قال: الخشوع ينتظم هذه المعاني كلها من السكون في الصلاة والتذلل وترك الالتفات والحركة والخوف من الله تعالى. (أحكام القرآن للجصاص ٥ / ٩١)

ولا يخفى أن هذا التدلى حركة زائدة تنافي السكون. وقد قال بعض الفقهاء بوقوع الركوع بمثل هذا التدلي والإنحناء، وذكر صاحب الخلاصة أن هذه الطريقة خلاف السنة. وذكر في التاترخانية أنها طريقة العوام.[خلاصة الفتاوى ١/٥٣؛الفتاوى التاترخانية ٢/١٧٤]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, (নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ) যারা নিজেদের নামাযে বিনীত থাকে। - সূরা মুমিনূন (২)

ইমাম ত্বাবারী রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দা যখন নামাযে আল্লাহর সামনে বিনীত হয়, তখন তার বিনয়ের প্রকাশ তার

TOP

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থিরতা, কর্তব্যে নিমগ্নতা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। (তাফসীরে ত্বাবারী ১৯/৯) ইমাম জাসসাস রহ. উল্লেখ করেন, ইবরাহীম নাখায়ী, মুজাহিদ এবং যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত- 'খুশু' মানে স্থিরতা। জাসসাস রহ. আরও বলেন, নামাযে স্থিরতা, বিনম্রতা, এদিক-সেদিক না তাকানো, নড়াচড়া না করা এবং আল্লাহর ভয় সবই 'খুশু'র অন্তর্ভুক্ত।' ( আহকামুল কুরআন ৫/৯১) আর এভাবে নুয়ে যাওয়া বাড়তি নড়াচড়ার অন্তর্ভুক্ত যা নামাযে অনুচিৎ। তাছাড়া এভাবে সিজদায় যাওয়াকে 'খোলাসা' কিতাবের লেখক খেলাফে সুন্নাত এবং 'তাতারখানিয়া' কিতাবের লেখক (শিক্ষা-দীক্ষাহীন- ) আওয়ামদের তরীকা বলেছেন। (খোলাসা ১/৫৩; তাতারখানিয়া ২/১৭৪)

## ৪২. (৩) (প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

عن وائل بن حجر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه».

أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٣٨)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (٦٨٠)؛ والترمذي في «سننه» (٢٦٨) وقال: هذا حديث حسن غريب. (٢٦٨)؛ وابن ماجه في «سننه» (٨٨٢)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢٦)؛ وابن حبان في «صحيحه» (١٩١٢)

وعلله بعضهم بأن في إسناده شريكا، وفيه مقال؛ ولكن كفانا تصحيح أو تحسين هؤلاء الأئمة مع ما يتابع له من رواية محمد بن جحادة عن عبد الجباربن وائل، عن أبيه عند أبي داود (٨٣٩) ، وما رواه همام عن عاصم مرسلا عند الترمذي تعليقا (٢٦٨) [يراجع: معارف السنن٣/٢٩].

وقال الخطابي في "معالم السنن" (مع مختصر المنذري ١/٢٩١): حديث وائل بن حجر أثبت من هذا (أي حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه»)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, আমি দেখেছি, হুযূর ﷺ যখন সিজদা করেছেন তখন দুই হাত যমীনে রাখার আগে হাঁটু

TOP

রেখেছেন এবং যখন উঠেছেন তখন দুই হাঁটু উঠানোর আগে হাত উঠিয়েছেন।

- সুনানে আবু দাউদ (৮৩৮), নাসায়ী কুবরা (৬৮০), তিরমিযী (২৬৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

**৪৩. (৪) (তারপর) হাত রাখা।**

**৪৪. (৫) (তারপর) নাক রাখা।**

**৪৫. (৬) (তারপর) কপাল রাখা।**

عن ابن عباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين.

. أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٠٩) ، وفي وجه آخر لهذا الحديث عند البخاري (٨١٢) : أن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه...اهـ وروى الترمذي في «سننه» (٢٧٠) عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ... قال الترمذي : حديث أبي حميد حديث حسن صحيح.

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করতে এবং চুল ও কাপড়কে বাধা না দিতে (অর্থাৎ এ দুটোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতে) নির্দেশিত হয়েছেন; ( অঙ্গগুলো হলো) কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা। - সহীহ বুখারী (৮০৯)

সহীহ বুখারীতে (৮১২) এই হাদীসেরই আরেকটি সূত্রে সাত অঙ্গের বিবরণ দিতে গিয়ে কপালের উল্লেখ করেছেন। এরপর নাকের উপর হাত বুলিয়ে দেখিয়েছেন। এর দ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে,

কপালের সাথে নাকও সিজদার মধ্যে মাটিতে রাখা কর্তব্য। এছাড়া সুনানে তিরমিযীতে (২৭০) হযরত আবু হুমাইদ রাযি. এর হাদীসে আছে যে, হুযূর ﷺ সিজদায় নাক ও কপাল মজবুতভাবে যমীনে রাখতেন। এ সকল দলীলের আলোকে হানাফী ফুকাহাগণের মতামত হলো যে, বিনা কারণে নাক যমীনে না রাখা মাকরুহ। আর বিনা উযরে শুধু নাক রেখে কপাল না রাখলে তা না-জায়িয হবে। (দুররে মুখতার ও ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৮৯৪)

عن عبد الله بن يسار. وفي رواية ابن أبي شيبة وابن حبان: عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه .، «إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه». قال عبد الرزاق: وما أحسنه من حديث وأعجب به.

ـــــ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٤٤)عن معتمر بن سليمان التيمي (ثقة)، عن كهمس (ثقة)، عن عبد الله بن مسلم بن يسار (ذكره ابن حبان في الثقات)؛ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٢١) وابن حبان في "الثقات"(٢٣٢٥) فذكرا: عن أبيه (وهو مسلم بن يسار ثقة تابعي من فقهاء البصرة)

قال الزيلعي:قالوا: إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه، ثم أنفه ثم جبهته، وكذا إذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته، ثم أنفه، ثم يديه، ثم ركبتيه. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ١١٦) وممن اختار تقديم الأنف صاحب البحر وصاحب الدر المختار. وذهب صاحب البدائع وغيره إلى تقديم الجبهة على الأنف. [راجع للتفصيل: الدر المختار مع الرد المحتار ١/٤٩٨]

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম রহ. বলেন, (বসরার বিশিষ্ট ফকীহ তাবেয়ী) হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. যখন সিজদা করতেন তখন প্রথমে দুই হাঁটু এরপর দুই হাত অতঃপর চেহারা রাখতেন। এমনিভাবে যখন উঠার ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে চেহারা এরপর দুই হাত অতঃপর দুই হাঁটু উঠাতেন। ইমাম আব্দুর রাযযাক রহ. হাদীসটি বর্ণনা-শেষে বলেন, হাদীসটি কতইনা সুন্দর! কতইনা চমৎকার!

TOP

- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৭২১), সিকাতে ইবনে হিব্বান (২৩২৫), এই বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

বি.দ্র. উল্লিখিত হাদীসে নাক ও কপালের মধ্যে প্রথমে নাক রাখার কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও প্রথমে হাঁটু রাখা এরপর হাত রাখার তারতীবের উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে নাক অতঃপর কপাল রাখা মুস্তাহাব বলেন। (তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/১১৬) অবশ্য কোন কোন ফকীহ সিজদায় যাওয়ার সময় কপাল আগে রেখে পরে নাক রাখার কথাও বলেছেন। (রদ্দুল মুহতার ১/৪৯৮) কিন্তু যমীনের কাছাকাছি হওয়ার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা যেহেতু সিজদায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য (অর্থাৎ যে অঙ্গ যমীনের যত কাছে সিজদায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সে অঙ্গ তত আগে যমীনে রাখবে), তাই আমরা নাক আগে রাখার মত অবলম্বন করেছি। তবে কেউ কপাল আগে রাখলে তাও বিধিসম্মত।

## ৪৬. (৭) উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা কানের লতি বরাবর রাখা।

عن وائل بن حجر قال: أتيت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرأيته حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه». ، فذكر بعض الحديث، وقال: «ثم هوى فسجد، فصار رأسه بين كفيه مقدار حين افتتح الصلاة». . أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٤١)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (দীর্ঘ হাদীসের একপর্যায়ে) বলেন, অতঃপর হুযূর ﷺ সিজদায় গেলেন; তখন তাঁর মাথা দুই হাতের মাঝে এমনভাবে থাকলো, যেমন ছিল নামায শুরু করার সময়। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪১) তিনি হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

উল্লেখ্য, নামায শুরু করার (তাকবীরে তাহরীমার) সময় বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা, নাক ও কানের লতি বরাবর থাকে।

**৪৭. (৮) হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।**

عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا سجد ضم أصابعه».

. رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٤٢)

অর্থ: হযরত ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪২) তিনি হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

**৪৮. (৯) আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।**

عن أبي حميد . في حديث طويل .: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. . أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٤٣)

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রহ. (দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশে) বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন সিজদা করতেন, তখন দুই হাত এমনভাবে রাখতেন যে, তা (যমীনে) বিছিয়েও দিতেন না আবার (পাঁজরের সাথে) চেপেও রাখতেন না। আর আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে দিতেন। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪৩), ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

**৪৯. (১০) দুই হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা। হাত চেহারার সাথে মিলিয়ে না রাখা।**

عن وائل بن حجر قال: أتيت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرأيته حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه فرأيتإبهاميه بحذاء أذنيه» ، فذكر بعض الحديث، وقال: «ثم هوى فسجد، فصار رأسه بين كفيه مقدار حين افتتح الصلاة» . أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٤١)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি (দীর্ঘ হাদীসের একপর্যায়ে) বলেন, অতঃপর হুযূর ﷺ সিজদায় গমন করলেন তখন তাঁর মাথা দুই হাতের মাঝে এমনভাবে থাকল যেমন

TOP

ছিল নামায শুরু করার সময়। - সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৪১), ইমাম ইবনে খুযাইমা রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

উল্লেখ্য, নামায শুরু করার (তাকবীরে তাহরীমার) সময় হাত চেহারার সাথে মেলানো থাকে না বরং কান বরাবর থাকে।

## ৫০. (১১) নাকের অগ্রভাগের দিকে নজর রাখা।

عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» إلخ. -أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٣٠).

قال شريك بن عبد الله النخعي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. [مختصر اختلاف العلماء ١/٢٠٠]. وقال الإمام الطحاوي في مختصره (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١ /٦٤٨): "والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره". قال الجصاص في شرحه: الأصل فيه قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون : قيل في معني الخشوع: أنه السكون. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "اسكنوا في الصلاة." وظاهر الآية والخبر يقتضي منع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته، ولا يقع بصره في هذه الأحوال إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف، فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي الخشوع والسكون.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০)

হযরত শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আন-নাখায়ী রহ. বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের দিকে, সিজদা অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। [মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০)] ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত 'খুশু' তথা বিনম্র হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত 'সুকুন' তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু, সিজদায় দৃষ্টি উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে ফেরাতে হয়। আর এটা 'খুশু' ও 'সুকুনে'র খেলাফ। শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী (১/৬৪৮)

উপরে (৩৪) নম্বরেও এ আলোচনা গত হয়েছে।

## ৫১. (১২) উরু সোজা রাখা যেন পেট উরু থেকে পৃথক থাকে।

عن أبي حميد، قال -في حديث طويل-: «وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه».

-أخرجه أبو داود في «سننه» (٧٣٥) عن عمرو بن عثمان -وهو صدوق حافظ قاله الذهبي- ، عن بقية -وهو إذا قال ثنا و أنا فهو ثقة قاله النسائي وقد قاله ههنا-، عن عتبة بن أبي حكيم -وهو ثقة قاله ابن معين وغيره-، عن عبد الله بن عيسى ، -وهذا قلب والصحيح عيسى بن عبد الله نبه عليه أبو داود ، وهو مقبول قاله الحافظ، وقال الذهبي: وثق-، عن العباس بن سهل- وثقه ابن معين وغيره-، عن أبي حميد الصحابي. فرجال إسناده لا بأس بهم. ورواه البيهقي في "الكبرى" (٢٧١٢)، واحتج الإمام ابن قدامة بهذا الحديث في "المغنى" (٢/٢٠٢)

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন দুই উরুর মাঝে ফাঁকা রাখতেন, পেটকে উরুর কোন অংশের উপর চাপিয়ে দিতেন না। (অর্থাৎ পেট উরু থেকে আলাদা রাখতেন।)

- সুনানে আবু দাঊদ (৭৩৫) এই হাদীসের সনদ হাসান (যা গ্রহণযোগ্য হাদীসের একটি প্রকার)। বিশিষ্ট ফকীহ ইমাম ইবনে কুদামা রহ. এই হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (আল মুগনী ২/২০২) (যা এই হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার একটি আলামত।)

## ৫২. (১৩) উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে রাখা।

عن عبد الله بن مالك ابن بحينة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه»

-أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٠٧)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা (বুহাইনা নামক মহিলার সন্তান) রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন উভয় হাতের মাঝে ফাঁকা রাখতেন এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা নজরে আসত। - সহীহ বুখারী (৮০৭)

## ৫৩. (১৪) কনুই মাটিতে বিছিয়ে না দেওয়া এবং রান থেকে পৃথক রাখা।

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».

-أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٢٢)

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা সিজদায় সোজা ও স্থির থাকো (পিঠ সোজা রাখা এবং কনুই, পেট ও উরু ফাঁকা রাখার মাধ্যমে (ফাতহুল বারী,

ইবনে রজব ও ইবনে হাজার) এবং তোমাদের কেউ যেন হাতের গোছা কুকুরের মত যমীনে বিছিয়ে না দেয়। - সহীহ বুখারী (৮২২)

عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجدت، فضع كفيك وارفع مرفقيك - أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٩٤).

অর্থ: হযরত বারা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, যখন তুমি সিজদা করবে তখন হাতের তালুদ্বয় যমীনে রাখবে এবং কনুইদ্বয় উঠিয়ে রাখবে। - সহীহ মুসলিম (৪৯৪)

## ৫৪.(১৫) উভয় পায়ের পাতা খাড়া রাখা।

عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان...الخ.

-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٨٦)؛ وأحمد في «مسنده» (٢٥٦٥٥)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٥٥)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে হুযূর ﷺ -কে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে আমার হাত তাঁর পদতলের মধ্যভাগে পড়ল তখন তিনি সিজদায় ছিলেন আর উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল। - সহীহ মুসলিম (৪৮৬); মুসনাদে আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৫৫)

## ৫৫. (১৬) পায়ের আঙ্গুলের মাথাগুলো যথাসম্ভব কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

عن أبي حميد الساعدي قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه، وفتخ أصابع رجليه».-أخرجه الإمام النسائي في "الكبرى"(٦٩٢) وفي "المجتبى"(١١٥١)؛ وأبو داود في «سننه» (٧٣٠) ولفظه: ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد؛ والترمذي في «سننه» (٣٠٤)؛ وقال: حسن صحيح. قال ابن القيم: حديث أبي حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول لا علة له. [تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري ١/٢٦٠]

قال الخطابي: يفتخ أصابع رجليه أي يلينها حتى تنثني فيجهها نحو القبلة. [معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ٢٦١/١]

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ যখন মাটিতে সিজদা করতেন তখন উভয় বাহুকে বগল থেকে পৃথক রাখতেন এবং দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মুড়িয়ে (কিবলার দিকে) করে দিতেন।

- নাসায়ী কুবরা (৬৯২), আল-মুজতাবা (১১৫১), সুনানে আবু দাউদ (৭৩০), সুনানে তিরমিযী (৩০৪), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. বর্ণিত এই হাদীস সহীহ ও সকলের নিকট মুতালাক্কা (উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন- এমন), এতে কোন ইল্লত বা সনদগত ত্রুটি নেই। (তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ১/২৬০)

ইমাম খাত্তাবী রহ. বলেন, এই হাদীসে 'য়্যাফতিখু' শব্দের অর্থ হলো আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে দেওয়া যেন তা কিবলার দিকে হয়ে যায়। (মাআলিমুস্সুনান ১/২৬১)

## ৫৬. (১৭) দুই পায়ের আঙ্গুল যমীন থেকে না উঠানো।

عن سليمان بن موسى قال: «أمكن في السجود ركبتيك وصدور قدميك من الأرض»

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٤٥) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، قال سعيد بن عبد العزيز : كان سليمان بن موسى أعلم أهل الشام بعد مكحول . وقال أيضا : كان عطاء بن أبي رباح إذا جاء سليمان بن موسى يقول : كفوا عن المسئلة ، فقد جاء من يكفيكم المسئلة . و قال المطعم بن المقدام : سمعت عطاء بن أبي رباح يقول : سيد شباب أهل الحجاز عبد الملك بن جريج ، و سيد شباب أهل العراق الحجاج بن أرطاة ، و سيد شباب أهل الشام سليمان بن موسى . [من تهذيب الكمال]

অর্থ: শামের বিশিষ্ট তাবেয়ী ও ফকীহ হযরত সুলাইমান ইবনে মুসা রহ. বলেন, সিজদায় তুমি হাঁটুদ্বয় এবং পদযুগলের অগ্রভাগ মজবুতভাবে যমীনে রাখবে। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৫), আসারটির সনদ সহীহ।

عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن مسروق قال: رأى رجلا حين سجد رفع رجليه في السماء، فقال: ما تمت الصلاة لهذا.

-أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٤٣)، ورجاله ثقات ، عمرو بن قيس الملائي ثقة متقن.

অর্থ: আমর ইবনে কায়স রহ. থেকে বর্ণিত, বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত মাসরুক রহ. এক ব্যক্তিকে সিজদায় দুই পা উঠানো অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি বললেন, এ ব্যক্তির নামায পূর্ণাঙ্গ হয়নি।

- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৩) । এই বর্ণনার রাবীগণ সকলে সিকা তথা নির্ভরযোগ্য।

## ৫৭. (১৮) দুই পায়ের মধ্যখানে ফাঁক রাখা, গোড়ালি না মেলানো।

عن أبي عبيدة، أن عبد الله، رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: «خالف السنة ولو راوح بينهما كان أفضل».

-أخرجه النسائي في «سننه» (٨٩٣) وفي "الكبرى"(٩٦٩) قال : أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والحديث جيد. انتهى . فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه يرى صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه مع أنه منقطع، وقد ثبت مثله عن علي ابن المديني، ويعقوب بن شيبة رحمهما الله، كما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في "شرح علل الترمذي"(١/٥٥٠ بتحقيق همام سعيد)، ونصه فيه: قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة، عن أبيه في المسند -يعني في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بأحاديث أبيه، وصحتها، وأنه لم

يأت فيها بحديث منكر. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى . وكثيرًا ما يحسن الترمذي في جامعه حديث أبي عبيدة عن أبيه.

قال الإمام الكشميري: (في معنى صف بين قدميه) أي يضم بين قدميه ولا يترك فرجة بينهما. وأراد بالمراوحة: التفريج بين القدمين.[فيض الباري ٢/٤٥٩]

**وجه دلالة الحديث على المسألة:** حديث ابن مسعود هذا وكذا حديث ابن عمر أنه كان لا يفرسخ بين القدمين ولا يمس إحدهما الأخرى بل بين ذلك (مر تحت المسألة الثانية) يدلان على تفريج القدمين في القيام. ثم لم يقم دليل على ضم القدمين في الركوع ولا في السجود، فيترك القدمان على حال القيام. قال العيني في "البناية" (٢/٢٥٢) نقلا عن الواقعات: ينبغي أن يكون بين قدمي المصلى قدر أربع أصابع اليد، لأنه أقرب إلى الخشوع.اهـ قال اللكنوي في "السعاية" (٢/١٨٠) –بعد نقل هذه العبارة–: فهذا صريح في أن المسنون هو التفريج مطلقا، وإلا لقيده بحالة القيام.اهـ ثم إن ضم القدمين حركة زائدة في الصلاة، وقد نهي عنه في آية الخشوع وكذا في حديث جابر (وقد مر في مسألة ٤١ و ٣٤) فلا يرتكب لها من غير دليل. قال اللكنوي في "السعاية" (٢/١٨٠): ويؤيد عدم سنية إلزاق الكعبين بالمعنى الأول أي ترك التفريج بينهما أنه يلزم فيه تحريك إحدى الكعبين إلى الأخرى، وتحريك عضو في الصلاة من غير ضرورة ليس بجائز عندهم.

অর্থ: হযরত আবু উবাইদা রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এক ব্যক্তিকে দুই পা মিলিয়ে নামায পড়তে দেখলেন। তখন বললেন, সে সুন্নতের খেলাফ করেছে। যদি সে দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁক রাখতো তবে উত্তম হতো।

- আল-মুজতাবা (৮৯৩); নাসায়ী কুবরা (৯৬৯), ইমাম নাসায়ী রহ. হাদীসটিকে জায়্যিদ (সহীহ হাদীসের একটি প্রকার) বলেছেন।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন, হাদীসের 'সফ' শব্দের অর্থ দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে দেওয়া। আর 'মুরাওয়াহা'র মানে হচ্ছে দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা। [ফয়যুল বারী ২/৪৫৯]

এই হাদীস থেকে মাসআলাটি এভাবে বুঝা যায়- এই হাদীস এবং ইবনে উমর রাযি.-এর হাদীস (যে, তিনি নামাযে দুই পায়ের মধ্যে ফাঁকা রাখতেন। দুই নং মাসআলা দ্রষ্টব্য) থেকে বুঝা যায় যে, নামাযে দুই পায়ের মধ্যে স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতে হবে। এর সাথে সাথে সিজদায় দুই পা মিলিয়ে দেওয়ার ভিন্ন কোন দলীল নেই। তাই সিজদায়ও স্বাভাবিক ফাঁকা রাখতে হবে। আল্লামা আইনী রহ. 'ওয়াকিআত' থেকে উদ্ধৃত করেন যে, নামাযীর দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা উচিৎ। কারণ এটা খুশু ও বিনম্রতার অধিক নিকটবর্তী। [বিনায়া ২/২৫২] এই বক্তব্য উদ্ধৃত করে আল্লামা লাখনবী রহ. বলেন, এখান থেকে এটা পরিষ্কার যে, নামাযে সর্বাবস্থায় দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখা সুন্নাত। তা নাহলে এই উদ্ধৃতিতে ফাঁকা রাখার বিষয়টি শুধু দাঁড়ানো অবস্থার ক্ষেত্রে বলা হতো। [সি'আয়া ২/১৮০] তাছাড়া সিজদায় দুই পা মিলিয়ে দেওয়া বাড়তি নড়াচড়ার অন্তর্ভুক্ত। খুশুর আয়াত এবং জাবের রাযি.-এর হাদীসে (৩৪, ৪১ নম্বর মাসআলা দ্রষ্টব্য) এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই দলীল ছাড়া এমন কিছু করা যাবে না। আব্দুল হাই লাখনবী রহ.-ও বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। [সি'আয়া ২/১৮০]

عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان...الخ.

-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٨٦)؛ وأحمد في «مسنده» (٢٥٦٥٥)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٥٥)

حديث عائشة هذا وكذا حديث أبي حميد: ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد. (مر في مسألة ٥٥) يدلان على أن لا يضم عقبيه في السجود، لأن نصب القدمين مع فتخ الأصابع كلها يستلزم تفريق العقبين. وبهذا يندفع ما يتوهم من بعض طريق حديث عائشة هذا (أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١١)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٥٤)؛ وابن حبان في «صحيحه»

(١٩٣٣)؛ والحاكم في «المستدرك» (٣٥٢/١) من طرق عن سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة...) أن ضم العقبين سنة، وذلك لأن حديث عائشة هذا قد جاء من عدة طرق؛ من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة عند مالك (٣١) والترمذي (٣٤٩٣) والنسائي، وأبي هريرة عنها عند أحمد ٢٠١/٦ ومسلم في «صحيحه» (٤٨٦) وأبي داود (٨٧٩) وغيرهم، ومسروق بن الأجدع عنها عند الطيالسي في «مسنده» (١٥٠٨) والنسائي، وهلال بن يساف عنها عند أحمد ١٤٧/٦ والنسائي في الكبرى، وصالح بن سعيد عنها عند أحمد ٢٠٩/٦. فليس في شيء من هذه الطرق ذكر رص العقبين. ثم إن عمارة بن غزية الراوي عن أبي النضر تكلم فيه بعضهم، فذكره العقيلي في الضعفاء وقال ابن حزم: ضعيف. وقال الشيخ عبد الحق: ضعفه المتأخرون. (تهذيب التهذيب) نعم، لم يعتمد الحفاظ المتأخرون هذه الجروح كالذهبي وابن حجر. ومع ذلك فعند التفرد بمثل هذا يتردد النفس عن القبول. وفي هذا الإسناد أيضا يحيى بن أيوب، لم نجد فيه توثيقا إلا ما قال النسائي: صالح، وما قال الذهبي و ابن حجر: صدوق. وفي تفرد مثله أيضا يقوى احتمال الشذوذ. وقد أشار إلى شذوذ هذا المتن الحاكم النيسابوري، فإنه قال في «المستدرك» بعد هذا الحديث: لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث. اهـ ومع كل ذلك لقد كان يُطَمئِنُ أنفسنا لو أخذ فقهاء المذاهب بحديث رص العقبين أو قالوا بضم العقبين أو القدمين في السجود، ولكن لم نجدهم فعلوا ذلك فيما تتبعنا. بل قالوا بعكس ذلك؛ فقد قال الإمام الشافعي عند بيان هيئة السجود: ويفرج بين رجليه. [مختصر المزني مع الحاوي الكبير للماوردي ١٢٧/٢] وقال الماوردي في شرحه: الرابع أن يضم فخذيه و يفرج رجليه لرواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه.[أخرجه ابن خزيمة] انتهى. قلت: فالذي يمكن تفريجه مع ضم الفخذين هو الساقان والقدمان لا الركبتان، فلا يتوهم أن المراد تفريج الركبتين. وقال ابن قدامةفي "المغني" (٢٠٢/٢): ويستحب أن يفرق بين ركبتيه

TOP

ورجليه لما روى أبو حميد قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه.انتهى. فينظر هنا إلى قوله: بين رجليه بعد قوله: ركبتيه، فالأصل في العطف التغاير لا الترادف، فكان المراد به غير ما أريد من قوله: ركبتيه، وهو الساقان والقدمان. ثم إن العلامة الشامي قد صرح بأنه لم يجد من قال بضم الكعبين في السجود متعقبا لما نسب أبو السعود ذلك إلى صاحبِ الدر ، فقال: ولا يخفى أن هذا سبق نظر، فإن شارحنا لم يذكرذلك لا في الدر المختار ولا في الدر المنتقى، ولم أره لغيره أيضا، فافهم![الرد المحتار ٤٩٣/١]، وقال الشامي أيضا: تنبيه: تقدم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين ، ولم يذكروا ذلك في السجود، وقدمنا أنه ربما يفهم منه أن السجود كذلك ، إذ لم يذكروا تفريجهما بعد الركوع، فالأصل بقاؤهما كذلك. تأمل.انتهى.[الرد المحتار ٥٠٤/١] قلت: بل الأصل بقاؤهما على التفريج، لأن القول بضم الكعبين في الركوع من أوهام صاحب المجتبى وتبعه من بعده ولم يرد في الكتب المتقدمة ولا في السنة فيما وقفنا عليه. قاله أبو الحسن السندي الصغير.[تقريرات الرافعي ٤٩٣/١] وقد رد العلامة اللكنوي على القول بإلصاق الكعبين في الركوع ردا قويا في السعاية [١٨٠/٢] وأحال عليه العلامة الكشميري والشيخ رشيد أحمد اللدهيانوي معجَبَين به.[فيض الباري٤٥٩/٢؛ أحسن الفتاوى ٣٩/٣] فليراجع ثمة. على كل حال، فلما انتقض البناء انتقض ما بني عليه فرجع الأصل، وهو التفريج. ومع قطع النظر عن كل هذه فإن الرص يحتمل أن يكون معناه محاذاة العقبين، كما قال اللكنوي في حق الركوع: وإن كان المراد به محاذاة إحدى الكعبين بالآخر كما أبدع العلامة السندي [أي عابد] ، فهو أمر حق. ولا بعد في حمل الإلصاق على المحاذاة ، فإنه جاء استعماله في القرب. انتهى من السعاية (١٨٠/٢) ومما يستأنس به على التفريج ما أخرجه ابن السكن في "صحاحه"[البدر المنير٦٦١/٣] و البيهقي في "السنن الكبرى"(٢٥٢٨) قال البيهقي: وأخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي ثنا الحسين بن علي الصدائي حدثني أبي علي بن يزيد عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجهأصابعه قبل القبلة فتفاج(رجاله ثقات إلا علي بن يزيد ، قال أحمد: ما كان به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث،

TOP

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه[تاريخ الإسلام ١٣٠/٥]) قال ابن الملقن: و"تفاج" يبين فعل ذلك من فتح رجليه اهـ[البدر المنير ٦٦١/٣] وقال ابن حجر: يعني وسع بين رجليه.[التلخيص الحبير ٤١٥/١] وأختم الكلام بقول العلامة اللكنوي: لقد دارت هذه المسألة سنة أربع وثمانين بعد الألف والمئتين بين علماء عصرنا ، فأجاب أكثرهم بأن إلصاق الكعبين في الركوع والسجود ليس بمسنون ولا أثر له في الكتب المعتبرة. انتهى من المرجع السابق. الله أعلم.

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে হুযূর ﷺ -কে বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে লাগলাম। একপর্যায়ে আমার হাত তাঁর পদতলের মধ্যভাগে পড়ল, তখন তিনি সিজদায় ছিলেন আর উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল। - সহীহ মুসলিম (৪৮৬); মুসনাদে আহমাদ (২৫৬৫৫); সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৫৫)

এই হাদীসে বর্ণিত 'উভয় পায়ের পাতা খাড়া ছিল' এবং আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি.-এর হাদীসে 'উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো মুড়িয়ে কিবলার দিকে করে দিতেন' থেকে বুঝা যায় যে, 'উভয় পায়ের গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়া' (যেটা অনেকে করে থাকেন বা বলে থাকেন) সঠিক তরীকা নয়। কারণ দুই পা খাড়া রেখে সমুদয় আঙ্গুল কিবলারোখ করলে গোড়ালি মিলিত থাকা সম্ভব নয়। কেউ কেউ আয়িশা রাযি.-এর এই হাদীসেরই একটি সূত্রের শব্দ (راصا عقبيه) থেকে দুই পা মিলিয়ে রাখার অর্থ বুঝে থাকেন। অথচ এই শব্দটি 'শায' হওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে। কারণ আয়িশা রাযি. থেকে আমাদের দেখা ছয়টি সূত্রের শুধু একটি সূত্রেই এই শব্দটি আছে, অন্য সূত্রগুলোতে নেই। ইমাম হাকেম নিশাপুরী রহ.-ও বলেছেন, 'এই বর্ণনা ছাড়া সিজদায় গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়ার কথা কেউ উল্লেখ করেছেন বলে আমি জানি না।' [ মুসতাদরাক ১/৩৫২]

তাছাড়া এই সূত্রের বর্ণনাকারীগণও এতটা শক্তিশালী নন যে, তাঁদের একক বর্ণনা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়। আর এই হাদীসে 'রাসসান'

শব্দের অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুই পা সমান্তরালে সোজাভাবে খাড়া রাখা। গোড়ালি মিলিয়ে রাখাই যে এটার অর্থ তা নিশ্চিত নয়। তদুপরি চার মাযহাবের ফকীহগণ এই হাদীস গ্রহণ করেছেন বলেও আমাদের অনুসন্ধানে পাইনি। তারা বরং সিজদায় দুই পা ফাঁক রাখার কথাই বলেছেন। দুই/একজনের বিচ্ছিন্ন মতামত থাকলেও তা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়নি। আল্লামা লাখনবী রহ. বলেন, ১২৮৪ হিজরীতে এই মাসআলা নিয়ে আমাদের যুগের আলেমদের মধ্যে আলোচনা উঠেছিল। তখন অধিকাংশের জবাব ছিল এই যে, রুকু-সিজদায় গোড়ালি মিলিয়ে দেওয়া সুন্নাত নয় এবং নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে এর কোন চিহ্ন নেই। [সি'আয়া ২/১৮০]

**৫৮. (১৯) কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" পড়া সুন্নাত।**

عن حذيفة بن اليمان، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذاركع: «سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات، وإذاسجد قال «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات.

-أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٨٨٨) من طريق أبي الأزهر عن حذيفة ، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد تكلموا فيه، ويتابع له ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٦٦٨) من طريق صلة بن زفر عن حذيفة مثله متنا، وكذا مسلم في «صحيحه» (٧٧٢) مطولا من طريق صلة أيضا إلا أنه ليس فيه : ثلثا.

অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহু ﷺ -কে রুকু করার সময় তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" এবং সিজদা করার সময় তিনবার "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" বলতে শুনেছেন। - ইবনে মাজাহ (৮৮৮), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৬৮), সহীহ মুসলিম (৭৭২)।

**৫৯. (২০) সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব।**

قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورة الحج (٧٧)

**অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এবং সৎ কাজ করো; যেন তোমরা সফলকাম হও। (সূরা হজ্জ-৭৭)**

عن أبي هريرة . في حديث المسيئ في الصلاة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. -أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٥٧)،

قال الكاساني في «البدائع» (٥٠٢/١): والقدر المفروض من الركوع اصل الانحناء والميل، ومن السجود أصل الوضع. وأما الطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى. ثم عد الكاساني في واجبات الصلاة (٦٨٦/١) الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود.

**অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ বলেছেন, যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে। এবং তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭)**

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, 'রুকুর ক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে শুধু ঝুঁকে যাওয়া। আর সিজদার ক্ষেত্রে শুধু মাথা রাখা। রুকু-সিজদায় স্থির হওয়া ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মতে ফরয নয়।' এরপর তিনি রুকু-সিজদায় স্থির হওয়াকে ওয়াজিব হিসেবে উল্লেখ করেন। [বাদায়িউস সানায়ে' ১/৫০২, ৬৮৬]

**সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ**

**৬০. (১) তাকবীর বলতে বলতে সিজদা থেকে উঠা।**

عن سعيد بن الحارث، قال: صلى لنا أبو سعيد «فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٢٥)

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে হারিস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু সাঈদ রাযি. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন তিনি সিজদা থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, আবার উঠার সময় এবং দুই রাকা'আতের পর দাঁড়ানোর সময় জোরে তাকবীর বললেন। - সহীহ বুখারী (৮২৫)

**৬১. (২) (প্রথমে) কপাল উঠানো।**

**৬২. (৩) (তারপর) নাক উঠানো।**

**৬৩. (৪) (তারপর) উভয় হাত উঠানো।**

عن وائل بن حجر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه».

أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٣٨)؛ والنسائي في السنن الكبرى (٦٨٠)؛ والترمذي في «سننه» (٢٦٨) وقال: هذا حديث حسن غريب. (٢٦٨)؛ وابن ماجه في «سننه» (٨٨٢)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٢٦)؛وابن حبان في «صحيحه» (١٩١٢)

وعلله بعضهم بأن في إسناده شريكا، وفيه مقال؛ ولكن كفانا تصحيح أو تحسين هؤلاء الأئمة مع ما يتابع له من رواية محمد بن جحادة عن عبد الجباربن وائل، عن أبيه عند أبي داود (٨٣٩) ، وما رواه همام عن عاصم مرسلا عند الترمذي تعليقا (٢٦٨)[يراجع: معارف السنن٣/٢٩].

وقال الخطابي في "معالم السنن" (مع مختصر المنذري ١/٢٩١): حديث وائل بن حجر أثبت من هذا (أي حديث أبي هريرة: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه»)

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. বলেন, আমি দেখেছি, হুযূর ﷺ যখন সিজদা করেছেন তখন দুই হাতের আগে হাঁটু রেখেছেন এবং যখন উঠেছেন তখন দুই হাঁটুর আগে হাত উঠিয়েছেন।

- সুনানে আবু দাঊদ (৮৩৮), নাসায়ী কুবরা (৬৮০), তিরমিযী (২৬৮), ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এছাড়া ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. হাদীসটিকে সহীহ গণ্য করেছেন।

عن عبد الله بن يسار. وفي رواية ابن أبي شيبة وابن حبان: عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه .، «إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، فإذا أراد أن يقوم رفع وجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه» قال عبد الرزاق: وما أحسنه من حديث وأعجب به.

ـــ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٤٤) عن معتمر بن سليمان التيمي (ثقة)، عن كهمس (ثقة)، عن عبد الله بن مسلم بن يسار (ذكره ابن حبان في الثقات)؛ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٧٢١) وابن حبان في "الثقات"(٢٣٢٥) فذكرا: عن أبيه (وهو مسلم بن يسار ثقة تابعي من فقهاء البصرة)

قال الزيلعي: قالوا: إذا أراد السجود يضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض فيضع ركبتيه أولا ثم يديه، ثم أنفه ثم جبهته، وكذا إذا أراد الرفع يرفع أولا جبهته، ثم أنفه، ثم يديه، ثم ركبتيه. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١/ ١١٦)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম বলেন, (বসরার বিশিষ্ট ফকীহ তাবেয়ী) হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার রহ. যখন সিজদা করতেন তখন প্রথমে দুই হাঁটু এরপর দুই হাত অতঃপর চেহারা রাখতেন। এমনিভাবে যখন উঠার ইচ্ছা করতেন তখন প্রথমে চেহারা এরপর দুই হাত অতঃপর দুই হাঁটু উঠাতেন। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৪৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৭২১), সিকাতে ইবনে হিব্বান (২৩২৫)।

বি.দ্র. উপরোক্ত হাদীস দু'টি থেকে স্পষ্ট যে, সিজদায় যাওয়ার সময় যে অঙ্গ শেষে রাখবে উঠার সময় সে অঙ্গ আগে উঠাবে এবং এই ধারায় অন্যান্য অঙ্গগুলো উঠাবে। আর (৪৫) নম্বর মাসআলায় আমরা উল্লেখ করেছি, সর্বশেষ কপাল রাখবে। অতএব উঠার সময় সর্বপ্রথম কপাল উঠাবে। আল্লামা যাইলায়ী রহ. ফুকাহায়ে কেরামের বরাতে উল্লেখ করেন, সিজদা থেকে উঠার ক্ষেত্রে প্রথমে কপাল তারপর নাক তারপর হস্তদ্বয় তারপর হাঁটুদ্বয় উঠাবে। [তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/১১৬]

**৬৪. (৫) দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা।**

عن أبي هريرة . في حديث المسيئ في الصلاة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. -أخرجه البخاري في «صحيحه» (٧٥٧).

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ বলেছেন, যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করবে তখন তাকবীর বলবে। এরপর কুরআন শরীফ থেকে যা সহজসাধ্য হয় পড়বে। অতঃপর ধীরস্থিরভাবে রুকু করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর ধীরস্থিরতার সাথে সিজদা করবে। এরপর স্থিরভাবে সোজা হয়ে বসবে এবং তোমার পুরো নামাযে এমনটি করবে। - সহীহ বুখারী (৭৫৭)

**৬৫. (৬) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।**

**৬৬. (৭) ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।**

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يستفتح الصلاة بالتكبير...إلى أن قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى،...الخ.-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٩٨)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর ﷺ তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। ... যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না। ... এবং তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা খাড়া রাখতেন। - সহীহ মুসলিম (৪৯৮)

## ৬৭. (৮) ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى». أخرجه النسائى في «سننه» (١١٥٨) قال النيموي: إسناده صحيح. (أثار السنن صـ١٥٢)

في الدر المختار [١/ ٥٠٨]: (وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش) الرجل (رجله اليسرى) فيجعلها بين أليتيه (ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه) في المنصوبة (نحو القبلة) هو السنة في الفرض والنفل.

قال العلامة الشامي في الرد المحتار: (قوله في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة. قال في السراج: يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى. اهـ. وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة، فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجيه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل، لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة، ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة. اهـ. تأمل. اهـ قلت: لكن الحديث صريح في توجيه أصابع اليمنى نحو القبلة والجلوس على اليسرى، فكان ما في الدر أولى. والله أعلم.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নামাযে (বসার) সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রেখে এর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে করে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। - নাসায়ী

(১১৫৮) আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পৃ.১৫২)

## ৬৮. (৯) উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা (ও হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।)

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها».

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٨٠)؛ والنسائي في "المجتبى" (١٢٦٩)؛ وأحمد في «مسنده» (٦٣٤٨) وفي رواية ابن الزبير رضـ عند مسلم (٥٧٩) «ويلقم كفه اليسرى ركبته» وقد علق عليه منلا علي القاري قائلا: أي أحيانا. [المرقاة ٥٧٢/٢] وتبعه العلامة شبير أحمد العثماني في "فتح الملهم".(٤٣٩/٢) وقال العلامة العثماني تحت قوله: باسطها عليها: وهذا بظاهره يغاير صفة الإلقام.اهـ قال الراقم : يندفع التغاير بقوله: أي أحيانا. والله أعلم.

أما أصابع اليدين فتترك على حالها؛ لا تفرج كل التفريج ولا تضم كل الضم، لأن التفريج سنة الركوع والضم سنة السجود بخلاف بقية أحوال الصلاة. فلذا قال الحصكفي في "الدر"(٤٧٦/١) عند بيان سنن الركوع .: [وتفريج أصابعه] ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا في السجود.اهـ وقد قال الحلبي في "شرح المنية" (صـ٣٢٨): ويفرج أصابعه لا كل التفريج. وقال الحصكفي في "الدر"(١/ ٥٠٨): (ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه) مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة.

**অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন নামাযে বসতেন তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং (তাশাহহুদের মধ্যে) বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করতেন। তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো অবস্থায় থাকত। - সহীহ মুসলিম (৫৮০), সুনানে নাসায়ী (১২৬৯), মুসনাদে আহমাদ (৬৩৪৮)**

TOP

এই হাদীসে নামাযে বসার তরীকা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ বসা অবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন। কীভাবে রাখতেন তা বাম হাতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তা বিছানো থাকত। আর হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখলে আঙ্গুলের মাথাগুলো হাঁটু বরাবর থাকে। সে সাথে এর মাধ্যমে আঙ্গুলের মাথাগুলোও কিবলারোখ হয়ে যায়। আর নামাযে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিবলারোখ করার বিশেষ গুরুত্ব আছে। [১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য] অবশ্য সহীহ মুসলিমের (৫৭৯) একটি বর্ণনায় আছে, হুযূর ﷺ বসা অবস্থায় হাঁটুকে করতলগত করেছেন। অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথা কিছুটা নামিয়ে দিয়েছেন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এটা কখনো কখনো করেছেন। এরপর তিনি ইবনে হাজার হাইতামী রহ. থেকে উদ্ধৃত করেন যে, আঙ্গুলসমূহ হাঁটুবরাবর রাখা 'কামালে সুন্নাত' বা সুন্নাতের উচ্চমার্গ । আর হাঁটুকে করতলগত করা 'আসলে সুন্নাত' বা সুন্নাহসম্মত পদ্ধতির অন্তর্গত; খেলাফে সুন্নাত নয়। (মিরকাত ২/৫৭২) এই অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে। কারণ পুরোপুরি মিলিয়ে দেওয়া সিজদার সুন্নাত, আর পুরোপুরি ফাঁকা রাখা রুকুর সুন্নাত। সুতরাং অন্যান্য অবস্থায় স্বাভাবিক রাখবে। (শরহুল মুনয়া, পৃ.৩২৮; দুররে মুখতার ১/৫০৮)

## ৬৯. (১০) নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা।

عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» إلخ. -أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٣٠).

قال شريك بن عبد الله النخعي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره.[مختصر اختلاف العلماء ١/٢٠٠]. وقال الإمام الطحاوي في مختصره :(شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١ /٦٤٨): "والأفضل للمصلي أن

TOP

يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره". قال الجصاص في شرحه: الأصل فيه قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون : قيل في معني الخشوع: أنه السكون. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "اسكنوا في الصلاة." وظاهر الآية والخبر يقتضي منع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته، ولا يقع بصره في هذه الأحوال إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف، فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه ينافي الخشوع والسكون.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির থাকো।- সহীহ মুসলিম (৪৩০)

হযরত শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আন-নাখায়ী রহ. বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের দিকে, সিজদা অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে দৃষ্টি রাখবে। [মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা(১/২০০)] ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত 'খুশু' তথা বিনম্র হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত 'সুকুন' তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে

TOP

ফেরাতে হয়। আর এটা ‘খুশু’ ও ‘সুকুনে’র খেলাফ। [শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী(১/৬৪৮)]

**৭০. (১১) (নফল নামাযে) বসা অবস্থায় দু‘আ (রাব্বিগফিরলী/ আল্লাহুম্মাগফিরলী) পড়া। (ফরয নামাযে দুই সিজদার মাঝে চুপ থাকবে। তবে কেউ উক্ত দু‘আ পড়লে তার জন্য মুস্তাহাব হবে।)**

عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي".

. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (٨٩٧)من طريقين عن حذيفة؛ والنسائي في "الكبرى"(٦٦٠) وفيه في أوله: أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة...فذكر أدعية هذا منها؛ وابن المبارك في "الزهد" (١٠١) وفي أوله: عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل...فذكر الحديث؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (٦٨٤) وفي أوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي...فذكر الحديث؛ والحاكم في «المستدرك» (١٠٠٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي. وقال مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه" (٥/١٥٣٥): هذا حديث إسناده صحيح.

অর্থ: হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ (রাতের নামাযে/ তাহাজ্জুদে) দুই সিজদার মাঝে (এই দু‘আ) পড়তেন, রাব্বিগফিরলী রাব্বিগফিরলী।

- সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯৭); নাসায়ী কুবরা (৬৬০), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৮৪), মুসতাদরাকে হাকেম (১০০৩), হাকেম রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুগলতাঈ রহ. বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। (শরহু সুনানি ইবনে মাজাহ ৫/১৫৩৫)

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني».

. أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٥٠)؛ والترمذي في "جامعه" (٢٨٤) وفيه: واجبُرني بدل عافني. ؛ ورواه ابن ماجه (٨٩٨) بلفظ: ... يقول بين السجدتين في صلاة الليل «رب اغفرلي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني»، فقيده بصلاة الليل؛ والحاكم في «المستدرك» (٩٦٤) بلفظ:«اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني»؛ والبيهقي (١٢٢/٢) وفي أوله: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم... فذكر الحديث؛ كلهم من طرق عن كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه؛ فممن ذهب إلى التصحيح الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل بن العلاء التميمي ممن يجمع حديثه» وقال النووي في "الأذكار"صـ٦٣: وإسناده حسن. ومال ابن دقيق العيد إلى التصحيح في "الإلمام" صـ١١٤، وكذا العلامة مغلطاي في شرح ابن ماجه (١٥٣٥/٥). وذهب الإمام الترمذي إلى التضعيف فقال: هذا حديث غريب ، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا.اهـ وقال أبو علي الطوسي: غريب. (شرح سنن ابن ماجه ١٥٣٥/٥) وقال المارديني: في سنده كامل بن العلاء جرحه ابن حبان ذكره الذهبي. وقد اختلف عليه فروي عنه كذلك وذكر الترمذي أن بعضهم رواه عنه مرسلا.اهـ[الجوهر النقي٢/٢٢،١٢١] ويظهر ميل المنذري إلى ما ذهب إليه الترمذي؛ فقد ذكر كلامه، ثم قال: وكامل هو أبو العلاء ويقال أبو عبد الله كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي، وثقه يحي بن معين وتكلم فيه غيره.اهـ[مختصر أبي داود١/٢٩٦] وقال النيموي: وهو حديث ضعيف. وعلله بما تكلم في ابن العلاء . وثقه ابن معين وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري . وباضطراب إسناده على ابن العلاء وصلا وإرسالا، وباضطراب متنه زيادة ونقصا وتقديما وتأخيرا.[آثار السنن صـ١٤٨] والقلب يميل إلى ما قال النيموي. إلا أن الحديث لا يخرج عن حد أن يعمل به ،لما قال

TOP

به الفقهاء، ولأنه من باب الترغيب، ولما روي عن علي رضي الله عنه عند البيهقى في الكبرى (١٢٢/٢) موقوفا: كان يقول بين السجدتين : رب اغفرلي وارحمني وارفعنى واجبرني. والله أعلم.

تنبيه: حديث حذيفة وابن عباس ورد كلاهما في صلاة الليل، كما أوضحناه في التخريج؛ فلذا لم يقل به الإمام أبو حنيفة في المكتوبة، خلافا لأحمد والشافعي كما مر في كلام الترمذي. وفي"الجامع الصغير" (ص: ١٤٧ مع شرح الصدر الشهيد): وقال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك بين السجدتين يسكت.اهـ وقال العيني في البناية شرح الهداية (٢٤٨/٢): وفي " فتاوى الظاهرية ": وليس بين السجدتين ذكر مسنون. وعن الحسن بن أبي مطيع أنه يقول: سبحان الله والحمد لله أستغفر الله العظيم. وعند الشافعي: يستحب أن يدعو في جلوسه بين السجدتين لما روى حذيفة أنه – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني» وفي "تتمتهم": ولا يتعين عليه دعاء، ولكن يستحب أن يدعو كما وردت به السنة. قلنا: هذا كله وارد في التهجد لا في الفرائض والأمر فيه واسع.اهـ

وقال الشامي في "رد المحتار"(٥٠٥/١) (قوله وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي؟ قال: يقول ربنا لك الحمد وسكت، ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره.أقول: بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود وعدم كونه مسنونا لا ينافي الجواز كالتسمية بين الفاتحة والسورة، بل ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة بين السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا، لكن صرحوا باستحباب مراعاة الخلاف. والله أعلم

**অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ (রাতের নামাযে/ তাহাজ্জুদে) দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তেন,**

আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ও ‘আফিনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী।

- সুনানে আবু দাউদ (৮৫০), জামে’ তিরমিযী (২৮৪), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯৮), বাইহাকী কুবরা (২/১২২)। শাস্ত্রীয় বিচারে হাদীসটি কিছুটা দুর্বল। ইমাম তিরমিযী রহ. আল্লামা মারদীনী রহ. এবং আল্লামা নীমাভী রহ. এই দুর্বলতার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। [আল জাওহারুননাকী ২/১২১-২২; আসারুসসুনান পৃ. ১৪৮] কেউ কেউ অবশ্য হাদীসটির সনদকে হাসান বা সহীহ বলেছেন। কিন্তু হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সনদ মতন উভয়টির ভূমিকা থাকে। এখানে সার্বিক দৃষ্টিকোণে প্রথম মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

উল্লেখ্য, উপরের দু’টি হাদীসেই দুই সিজদার মাঝের দু‘আ রাতের নামায বা তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য; তিনি বলেন, ফরয নামাযে দুই সিজদার মাঝখানে চুপ থাকবে। (জামে’ সগীর পৃ. ১৪৭) তবে কেউ যদি ফরজ নামাযেও এ দু‘আ পড়ে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমনটি আল্লামা আইনী রহ. বলেছেন। আল্লামা শামী রহ.-এর বক্তব্যমতে এ দু‘আ পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। কারণ হাম্বলী মাযহাবে এটি পড়া ওয়াজিব। আর ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, মতবিরোধকে বিবেচনায় নিয়ে সর্বসম্মত পন্থায় আমল করা মুস্তাহাব। (বিনায়া ২/২৪৮; রদ্দুল মুহতার ১/৫০৫)

## ৭১. (১২) তাকবীর বলা অবস্থায় পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদা করা।

عن سعيد بن الحارث، قال: صلى لنا أبو سعيد «فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٢٥).

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবনে হারিস রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বললেন, হযরত আবু সাঈদ রাযি. আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন

তিনি সিজদা থেকে উঠার সময়, সিজদায় যাওয়ার সময়, আবার উঠার সময় এবং দুই রাকা'আতের পর দাঁড়ানোর সময় জোরে তাকবীর বললেন। - সহীহ বুখারী (৮২৫)

## ৭২. (১৩) দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাকা'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ»

. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٦٧)، ونحوه برقم (٢٩٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٦/٢) وقال: هو عن ابن مسعود صحيح.اهوقد روي مرفوعا أيضا عند الترمذي في «سننه» (٢٨٨) بإسناد ضعيفعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. قال الترمذي: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم: يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث، ويقال: خالد بن إلياس.اهـ

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. প্রথম ও তৃতীয় রাকা'আতে দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার সময় দুই পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়াতেন।

- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৯৬৭), সুনানে কুবরা বাইহাকী (২/১২৬), ইমাম বাইহাকী রহ. বলেন, ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে এ বর্ণনাটি সহীহ। দাঁড়ানোর এ পদ্ধতিটি সুনানে তিরমিযীতে (২৮৮) হযরত আবু হুরাইরা রাযি.-এর সূত্রে হুযূর ﷺ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তবে বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, আহলে ইলমের আমল এ পদ্ধতির উপরই।

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ» . أخرجه أبن أبي شيبة في «مصنفه» (٤٠٠٥) قال النيموي: إسناده صحيح. [آثار السنن صـ١٥٠].

অর্থ: হযরত ওয়াহাব ইবনে কাইসান রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে যুবাইর রাযি.-কে দেখেছি, যখন তিনি দ্বিতীয় সিজদা থেকে ফারেগ হতেন তখন যেভাবে আছেন সেভাবে সরাসরি পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪০০৫), নীমাভী রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পৃ.১৫০)

## ৭৩. (১৪) হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো। বিনা ওযরে যমীনে ভর না দেওয়া।

عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل،عن أبيه: أن النبي– صلى الله عليه وسلم –، فذكر حديثَ الصلاة، قال: فلما سجد وَقَعَتا رُكْبتاه إلى الأرض قبل أن تقعَا كَفَّاه.

قال همامٌ: وحدثني شَقيقٌ، حدثني عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن النبي– صلى الله عليه وسلم – ، بمثل هذا، وفي حديث أحدهما– وأكبرُ عِلْمي أنه في حديث محمد بن جُحَادة–: وإذا نَهضَ نَهضَ على رُكْبتيهِ، واعتمدَ على فَخِذِه.

. أخرجه أبو داود في «سننه» (٨٣٩)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٦٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٩٨). وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنهم تكلموا في سماع عبد الجبار من أبيه،قال الذهبي : قال ابن معين : ثقة ، لم يسمع من أبيه . و قال غيره : سمع [اهـ من الكاشف] ؛فذهب جمهور المحدثين من ابن معين والبخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم أنه لم يسمع من أبيه لأن أباه مات و هو حمل . ولكن قال المزي: و هذا القول ضعيف جدا ، فإنه قد صح عنه أنه قال : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهوحمل ، لم يقل هذا القول.[كذا في تهذيب الكمال]وكذا قال العلائي في جامع التحصيل (ص: ٢١٩)

وتعقب عليه الحافظ ابن حجر قائلا: نص أبو بكر البزار على أن القائل : كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار . اهقال الراقم : يبدو أن كلام البزار ليس في تعيين القائل؛ إنما هو فيما أخطأ فيه الراوي أن عبد الجبار سمع وائل بن علقمة؛ لأن الصحيح فيه: علقمة بن وائل لا وائل بن علقمة. وليس المراد أن القائل علقمة لا عبد الجبار، فقد اتفقت الروايات أن قائله عبد الجبار، وإنقدّرأن قائله علقمة يختل المعنى. راجع كلام ابن خزيمة في «صحيحه» (٩٠٥) وكذا كلام ابن حبان في «صحيحه» (١٨٦٢)

وقد جاء في بعض الرواية تصريح سماع عبد الجبار عن أبيه إلا أنه لم يصح كما قال البخاري في "التاريخ الكبير" بحواشي محمود خليل (١/ ٦٩)

قال الراقم: فالذي يظهر مما ذكرنا أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وهو الذي ذهب إليه جمهور المحدثين. إلا أن هذا الانقطاع بين عبد الجبار وأبيه انقطاع صوري لا حقيقي، لأن عبد الجبار أخذ صلاة أبيه عن أهل بيته كأمه وأخيه. صرحبه في غير واحد من الروايات كما في صحيح ابن خزيمة (٩٠٥) ، وكما عند أبي داود في «سننه»(٧٢٥) ، وكما عند البيهقي في "السنن الكبرى" (٢٦٣١).

ولعل هذا وجه تصحيح الأئمة لحديثه كما فعل النسائي في السنن الكبرى (٩٥٨) قال أبو عبد الرحمن: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، والحديث في نفسه صحيح.اهوالدارقطني في «سننه» (١٢٧١) حديث : قَالَ: «آمِينَ» مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . اهـ انظركيف صحح الإسناد مع وجود الانقطاع.

فخلاصة الأمر أن الراجح في السماع عدمه ، وفي الإدراك وقوعه، وفي الانقطاع أنه لا يضره. كأن أمره أمر أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود رضي الله عنه أن الناس يقبلونه. والله أعلم. فتحسين الشيخ شعيب للحديث الذي نحن فيه واقع محله بالنظر إلى هذه الوجوه ، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه وائل بن حجر.اهـ

**অর্থ: হযরত আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা ওয়াইল রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নামাযের হাদীস বর্ণনার একপর্যায়ে**

বলেন, যখন হুযূর ﷺ সিজদা করলেন, উভয় হাত মাটিতে পড়ার আগে উভয় হাঁটু পড়ল। হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মামও নিজ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দুই বর্ণনাকারীর একজনের বর্ণনায়- আমার প্রবল ধারণা তা মুহাম্মাদ ইবনে জুহাদার বর্ণনা- আছে, যখন হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন তখন হাঁটুদ্বয়ের উপর হাত রেখে উরুর উপর ভর করে দাঁড়ালেন। - সুনানে আবু দাউদ (৮৩৯), তাবারানী কাবীর ২২/(৬০), বাইহাকী কুবরা (২/৯৮)।

এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে হাদীসবিশারদগণ বর্ণনাকারী আব্দুল জাব্বার তাঁর বাবা ওয়াইল রাযি. থেকে শুনেননি বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে তো বলেছেন, তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তবে এ মতটিকে ইমাম মিয্যী, আলায়ী রহ.-সহ অন্যান্যরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর বাবাকে পেয়েছেন। যদিও নামাযের ব্যাপারগুলো বুঝার বয়স তাঁর হয়নি। তথাপি তার বর্ণনাগুলোকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন। ইমাম নাসায়ী, দারাকুতনী রহ. সনদে বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও তাঁর কতক বর্ণনাকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। [সুনানে নাসায়ী কুবরা (৯৫৮), সুনানে দারাকুতনী (১২৭১)] এর কারণ সম্ভবত এই যে, আব্দুল জাব্বার রহ. হচ্ছেন একজন সাহাবীর সন্তান। তিনি বর্ণনাকারী হিসেবেও বেশ বিশ্বস্ত। তার বর্ণনাগুলোও এমন অদ্ভুত নয় যে, অন্যান্য রাবীদের বর্ণনার সাথে মিল খায় না। তাছাড়া এই বিচ্ছিন্নতা আসলে বাহ্যিক; আদতে এখানে বিচ্ছিন্নতা নেই। কারণ আব্দুল জাব্বার নিজেই নামাযসংক্রান্ত একাধিক বর্ণনায় বলেছেন যে, তিনি সেসব তাঁর বড় ভাই আলকামা রহ., তাঁর আম্মা ও পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের কাছ থেকে শুনেছেন। এর থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তাঁদের ঘরে এই বিষয়গুলোর ভাল চর্চা ছিল। এসব কারণে তাঁর এ বর্ণনা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। তাই শায়েখ শুয়াইব আরনাঊত রহ. এ বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন।

وأما النهي عن الاعتماد على الأرض فروي عن علي رضـ قال ابن أبي شيبة :

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ»

-أخرجه في «مصنفه» (٣٩٩٨) وأخرجه أيضا ابن المنذر في "الأوسط" (١٥٠٩) وقال: وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ اهـ، والبيهقي في "الكبرى"(٢٨١٢). وهذا إسناد فيه أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، إلا أن حديث وائل المذكور بمنزلة الشاهد له ، لأن الوضع على الفخذ مانع من الاعتماد على الأرض. ويشهد له أيضا رواية ابن مسعود (مرت في مسألة ٧٢) ، لأن الاعتماد على صدور القدمين مانع من الاعتماد على الأرض. قال الحلبي في «غنية المتملي» (صـ٣٢٣): فإذا فرغ من السجدة الثانية ينهض قائما على صدور قدميه ، ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض إلا من عذر ، بل يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ

অর্থ: হযরত আলী রাযি. বলেন, ফরয নামাযের একটি সুন্নাত বা নিয়ম হলো- কেউ যখন দুই রাকা'আত শেষে দাঁড়াবে তখন দুই হাত দ্বারা যমীনে ভর করবে না। তবে এমন বৃদ্ধ হলে ভিন্ন কথা, যে কিনা যমীনে ভর করা ছাড়া দাঁড়াতে পারে না।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৯৯৮), আল আওসাত ইবনুল মুনযির (১৫০৯), ইবনুল মুনযির রহ. বলেন, 'ইবরাহীম নাখায়ী এবং সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর বক্তব্যও এটি।' এই বর্ণনার সনদ দুর্বল। তবে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি.-এর পুর্বোক্ত বর্ণনা এবং (৭২) নং মাসআলায় ইবনে মাসঊদ রাযি.-এর বর্ণনা এই বর্ণনার বক্তব্যকে সমর্থন করে। তাই এটি আমলযোগ্য হতে কোন সমস্যা নেই।

আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াবে তখন পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর

TOP

আগে বিনা ওযরে বসবে না বা যমীনে হাত দিয়ে ভর দিবে না। বরং দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। (শরহুল মুনয়া পৃ.৩২৩)

**৭৪. (১৫) সিজদা হতে সিনা ও মাথা স্বাভাবিক সোজা রেখে সরাসরি দাঁড়ানো, শরীরের উপরিভাগ নুইয়ে না দেওয়া।**

قال ابن أبي شيبة (ط عوامة): حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن محمد بن عجلان ، عن النعمان بن أبي عياش ، قال : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة ، قام كما هو ولم يجلس.

. أخرجه في «مصنفه» (٤٠١١)، قال النيموي: وإسناده حسن.

অর্থ: হযরত নু'মান ইবনে আইয়াশ রহ. বলেন, আমি একাধিক সাহাবাকে পেয়েছি। (তাঁদের কেউ) যখন প্রথম ও তৃতীয় রাকা'আতে সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, যেভাবে আছেন সেভাবে না বসে দাঁড়িয়ে যেতেন।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪০১১), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, এর সনদ হাসান। [আসারুসসুনান পৃ.১৫০]

قال ابن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم : أنه كان يسرع القيام في الركعة الأولى من آخر سجدة.

-أخرجه في «مصنفه» (٤٠١٠). وهذا إسناد رجاله ثقات.

অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি প্রথম রাকা'আতে দ্বিতীয় সিজদা হতে দ্রুত দাঁড়িয়ে যেতেন। - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৪০১০), এ বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

এখানে লক্ষণীয় যে, দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলে শরীরের উপরিভাগ বাঁকিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, তাই শরীরের উপরিভাগ বাঁকিয়ে সিজদা হতে উঠবে না। তাছাড়া সিজদায় যে ধারাক্রমে যাওয়া হয় উঠার সময় তার উল্টো ধারা অনুসরণ করতে হয়, যা আমরা (৬৩) নং মাসআলায়

উল্লেখ করেছি। আর সিজদায় যাওয়ার সময় শরীরের উপরিভাগ নুইয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এটি নামাযে কাম্য 'খুশু' ও 'ওয়াকার' বা গাম্ভীর্য ও স্থিরতার পরিপন্থী। হযরত ইবনে মাসঊদ রাযি. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, নামাযে গাম্ভীর্য বজায় রাখো। [কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ' বাইনাল আসার, হাদীস নং ৬৯), কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (২৫৬)] আরও দ্রষ্টব্য (৪১) নং মাসআলা।

## মাসায়িলে কুঊদ (বৈঠক) ২০ টি

### বসা অবস্থায় ১২ কাজ

### ৭৫. (১) বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা।

### ৭৬. (২) ডান পা সোজাভাবে খাড়া রাখা।

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يستفتح الصلاة بالتكبير...إلىأن قال:وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى،...الخ. -أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٩٨)

অর্থ: হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর ﷺ তাকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। (একটু সামনে গিয়ে বলেন) যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদা করতেন না।... এবং তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা খাড়া রাখতেন। - সহীহ মুসলিম (৪৯৮)।

### ৭৭. (৩) ডান পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى».

. أخرجه النسائي في «سننه» (١١٥٨) قال النيموي: إسناده صحيح. (أثار السنن صـ١٥٢)

في الدر المختار [١/ ٥٠٨]: (وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش) الرجل (رجله اليسرى) فيجعلها بين أليتيه (ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه) في المنصوبة (نحو القبلة) هو السنة في الفرض والنفل.

قال العلامة الشامي في الرد المحتار: قوله (في المنصوبة) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة. قال في السراج: يعني رجله اليمنى لأن ما أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولى. اهـ. وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة، فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال لأن توجيه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل، لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة، ثم قال فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة. اهـ. تأمل. اهـ قلت: لكن الحديث صريح في توجيه أصابع اليمنى نحو القبلة والجلوس على اليسرى، فكان ما في الدر أولى. والله أعلم.

**অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাত হলো ডান পা খাড়া রেখে এর আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে করে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। - নাসায়ী (১১৫৮), আল্লামা নীমাভী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ। (আসারুসসুনান পৃ. ১৫২)**

## ৭৮. (৪) উভয় হাত উরুর উপর (হাতের আঙ্গুলের মাথা) হাঁটু বরাবর বিছিয়ে রাখা। (হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।)

عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها» . أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٨٠)؛ والنسائي في "المجتبى" (١٢٦٩)؛ وأحمد في «مسنده» (٦٣٤٨) وفي رواية ابن الزبير رضـ عند مسلم (٥٧٩) «ويلقم كفه اليسرى ركبته» وقد علق عليه منلا علي القاري قائلا: أي أحيانا. [المرقاة ٢/٥٧٢] وتبعه العلامة شبير أحمد العثماني في "فتح

الملهم".(٤٣٩/٢) وقال العلامة العثماني تحت قوله: باسطها عليها: وهذا بظاهره يغاير صفة الإلقام.اهـ قال الراقم : يندفع التغاير بقوله: أي أحيانا. والله أعلم.

أما أصابع اليدين فتترك على حالها؛ لا تفرج كل التفريج ولا تضم كل الضم، لأن التفريج سنة الركوع والضم سنة السجود بخلاف بقية أحوال الصلاة. فلذا قال الحصكفي في "الدر"(٤٧٦/١). عند بيان سنن الركوع .: [وتفريج أصابعه] ولا يندب التفريج إلا هنا ولا الضم إلا في السجود.اهـ وقد قال الحلبي في "شرح المنية" (صـ٣٢٨): ويفرج أصابعه لا كل التفريج. وقال الحصكفي في "الدر"(١/ ٥٠٨): (ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه) مفرجة قليلا (جاعلا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة.

**অর্থ: হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন নামাযে বসতেন তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন আঙ্গুল (তথা শাহাদাত আঙ্গুল) উঠিয়ে ইশারা করতেন। তখন তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছানো অবস্থায় থাকত। - সহীহ মুসলিম (৫৮০); সুনানে নাসায়ী (১২৬৯); মুসনাদে আহমাদ (৬৩৪৮)**

এই হাদীসে নামাযে বসার তরীকা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ বসা অবস্থায় হাত হাঁটুর উপর রাখতেন। কীভাবে রাখতেন তা বাম হাতের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তা বিছানো থাকত। আর হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখলে আঙ্গুলের মাথাগুলো হাঁটু বরাবর থাকে। সে সাথে এর মাধ্যমে আঙ্গুলের মাথাগুলোও কিবলারোখ হয়ে যায়। আর নামাযে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিবলারোখ করার বিশেষ গুরুত্ব আছে। (১ ও ১২ নং মাসআলা দ্রষ্টব্য) অবশ্য সহীহ মুসলিমের (৫৭৯) একটি বর্ণনায় আছে, হুযূর ﷺ বসা অবস্থায় হাঁটুকে করতলগত করেছেন। অর্থাৎ আঙ্গুলের মাথা কিছুটা নামিয়ে দিয়েছেন। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, এটা কখনো কখনো করেছেন। এবং তিনি ইবনে হাজার হাইতামী রহ. থেকে উদ্ধৃত করেন যে, আঙ্গুলসমূহ হাঁটু বরাবর রাখা 'কামালে সুন্নাত' বা সুন্নাতের উচ্চমার্গ । আর হাঁটুকে

TOP

করতলগত করা ‘আসলে সুন্নাত’ বা সুন্নাতসম্মত পদ্ধতির অন্তর্গত; খেলাফে সুন্নাত নয়। (মিরকাত ২/৫৭২) আর এ অবস্থায় হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁকা রাখবে। কারণ আঙ্গুলসমূহ পুরোপুরি মিলিয়ে দেওয়া সিজদার সুন্নাত, আর পুরোপুরি ফাঁকা রাখা রুকুর সুন্নাত। কাজেই অন্যান্য অবস্থায় আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক রাখবে। (শরহুল মুনয়া, পৃ.৩২৮; দুররে মুখতার ১/৫০৮)

**৭৯. (৫) বসা অবস্থায় মাথা ও পিঠ স্বাভাবিক সোজা রেখে নজর দুই হাঁটুর মাঝের দিকে রাখা।**

**৮০. (৬) তাশাহহুদের ইশারার সময় নজর ইশারার দিকে অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে রাখা।**

عن جابر بن سمرة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة» إلخ

-أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٣٠).

قال شريك بن عبد الله النخعي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره.[مختصر اختلاف العلماء ١/٢٠٠]. وقال الإمام الطحاوي في مختصره (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١ /٦٤٨): "والأفضل للمصلي أن يكون نظره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره". قال الجصاص في شرحه: الأصل فيه قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون : قيل في معني الخشوع: أنه السكون. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "اسكنوا في الصلاة." وظاهر الآية والخبر يقتضي منع تكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة. ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. هذا إذا خلى بنفسه سوم طبيعته، ولا يقع بصره في هذه الأحوال إلى غير هذه المواضع إلا بالتكلف، فلا ينبغي أن يفعل ذلك؛ لأنه

ينافي الخشوع والسكون.اهـ قال الراقم: وكذا التكلف في هيئة الجلوس بتقويم الصلب أو تعويجه ينافي الخشوع والسكون، بل ينبغي الاعتدال فيه.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, হুযূর ﷺ আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, কী ব্যাপার অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত তোমাদেরকে হাত উঠাতে দেখছি! নামাযে স্থির থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪৩০)

হযরত শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ আন-নাখায়ী রহ. বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের দিকে, সিজদা অবস্থায় নাকের দিকে এবং বসা অবস্থায় কোলের দিকে তথা দুই হাঁটুর মাঝে দৃষ্টি রাখবে। [মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা (১/২০০)] ইমাম ত্বহাবী রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।

যেভাবে উপরের হাদীস থেকে মাসআলাটি বুঝা যায়: ইমাম জাসসাস রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আয়াতে নির্দেশিত 'খুশু' তথা বিনম্র হওয়া এবং হাদীসে নির্দেশিত 'সুকুন' তথা স্থিরতার দাবী এটাই যে, নামাযের বিভিন্ন অবস্থায় দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে যেখানে পড়ে সেখানেই রাখবে। আর জানা কথা, দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় দৃষ্টি উল্লিখিত স্থানগুলোতেই থাকে। অন্যদিকে ফেরাতে হলে কৃত্রিমভাবে ফেরাতে হয়। আর এটা 'খুশু' ও 'সুকুনে'র খেলাফ। [শরহু মুখতাসারিত ত্বহাবী (১/৬৪৮)] অনুরূপ কৃত্রিমভাবে পিঠ একদম খাড়া করে দেওয়া অথবা অলসতাবশত পিঠ বাঁকিয়ে দেওয়া দুটোই ''খুশু' ও সুকুন'' এর খেলাফ। তাই স্বাভাবিক রাখবে।

عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته».

أخرجه النسائي في «سننه» (١٢٧٥) وترجم له بـ"باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة"، وأبو عوانة في "مستخرجه" (٢٠١٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧١٨)، وابن حبان

TOP

في «صحيحه» (١٩٤٤)، وابن المنذر في "الأوسط" (١٥٣٨)، وترجم له بقوله: ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. وقد أخرج النسائي حديث ابن عمر في «سننه» (١١٦٠) بإسناد رجاله ثقات، وفيه: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها . ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الراقم : قد وضح بتراجم أبواب هؤلاء الأئمة وبما في حديث ابن عمر: ورمى ببصره إليها أن النظر إلى المسبحة عند الإشارة في التشهد. والله أعلم. [يراجع لمزيد التفصيل "الفيض السمائي" للشيخ زكريا رحمه الله ٢/٧١، ٥٠]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তখন তাঁর দৃষ্টি ইশারার স্থান তথা শাহাদাত আঙ্গুলকে অতিক্রম করতো না।

- সুনানে নাসায়ী (১২৭৫), তাঁর শিরোনাম হচ্ছে, 'আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান সম্পর্কিত অধ্যায়'; মুসতাখরাজে আবু আওয়ানা (২০১৮), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭১৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৪৪), আল আওসাত ইবনুল মুনযির (১৫৩৮), তাঁর শিরোনাম হচ্ছে, 'তাশাহহুদে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারার সময় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়।

সুনানে নাসায়ীতে (১১৬০) হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনায় আরেকটু পরিষ্কারভাবে বিষয়টি আছে যে, তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করলেন এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এরপর বললেন, আমি হুযূর ﷺ -কে এমনটি করতে দেখেছি।

মোটকথা মুহাদ্দিসগণের শিরোনাম এবং ইবনে উমর রাযি.-এর বর্ণনার শব্দ থেকে স্পষ্ট যে, ইশারার স্থানে তথা শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে

তখনই তাকাবে যখন ইশারা করবে। আরও বিস্তারিত দেখুন, ‘আলফাইজুসসামায়ী’ ২/৫০, ৭১।

## ৮১. (৭) আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نقول: التحية في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.

أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٢٠٢،٦٢٣٠) ، ومسلم في «صحيحه» (٤٠٢، ٤٠)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, আমরা নামাযে ‘আততাহিয়্যাতু’ [কারও শান্তি ও কল্যাণ কামনামূলক/ স্তুতিবাচক উল্লেখ/ অভিবাদন (দ্র.ফাতহুল বারী ৮৩১ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)] পড়তাম এবং নাম উল্লেখ করতাম। একে অপরের নামে সালাম দিতাম। একবার হুযূর ﷺ এটা শুনলেন। তখন আমাদেরকে বললেন, তোমরা বলো- “আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসলাওয়াতু ওয়াত্ত্বয়্যিবাতু, আসসালামু ‘আলাইকা আইয়ুহাননাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।” কেননা যখন তোমরা এটা করলে তখন আসমান ও যমীনের প্রত্যেক নেক বান্দাকে সালাম করলে। - সহীহ বুখারী (১২০২, ৬২৩০), সহীহ মুসলিম (৪০, ৪০২)।

উল্লেখ্য, এখানে নমুনা হিসেবে উচ্চারণ দেওয়া হয়েছে। সহীহ উচ্চারণ অবশ্যই কোন আলেম বা কারীর কাছে শিখে নিতে হবে।

**৮২. (৮) 'আশহাদু' বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসাথে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুল মুড়িয়ে রেখে হালকা (গোলক/ বৃত্ত) বাঁধা।**

قال ابن ماجه : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه،

عن وائل بن حجر ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ، ورفع التي تليهما ، يدعو بها في التشهد.

أخرجه في «سننه» (٩١٢) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" [دار العربية] (٣٣٦): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وفي رواية النسائي في "الكبرى" (١١٨٩) وأبي داود في «سننه» (٧٢٦) من طريق بشر عن عاصم، به: وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر بالسبابة من اليمنى، وحلق الإبهام والوسطى».

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূর ﷺ -কে দেখেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা দিয়ে বৃত্ত বানিয়েছেন এবং তাশাহহুদের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশ করত এ দুটোর সংলগ্ন (তথা শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়েছেন।

- সুনানে ইবনে মাজাহ (৯১২), আল্লামা বুসীরী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। ইমাম নাসায়ী রহ. এই হাদীসটি নিজ 'সুনানে কুবরা'য় (১১৮৯) বর্ণনা করেন। সেখানে আছে, তিনি দু' আঙ্গুল মুড়িয়ে দিলেন এবং বৃত্ত বানালেন। বর্ণনাকারী বলেন, বিশর (তার উর্দ্ধতন বর্ণনাকারী) এটা করে দেখালেন- ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানালেন।

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال [بعد أن ذكر قصة] قال عبد الله بن عمر: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى،وقبض أصابعه كلها.

. أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٨٠) ومالك في "الموطأ" [برواية الإمام محمد ، تحقيق د. تقي الدين الندوي] (١٤٥) قال محمد : وبصنيع رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذ [وفي رسالة منلا علي القاري: نأخذ] وهو قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى.اهـ

وقال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (٢٧٢/١) بعد أن ذكر الحديث المذكور: ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق، فالمراد والله أعلم وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة ...اهوقال علي القاري في رسالته " تزيين العبارة لتحقيق الإشارة " : والصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه ثم عند وصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعا لها عند النفي واضعا عند الإثبات ثم يستمر ذلك لأنه ثبت العقد عند ذلك بلا خلاف ولم يوجد أمر بتغييره . فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه . انتهى (راجع رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد في مجموع رسائل ابن عابدين ١٣٤/١)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন নামাযে বসতেন তখন ডান 'কাফ' (করতল বা হাতের তালু) ডান উরুর উপর রাখতেন এবং সমুদয় আঙ্গুল মুড়িয়ে দিতেন।

- সহীহ মুসলিম (৫৮০), মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, হুযূর ﷺ এর কর্মপদ্ধতি আমরা গ্রহণ করি, এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বক্তব্যও এটি।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, নিঃসন্দেহে সমুদয় আঙ্গুল মুড়িয়ে দিয়ে 'কাফ' (করতল বা হাতের তালু হাঁটুর উপর) রাখা সম্ভব নয়। (কেননা, তখন তো মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে তালুটি আঙ্গুলের মধ্যে ঢাকা পড়বে) সুতরাং এই হাদীসের উদ্দেশ্য- আল্লাহ সর্বজ্ঞানী- প্রথমে 'কাফ' (করতল বা হাতের তালু) রাখা এরপর ইশারার সময় আঙ্গুল মোড়ানো। [ফাতহুল ক্বদীর ১/২৭২] মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অধিকাংশ হানাফী ফুকাহায়ে কেরামের

নিকট সঠিক ও বরিত পদ্ধতি হলো, প্রথমে দুই হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে। কালিমায়ে তাওহীদ/শাহাদাত (আশহাদু...) পর্যন্ত পৌঁছে অনামিকা ও কনিষ্ঠা মুড়িয়ে দেবে আর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বৃত্ত বানাবে। এরপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ইশারা করবে যে, 'নফী' ( লা ইলাহা)-র সময় আঙ্গুল (সামান্য) উঠাবে (যেন আঙ্গুলের মাথা কিবলার দিকে থাকে) এবং 'ইসবাত' ( ইল্লাল্লাহ)-র সময় আঙ্গুল (হাতের বাঁধন ঠিক রেখে স্বাভাবিকভাবে) নামিয়ে রাখবে (এতে আঙ্গুলের মাথা হাঁটুতে লাগবে না)। অতঃপর এ অবস্থায় (হাত বাঁধা অবস্থা) বহাল থাকবে। কারণ একবার হাত বাঁধা হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে। এরপর এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। আর স্বাভাবিক হলো, কোন কিছু যেভাবে আছে সেভাবেই থাকা (মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১৩৪)

উল্লেখ্য, এ হাদীসে ইশারার সময় সমস্ত আঙ্গুল মুড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটিও সুন্নাহসম্মত একটি পদ্ধটি। তবে প্রথম হাদীসে যে পদ্ধতি এসেছে তা অধিক প্রসিদ্ধ। (দ্র. সিআয়া ২/২২০)

**৮৩. (৯) 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে কিবলার দিকে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় (হাতের বাঁধন না খুলে) স্বাভাবিকভাবে নামিয়ে রাখা (এতে শাহাদাত আঙ্গুলের মাথা হাঁটুতে লাগবে না)।**

عن عبد الله بن الزبير، أنه ذكر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها. . أخرجه أبو داود في «سننه» (٩٨٩) وقال النووي: إسناده صحيح.[المرقاة ٢/٥٨٣]

قال ابن الهمام : وعن الحلواني يقيم الإصبع عند لاإله ويضعها عند إلا الله ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات. [فتح القدير ١/٢٧٢]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেন, হুযূর ﷺ তাশাহহুদে যখন আল্লাহর একত্ববাদের অংশ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...দ্র. মিরকাত ২/৫৭২) পড়তেন তখন আঙ্গুল দ্বারা

ইশারা করতেন, তবে তা নাড়াতেন না। -সুনানে আবু দাউদ (৯৮৯), ইমাম নববী রহ. বলেন, এর সনদ সহীহ।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, ইমাম হালওয়ানী রহ. থেকে বর্ণিত, 'লা ইলাহা' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নামাবে যেন আঙ্গুল উঠানো আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছুকে অস্বীকার এবং আঙ্গুল নামানো একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। (ফাতহুল ক্বদীর ১/২৭২)

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال [بعد أن ذكر قصة]: قَالَ ابن عمر: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ».

. أخرجه النسائي في «سننه» (١١٦٠)، وابن خزيمة «صحيحه» (٧١٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه" (٢٠١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٩٤٧) وترجم بقوله: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ،والبيهقي في "الكبرى" (٢٧٨٩) وترجم بقوله: باب الإشارة بالمسبحة إلى القبلة.وفي حديث عن مَالِك بْن نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيّ، عَنْ أَبِيهِ عند أحمد في «مسنده» (١٥٨٦٦)، وأبي داود في «سننه» (٩٩١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٧١٦) وترجم بقوله: باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو ". قال السهارنفوري في بذل المجهود (٤/٥٥٠): حناها شيئا أي قوسها ولم يقمها.اهـ قال الراقم: هذا يشهد لبعض معنى حديث ابن عمر، لأنه إذا حناها شيئا فقد ترك رفعها كل الرفع ، فتوجهت إلى القبلة.

قال ابن حجر الهيتمي: ويسن أن يكون رفعها إلى القبلة لحديث فيه رواه البيهقي.اهـ [المرقاة ٢/٥٧٥] وقال ابن أمير حاج في "شرح المنية" [بعد أن ذكره ومسألة أخرى عن الشافعية]: وكل منهما حسن، ولعل مشائخنا لم يذكروا الأول...اهـ [مجموع رسائل ابن عابدين ١/١٢٦]

TOP

অর্থ: হযরত আলী ইবনে আব্দুর রহমান আল মু'আবী রহ. হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, ( বর্ণনার একপর্যায়ে বলেন) তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর রাখলেন। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা করলেন এবং সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন। এরপর বললেন, আমি হুযূর ﷺ -কে এমনটি করতে দেখেছি।

- সুনানে নাসায়ী (১১৬০), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭১৯), মুসতাখরাজে আবু আওয়ানা (২০১৭), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৪৭), ইবনে হিব্বান রহ.-এর শিরোনাম হচ্ছে, 'ইশারা কিবলার দিকে হওয়া চাই' এই বিবরণ সংক্রান্ত অধ্যায়। সুনানে কুবরা বাইহাকী (২৭৮৯), বাইহাকী রহ.-এর শিরোনাম হচ্ছে, 'শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কিবলার দিকে ইশারা সংক্রান্ত অধ্যায়।' এই হাদীসটিকে ইমাম আবু আওয়ানা, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ গণ্য করেছেন।

এছাড়া মুসনাদে আহমাদ (১৫৮৬৬), সুনানে আবু দাঊদ (৯৯১)-সহ অন্যান্য কিতাবে হযরত নুমাইর খুযায়ী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হুযূর ﷺ -কে বসা অবস্থায় দেখেছি ডান হাতের গোছা ডান রানের উপর রেখেছেন। তিনি তাশাহহুদে আল্লাহর একত্ববাদের অংশ (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ...দ্র. মিরকাত ২/৫৭২) পড়ার সময় আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারারত আছেন। উঠানো আঙ্গুলটি কিছুটা নোয়ানো। (একদম সোজা ও খাড়া করা নয়। দ্র. বযলুল মাজহুদ ৪/৫৫০) এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আঙ্গুল একদম টান টান করে অনেক বেশি উঠাবে না। বরং আঙ্গুলের পেশী শিথিল রেখে কিবলা বরাবর উঠিয়ে ইশারা করবে। (মিরকাত ২/৫৭৫, মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১২৬)

## ৮৪. (১০) এভাবে বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত হালকা (বৃত্ত) বাঁধা অবস্থায় রাখা এবং শেষ বৈঠকে উভয় সালামের পরে খোলা।

عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه: " إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين: الوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة ".

. أخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٨٧) وهذه طريق أخرى لحديث وائل المتقدم [المسألة ٨٢] ، رواه سفيان عن عاصم، به. وقد أورده ابن خزيمة وابن حبان في الصحيح.

وقال منلا علي القاري في "تزيين العبارة لتحسين الإشارة": ثم يستمر على ذلك لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا خلاف ولم يوجد أمر بتغييره . فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه واستصحابه إلى آخر أمره. [مجموع رسائل ابن عابدين ١/١٣٤] وقال ابن عابدين الشامي: وظاهر كلامهم أنه لا ينشرها بعد العقد بل يبقيها كذلك، لأن المذكور في الرواية (اي الفقهية) العقد ولم يذكروا النشر بعده. [مجموع رسائل ابن عابدين ١/١٢٧، ويراجع أيضا: السعاية ٢/٢٢١، امداد الفتاوى ١/٢٠٦ وما بعده، بذل المجهود ٤/٥٥٣]

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত, (বর্ণনার একপর্যায়ে বলেন,) যখন তিনি বসেছেন, বাম পা বিছিয়ে দিয়েছেন এবং ডান পা খাড়া রেখেছেন। বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রেখেছেন। এরপর মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে হালকা (বৃত্ত) বাঁধলেন এবং শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন।

- সুনানে কুবরা নাসায়ী (১১৮৭), এই হাদীসকে ইমাম ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে হিব্বান রহ. সহীহ গণ্য করেছেন।

উল্লেখ্য, এই হাদীস ও অন্যান্য আরও হাদীসে আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানানোর কথা আছে। এরপর আর সে অবস্থা পরিবর্তনের কথা নেই। আর বিনা দলীলে নামাযে অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত এভাবে থাকবে। মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, অতঃপর এ

অবস্থায় (হাত বাঁধা অবস্থা) বহাল থাকবে। কারণ একবার হাত বাঁধা হয়েছে সুনিশ্চিতভাবে। এরপর এ অবস্থা পরিবর্তনের কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। আর স্বাভাবিক হলো, কোন কিছু যেভাবে আছে সেভাবেই থাকা এবং শেষ পর্যন্ত নিজ অবস্থায় বাকী রাখা। (মাজমুআয়ে রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১৩৪) আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ. বলেছেন, ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, আঙ্গুলসমূহ দ্বারা একবার বৃত্ত বানানোর পর তা খুলবে না। বরং এই অবস্থায় (বৈঠকের শেষ পর্যন্ত) রেখে দিবে। কারণ ফিকহী বর্ণনায় আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানানোর কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু তা আবার খোলার কথা নেই। (মাজমুআ রাসায়েলে ইবনে আবিদীন ১/১২৭, আরও দেখুন, সিআয়া ২/২২১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২০৬, বযলুল মাজহুদ ৪/৫৫৩)

## ৮৫. (১১) আখেরী বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদ শরীফ পড়া।

قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ».

. أخرجه في «مصنفه» (٣٠٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (٩٩٠) وصححه.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, (নামাযী) ব্যক্তি (প্রথমে) তাশাহহুদ পড়বে। এরপর হুযূর ﷺ এর উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর নিজের জন্য দু'আ করবে। - মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৪৩), মুসতাদরাকে হাকেম (৯৯০), হাকেম রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: " قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم،

إنك حميد مجيد، اللهم باركعلى محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد..أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣٣٧٠)، ومسلم في «صحيحه» (٤٠٥) ، واللفظ للبخاري.

অর্থ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি লাইলা রহ. বলেন, হযরত কা'ব ইবনে উজরা রাযি.-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিস হাদিয়া দেব না যা আমি হুযূর ﷺ এর কাছে শুনেছি! আমি বললাম, অবশ্যই আমাকে তা হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা হুযূর ﷺ এর কাছে জানতে চেয়ে বললাম, আপনাদের উপর তথা আহলে বাইতের উপর দুরূদ কীভাবে পাঠ করব? আপনাদের উপর সালাম পাঠ করার পদ্ধতি তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিখিয়েছেন! তিনি বললেন, তোমরা বলো, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ! কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ! কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। - সহীহ বুখারী (৩৩৭০), সহীহ মুসলিম (৪০৫)

উল্লেখ্য, আরবীর উচ্চারণ বাংলায় পরিপূর্ণ সম্ভব নয়; এখানে শুধু বুঝানোর জন্য বাংলায় লেখা হয়েছে। এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোন কারী বা আলেমের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

## ৮৬. (১২) অতঃপর দু'আয়ে মাসূরা পড়া।

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: " قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.". أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٣٤)

TOP

অর্থ: হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর ﷺ-কে বললেন, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আমি নামাযে দু'আ করবো। তিনি বললেন, তুমি বলো, আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা, ওয়ালা ইয়াগফিরুয্যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা, ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম। - সহীহ বুখারী (৮৩৪)

عن محمد بن أبي عائشة، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".

–أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٨٨)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন শেষ (রাকা'আতে) তাশাহহুদ (এবং দুরূদ শরীফ- যেমনটি অন্য বর্ণনায় আছে) থেকে ফারেগ হবে, তখন চার বস্তু থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চাবে; জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। - সহীহ মুসলিম (৫৮৮)

উল্লেখ্য, এই চার বস্তু থেকে পরিত্রাণ এভাবে চাওয়া যায়, 'আল্লহুম্মা ইন্নি আঊযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল ক্বরি ওয়া মিন ফিতানাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শাররিল মাসীহিদ্দাজ্জালি'।

বি. দ্র. দু'আর সঠিক উচ্চারণ কোন কারী বা আলেমের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে।

**সালাম ফেরানোর ৮ কাজ**

**৮৭. (১) একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা'আতের সময় ইমাম হলে**

**ফেরেশতা, অন্যান্য মুসল্লী ও নামাযী জিনদের সালাম করার নিয়ত করা। আর মুকতাদী হলে উল্লিখিতদের সাথে সাথে ইমাম ডানে বা বাঁয়ে থাকলে সেদিকে সালাম ফেরানোর সময় আর বরাবর থাকলে উভয় সালামে ইমামেরও নিয়ত করা।**

عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه، وشماله».

. أخرجه مسلم في «صحيحه» (٤٣١).

وينبغي أن يدخل في قوله:'على أخيه' من يحضر في الصلاة من الجن. لأنهم من الإخوة المسلمين؛ ففي مسند أحمد (٤١٤٩) أن الجن حين سألوا الزاد فَقَالَ النبي . صلى الله عليه وسلم .: كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ ، أَوْ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ ، فَلاَ تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْمِنَ الْجِنِّ. ولفظ صحيح مسلم (٤٥٠)«فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم». ثم إن الجن يحضرون الصلاة مع الإنسان، كما في [الأحقاف: ٢٩] وكما في "آكام المرجان في أحكام الجان" (ص: ٨٧): قَالَ ابْن أبي الدُّنْيَا حَدثنِي مُحَمَّد بن الْحُسَيْن حَدثنَا عبد الرَّحْمَن ابْن عمر والباهلي سَمِعت السّري بن اسماعيل يذكر عَن يزِيد الرقاشِي أَن صَفْوَان بن مُحرز الْمَازِني كَانَ إِذا قَامَ إِلَى تَهَجُّده من اللَّيْل قَامَ مَعَه سكان دَاره من الْجِنّ فصلوا بِصَلَاتِهِ وَاسْتَمعُوا لقرَاءَته.

অর্থ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন হুযূর ﷺ এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' ( বর্ণনাকারী বলেন, ) এবং তিনি (হযরত জাবের ইবনে সামুরা রাযি.) হাত দ্বারা দু'দিকে (ডানে বামে) ইশারা করে দেখালেন। এটা দেখে হুযূর ﷺ বললেন, কী ব্যাপার! তোমরা কেন

নামাযে হাত দিয়ে ইশারা করছো যেন এগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজ! তোমাদের কারও জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের হাত উরুর উপর রাখবে এরপর ডান ও বাম দিকের ভাইদের প্রতি সালাম ফেরাবে। - সহীহ মুসলিম (৪৩১)

উল্লেখ্য, এখানে 'ভাই' শব্দের মধ্যে উপস্থিত জিনরাও অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের নিয়তও করবে। সহীহ মুসলিমের (৪৫০) নং হাদীসে জিনদেরকেও ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের নিয়ত করার কারণ হচ্ছে, নেককার জিনগণ নামাযে উপস্থিত হন। যেমনটি সূরা আহকাফের ২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে। আরও দ্রষ্টব্য, 'আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান' পৃ. ৮৭। (বিস্তারিত দেখুন, ফাতহুল কদীর, সালামের আলোচনা; সি'আয়া ২/২৫২) দুররে মুখতার গ্রন্থে (১/৫২৬) আছে, উপস্থিত জিনদের নিয়তও করবে।

عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ليس عن يميني أحد، وعن يساري أناس قال: «فابدأ فسلم من على يمينك من أجل الملائكة، ثم سلم على الذي يسارك».

. رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣١٤٠) عن ابن جريج، به.

قال الكاساني في «البدائع» (٢/٧٠) : ومنها [السنن] أن ينوي من يخاطبه بالتسليم؛ لأن خطاب من لا ينوي خطابه لغو وسفه ثم لا يخلو إما إن كان إماما أو منفردا أو مقتديا فإن كان إماما ينوي بالتسليمة الأولى من على يمينه من الحفظة والرجال والنساء وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم، كذا ذكر في الأصل وأخر ذكر الحفظة في الجامع الصغير...ثم اختلف المشايخ في كيفية نية الحفظة قال بعضهم: ينوي الكرام الكاتبين واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره، والصحيح أنه ينوي الحفظة عن يمينه وعن يساره ولا ينوي عددا؛ لأن ذلك لا يعرف بطريق الإحاطة...وإن كان منفردا فعلى قول الأولين (القائلين بأن المصلي ينوي من كان معه في الصلاة) ينوي الحفظة لا غير وعلى قول الحاكم (القائل بأن المصلي ينوي جميع رجال العالم ونسائهم)ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الإيمان.وأما المقتدي فينوي ما ينوي الإمام، وينوي أيضا إن كان على يمين الإمام ينويه

في يساره وإن كان على يساره ينويه في يمينه وإن كان بحذائه فعند أبي يوسف ينويه في يمينه، وهكذا ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير؛ لأن لليمين فضلا علاليسار، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين جميعا، وهكذا ذكر في بعض نسخ الجامع الصغير وهو قول محمد؛ لأن يمين الإمام عن يمين المقتدي ويساره عن يساره فكان له حظ في الجانبين فينويه في التسليمتين والله أعلم.

অর্থ: হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আত্বা ইবনে আবি রবাহ রহ.-কে বললাম, আমার ডানে কেউ নেই আর বামে লোকজন আছে, ( এক্ষেত্রে সালাম ফেরানোর নিয়ম কী?) তিনি বললেন, প্রথমে তুমি ডান দিকে উপস্থিত ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম ফেরাও। এরপর বামে যে লোকজন আছে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম ফেরাও। - মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩১৪০) বর্ণনাটির সনদ সহীহ।

আল্লামা কাসানী রহ. 'বাদায়িউস সানায়ে' ( ২/৭০) গ্রন্থে বলেন, সালামের সুন্নাত হলো- সালামের মাধ্যমে যাকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য তার নিয়ত করবে। কারণ যার কথা নিয়ত ও ইরাদায় নেই তাকে সম্বোধন করা অর্থহীন এবং নির্বুদ্ধিতা। তিনি কিতাবুল আসলের উদ্ধৃতিতে বলেন, নামাযী ব্যক্তি যদি ইমাম হন তাহলে প্রথম সালামে উপস্থিত হেফাযতকারী ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। তিনি আরও বলেন, ফেরেশতাদের নিয়ত করার ক্ষেত্রে ডানে বামে হেফাযতকারী ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ত করবে না। কারণ তাদের প্রকৃত সংখ্যা আমাদের জানা নেই। এরপর বলেন, আর যদি একাকী নামায পড়ে তাহলে শুধু হেফাযতকারী ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। তবে হাকেম শহীদ রহ. বলেন, ফেরেশতা ও সকল মুমিন বান্দাদের নিয়ত করবে। (বাদায়িউস সানায়ে' গ্রন্থকার প্রথম মতকে অধিক সঠিক বলেছেন, কারণ সালাম হচ্ছে সম্বোধন। আর অনুপস্থিতকে এমন সম্বোধন করা

যা তার কাছে পৌঁছবে না- অসিদ্ধ।) আর নামাযী যদি মুক্তাদী হয় তাহলে ইমামের মতই নিয়ত করবে। তবে ইমামের ডানে বা বামে থাকলে ইমামের দিকে সালাম ফেরানোর সময় ইমামের নিয়ত করবে। আর যদি ইমামের বরাবর থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে ডান দিকে সালাম ফেরানোর সময় ইমামের নিয়ত করবে। কারণ ডান দিক অধিক মর্যাদাপূর্ণ। আর হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, উভয় সালামে ইমামের নিয়ত করবে। কারণ ইমামের ডান মুক্তাদীর ডানে আর ইমামের বাম মুক্তাদীর বামে। কাজেই এ ক্ষেত্রে যেহেতু উভয় দিকে ইমামের অংশ আছে, তাই দুই সালামেই নিয়ত করবে।' আল্লামা হাসকাফী রহ. 'দুররে মুখতার' (১/৫২৯) গ্রন্থে শেষের বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ দু'দিকেই ইমামের নিয়ত করবে।

## ৮৮. (২) উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা এবং সালাম বলতে বলতে চেহারা ঘোরানো।

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

. أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٩٥) وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (٩١٤)

قال التمرتاشي في "تنوير الأبصار" [مع الدر المختار ١/٥٢٥]: ثم يسلم عن يمينه ويساره مع الإمام قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. وقال الحلبي في "غنية المتملي" (ص٣١٩): وهو أن المسنون في هذه الأذكار ابتداؤها عند ابتداء انتقالات وانتهاؤها عند انتهائه.

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হুযূর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফেরাতেন (এভাবে বলতে বলতে) আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম

ওয়ারাহমাতুল্লাহ। - সুনানে তিরমিযী (২৯৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (৯১৪), ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লামা তুমুরতাশী রহ. বলেন, এরপর মুক্তাদী ইমামের সাথে এই বলতে বলতে সালাম ফেরাবে- 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ'। (তানবীরুল আবসার মা'আদ দুরর ১/৫২৫) আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, এ সকল যিকিরের (নামাযে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যেমন, রুকু থেকে কওমা, কওমা থেকে সিজদা ইত্যাদিতে যাওয়ার সময় যেগুলো পাঠ করা হয়) ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, অবস্থা পরিবর্তনের শুরুতে এগুলো বলা শুরু করবে এবং পরিবর্তনের শেষে এগুলো শেষ করবে। (গুনয়াতুল মুতামাল্লী, পৃ. ৩১৯) সালাম যেহেতু নামাযের সর্বশেষ অবস্থা-পরিবর্তন, তাই এখানেও একই কথা প্রজোয্য।

উল্লেখ্য, প্রথম সালামের শুরুতে চেহারা যেহেতু কিবলার দিকেই থাকে তাই সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করবে। এরপর প্রথম সালাম শেষ হওয়ার পর চেহারা কিবলার দিকে এনে 'আসসালামু' বলতে বলতে আবার বাম দিকে সালাম ফেরাবে। ডান দিক থেকেই দ্বিতীয় সালাম শুরু করে দিবে না; কারণ ডান দিকের সালাম ডান দিকের লোকদের প্রতি আর বাম দিকের সালাম বাম দিকের লোকদের প্রতি সম্বোধন। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/৭২) সুতরাং বাম দিকের লোকদের সম্বোধন যদি ডান দিক থেকেই শুরু করে দেয় তাহলে এটি স্বাভাবিকতা-বহির্ভুত। তাই এটি করবে না।

## ৮৯. (৩) প্রথমে ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।

عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: «كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده».

. أخرجه مسلم في «صحيحه» (٥٨٢)

অর্থ: হযরত আমের ইবনে সা'দ রহ. আপন পিতা হযরত সা'দ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি হুযূর ﷺ -কে দেখতাম তিনি ডানে এবং বামে সালাম ফেরাতেন এমনকি আমি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখতে পেতাম। - সহীহ মুসলিম (৫৮২)

**৯০. (৪) সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো ।**

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ حَدَّثَنِي أَبُو حَرِيزٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَمِيرَةَ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ , ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ , وَيُقْبِلُ بِوَجْهِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ».

. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1609)، وأحمد في «مسنده» (١٧٧٢٦)، وأورد ابن خزيمة هذا الإسناد في «صحيحه» (٦٥٠). وفي إسناده عبدالله بن الحسين الأزدى، أبوحريز البصرى اختلفوا فيه ؛ فقال أحمد : منكر الحديث. وعن ابن معين : ثقة، وفي رواية : ضعيف. وقال أبوزرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث ، يكتب حديثه. وقال ابن حجر : صدوق يخطىء. وأخرج له البخاري تعليقا في «صحيحه» . وقد عد ابن خزيمة هذا الإسناد في الصحيح كما ذكرنا. وصحح الشيخ شعيب هذا الحديث لغيره في حاشية مسند أحمد.

অর্থ: হযরত আদী ইবনে আমীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন নামাযে সালাম ফেরাতেন, তখন ডানে চেহারা ফেরাতেন এমনকি তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। এরপর বামে সালাম ফেরাতেন এবং চেহারা ঘোরাতেন এমনকি তাঁর বাম গাল দেখা যেত। - শরহু মাআনিল আসার (১৬০৯), মুসনাদে আহমাদ (১৭৭২৬), এই হাদীসের সনদকে ইবনে খুযাইমা রহ. সহীহ গণ্য করেছেন। দ্র. সহীহ ইবনে খুযাইমা (৬৫০), শায়েখ শুআইব আরনাঊত রহ. এই হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলেছেন।

**৯১. (৫) চেহারা ঘোরানোর সময় নজর কাঁধের দিকে রাখা।**

محمد، عن أبي حنيفة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه . قال: وقرواالصلاة يعني: السكون فيها. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

. أخرجه في "الآثار" [الجمع بين الآثار بترتيب أيوب رشيدي] (٦٩)، وأبو يوسف في "الآثار" (٢٥٦) بلفظ: توقروا في الصلاة. اهـ وقد ذكرنا فيما مر غير مرة (آخرها تحت مسألة ٨٠) آية الخشوع وحديث جابر . في السكون في الصلاة .، ومفاد كل من ذلك أن يجعل النظر في الصلاة في الموضع الذي يقع من غير تكلف. كما فصله الجصاص عند شرح كلام الطحاوي. وقد ذكرنا كلامه فيما تقدم، فليراجع ثمة. ثم إن الكاساني ذكر في «البدائع» (٢/٧٣ ط دار الكتب العلمية) كلام الإمام الطحاوي في مواضع النظر في الصلاة، ثم قال: وزاد بعضهم: عند التسليمة الأولى على كتفه الأيمن، وعند التسليمة الثانية على كتفه الأيسر.

**অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, তোমরা নামাযকে গাম্ভীর্যমণ্ডিত করো। অর্থাৎ নামাযে স্থিরতা অবলম্বন করো।**

**- কিতাবুল আসার, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (আল জামউ' বাইনাল আসার, হাদীস নং ৬৯), ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্যও এটি। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.ও এই বর্ণনাটি তার বর্ণিত কিতাবুল আসারে (২৫৬) এনেছেন। এই বর্ণনার সনদ সহীহ।**

**এই বর্ণনায় স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের নির্দেশ এমনিভাবে 'খুশু' সংক্রান্ত আয়াত এবং 'সুকুন' তথা স্থিরতা-সংক্রান্ত জাবের রাযি.-এর হাদীস (যা পূর্বে আমরা একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছি। ৮০নং মাসআলা দ্রষ্টব্য) থেকে বুঝা যায়, নামাযে 'খুশু' ও স্থিরতার পরিপন্থী কাজ করা যাবে না। আর নামাযে 'খুশু' ও 'সুকুন'- এর দাবী হলো, অকৃত্রিমভাবে নজর যেখানে থাকে সেখানেই রাখবে। কষ্ট করে অন্য দিকে নজর দিবে না। (৮০নং মাসআলায় ইমাম জাসসাস রহ.-এর বক্তব্য দ্রষ্টব্য) নামাযে বসা অবস্থায় নজর যেহেতু দুই হাঁটুর মাঝখানে**

TOP

থাকে, তাই সালামের সময় নজর স্বাভাবিকভাবে কাঁধের দিকে থাকবে।

আল্লামা কাসানী রহ. বাদায়ি'উস সানায়ে (২/৭৩) গ্রন্থে ফকীহদের বরাতে উল্লেখ করেছেন, প্রথম সালামে দৃষ্টি ডান কাঁধ আর দ্বিতীয় সালামে দৃষ্টি বাম কাঁধের দিকে রাখবে।

## ৯২. (৬) উভয় সালাম সংক্ষিপ্ত করা এবং দ্বিতীয় সালাম প্রথম সালামের তুলনায় নীচু শব্দে বলা।

عن أبي هريرة، قال: حذف السلام سنة. قال علي بن حجر: وقال ابن المبارك: يعني: أن لا تمده مدا.

. أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٩٧) هكذا موقوفا، وقال : «هذا حديث حسن صحيح. وهو الذي يستحبه أهل العلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم وهقل يقال: كان كاتب الأوزاعي»، وأبو داود في «سننه» مرفوعا وقال: قال عيسى: «نهاني ابن المبارك، عن رفع هذا الحديث» ، قال أبو داود: " سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي، قال: لما رجع الفريابي من مكة، ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه "؛وابن خزيمة في «صحيحه» (٧٣٥) ويظهر ميله إلى ترجيح الوقف. والحاكم في «المستدرك» (٨٤٢) مرفوعا«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين من كتابه، وقد أوقف عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن الأوزاعي». قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ط العلمية (١/ ٥٥١): وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ.

قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٣٥٦): وَفِيهِ «حَذْفُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّة» هُوَ تَخْفِيفُهُ وتَرْك الْإِطَالَةِ فِيهِ.

وقال النووي في "المجموع" (٣/٣٢١، دار إحياء التراث العربي ): يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَةَ السَّلَامِ وَلَا يَمُدَّهَا وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ.

TOP

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ط العلمية (١/ ٥٥١): حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ جَزْمٌ. [ويراجع: معارف السنن ٣/١١٧، السعاية ٢/١٤٨ و ٢٥٢]

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামকে খাটো করা সুন্নাত (তথা নবীযুগ থেকে চলে আসা রীতি)। এর ব্যাখ্যায় ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, অর্থাৎ সালামকে টেনে লম্বা করবে না।

- সুনানে তিরমিযী (২৯৭), তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি বলেন, উলামায়ে কেরাম এটাকেই অর্থাৎ সালাম সংক্ষিপ্ত করাকে পছন্দ করেছেন।

উল্লেখ্য, এ হাদীসটিকে কেউ কেউ মারফু' হিসেবে অর্থাৎ হুযূর ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু ইমাম ইবনুল মুবারক রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইমাম দারাকুতনী রহ.-সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে মাওকুফ হিসেবে অর্থাৎ তাঁর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। সুনানে আবু দাউদ (৯৯৬), সহীহ ইবনে খুযাইমা (৭৩৫), আততালখীসুল হাবীর (১/৫৫১)। তবে হাদীসটি সরাসরি মারফূ' না হলেও মারফূ' এর হুকুমে। কারণ, এখানে সাহাবী 'সুন্নাতুন' শব্দ বলেছেন। শাস্ত্রবিদদের মতে এটি মারফূয়ে হুকমীর নিদর্শন। যেহেতু সুন্নাত মানে প্রচলন ও তরীকা। নবীযুগের প্রচলন ও তরীকা নবী ﷺ-এর অনুমোদনেই হবে এটাই স্বাভাবিক।

ইবনুল আসীর রহ. বলেন, এই হাদীসে 'হযফুস সালাম' এর অর্থ হলো- সালাম দ্রুত বলা এবং দীর্ঘ না করা। (আন-নিহায়া ১/৩৫৬]) হাফেজ ইবনে হাজার রহ.ও অনুরূপ বলেছেন। (আত-তালখীসুল হাবীর ১/৫৫১) ইমাম নববী রহ. বলেন, সালামের শব্দ দ্রুত বলা এবং লম্বা না করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের কোন

মতবিরোধ আছে বলে আমি জানি না। (আল মাজমু’৩/৩২১, আরও দেখুন, মাআরিফুস সুনান ৩/১১৭, সি‘আয়া ২/১৪৮, ২৫২)

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل ، عن إسماعيل بن سميع ، قال : سمعت أبا رزين يقول : سمعت عليا يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله ، والتي عن شماله أخفض.. أخرجه في «مصنفه» (٣٠٦٩)، وهذا إسناد لا بأس به، إسماعيل بن سميع لا بأس بحديثه إلا أن فيه بدعة. وبقية رواته ثقات.

অর্থ: হযরত আবু রযীন রহ. বলেন, আমি হযরত আলী রাযি.-কে ডানে এবং বামে সালাম বলতে শুনেছি। তাঁর বাম দিকের সালাম তুলনামূলক নীচু শব্দে ছিল।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৬৯) এই বর্ণনার সনদ সহীহ।

قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل ، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، أنه كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله» يرفع بها صوته، وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله» أخفض من الأول.

. أخرجه في «مصنفه» (٣٠٧٤). ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد، فقد تكلموا فيه من قبل حفظه والغرابة في حديثه مع كونه صدوقا محدثا.قال يعقوب بن سفيان : "ويزيد وإن كانوايتكلمون فيه لتغيره . فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور." وقال ابن شاهين فى " الثقات " : قال أحمد بن صالح المصرى : يزيد بن أبى زياد ثقة، ولايعجبنى قول من تكلم فيه." [يراجع تهذيب التهذيب] فحديث مثله إذا لم يكن فيه ما يستنكر ينبغي قبوله. وبخاصة إذا وجد ما يشهد له. وههنا يشهد له حديث علي المتقدم. والله أعلم.

অর্থ: ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ থেকে বর্ণিত, হযরত ইবরাহীম নাখায়ী রহ. ডান দিকে উঁচু শব্দে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফেরাতেন। এরপর বাম দিকে প্রথম সালামের চেয়ে নীচু শব্দে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম ফেরাতেন।

- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৭৪), এই বর্ণনার সনদ হাসান।

**৯৩. (৭) মুক্তাদীগণের ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরানো। তবে ইমামের 'আস-সালামু' বলার আগে মুক্তাদীগণ আস-সালামু বলে ফেললে যেহেতু কাজটি মাকরুহ হয় এবং কেউ কেউ নামায ভেঙ্গে যাওয়ারও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন (যদিও এটি দুর্বল মত), তাই সতর্কতামূলক অন্তত ইমামের 'আস-সালামু' বলার পর সালাম শুরু করা।**

عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: «أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي...»

. أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» (٤٢٦)

অর্থ: হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হুযূর ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন আমাদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম; সুতরাং তোমরা রুকু, সিজদা, উঠে দাঁড়ানো এবং সালাম ফেরানো (কোন ক্ষেত্রেই) আমার আগে যাবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের দেখতে পাই; তোমরা সামনে থাকো বা পেছনে থাকো। - সহীহ মুসলিম (৪২৬)

عن عتبان بن مالك، قال: كنت أصلي لقومي بني سا لم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم،...الخ. فقام، فصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم...

. أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٣٨،٨٤٠) وترجم البخاري للحديث (٨٣٨) بـ"باب يسلم حين يسلم الإمام وكان ابن عمر رضي الله عنهما: «يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه»"

قال ابن حجر في "فتح الباري" تحت هذا الحديث: قال الزين بن المنير ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام قال فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد.انتهى.

وقال العيني في "عمدة القاري": أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: يسلم الْمَأْمُوم حِين يسلم الإِمَام، وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن لَا يتَأَخَّر الْمَأْمُوم فِي سَلَامه بعد الإِمَام متشاغلاً بِدُعَاء وَنَحْوه.اهـ

قال الكاساني في «البدائع» (٧٢/٢): ومنها [أي من سنن الصلاة] أن يسلم مقارنا لتسليم الإمام إن كان مقتديا في رواية أبي حنيفة كما في التكبير، وفي رواية : يسلم بعد تسليمه، وهو قول أبي يوسف ومحمد كما قالا في التكبير.اهـ وذكر الشامي في "رد المحتار (٥٢٥/١) قول السرخسي "نقلا عن القهستاني: إن قوله أدق وأجود، وقولهما أرفق وأحوط. [ويراجع أيضا: فتاوي قاضيخان ٨٤/١، والفتاوي العالمغيرية ٧٧/١. وللوقوف على من قال بنقض الصلاة بالتقدم راجع: المجموع شرح المهذب ٣٢١/٣؛ عمدة القاري، تحت الحديث المتقدم؛ فتاوي دار العلوم[ترتيب المفتي ظفير الدين] ٣٧٣/٣]

**অর্থ: হযরত ইতবান ইবনে মালেক রাযি. বলেন, আমি আমার গোত্র বনী সালেমের ইমামতি করতাম। একদিনের কথা, আমি হুযূর ﷺ এর কাছে এলাম। (বর্ণনার একপর্যায়ে তিনি বলেন) তখন হুযূর ﷺ দাঁড়ালেন। আর আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি সালাম ফেরালেন। তাঁর সালামের সাথে সাথে আমরাও সালাম ফেরালাম। - সহীহ বুখারী (৮৪০, ৮৩৮)**

**হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনুল মুনাইয়ির রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, বুখারী রহ. এই হাদীসের শব্দ দিয়ে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন। এর মধ্যে দুটো সম্ভাবনা রয়েছে:**

**এক.** ইমাম সালাম শুরু করার পরপরই মুক্তাদী সালাম শুরু করবে। এতে করে ইমামের সালাম শেষ করার আগেই মুক্তাদীর সালাম শুরু হবে।

TOP

**দুই.** ইমাম সালাম শেষ করা মাত্রই মুক্তাদী শুরু করবে। যেহেতু এখানে দু'রকম সম্ভাবনাই আছে, তাই মুজতাহিদ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে। (ফাতহুল বারী)

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এখানে বুখারী রহ.-এর শিরোনাম- 'ইমাম যখন সালাম ফেরায় তখন সালাম ফেরাবে' এর মাধ্যমে এই ইঙ্গিত করেছেন যে, ( মুক্তাদীগণ) দু'আ (মাসূরা) ইত্যাদিতে মশগুল হওয়ার দরুন ইমামের পর সালাম ফেরাতে দেরি করবে না। (উমদাতুল কারী)

আল্লামা কাসানী রহ. বাদায়িউস সানায়ে (২/৭২) গ্রন্থে বলেন, "নামাযের একটি সুন্নাত হলো , ইমামের সাথে সাথে সালাম ফেরাবে। এটি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত আছে। অবশ্য তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনাও আছে যে, ইমামের পরপর সালাম ফেরাবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ.-এর মত এমনই।" আল্লামা শামী রহ. কুহিস্তানীর সূত্রে সারাখসী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বক্তব্য অধিক সূক্ষ্ম এবং উত্তম। আর সাহেবাইনের বক্তব্য অধিক সহজ এবং নিরাপদ। (১/৫২৫)

**৯৪. (৮) মাসবুকের জন্য ইমামের দ্বিতীয় সালাম শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।**

قال عبد الرزاق: عن ابن أبي رواد، عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته. . رواه في «مصنفه» (٣١٥٦)، وهذا إسناد رجاله ثقات. عبدالعزيز بن أبي رواد المكى ثقة مرجئ عابد. قاله الإمام الذهبي.

অর্থ: হযরত নাফে' রহ. থেকে বর্ণিত, হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর যখন নামাযের কোন অংশ ছুটে যেত (অর্থাৎ মাসবুক হতেন) তখন ইমাম সালাম ফেরানোর পর ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য দাঁড়াতেন।

- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩১৫৬), এই বর্ণনার সনদ সহীহ।

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تفوتني ركعة مع الإمام فيسلم الإمام فأقوم فأقضي أم أنتظر قيامه؟ قال: «تنتظر قليلا، فإن احتبس فقم ودعه».

أخرجه في «مصنفه» (٣١٥٥). وقد روى أيضا برقم (٣١٥٩)عن الثوري، عن محمد بن قيس، عن الشعبي قال: وإنما يؤمر الرجل بالجلوس مخافة أن يكون الإمام سها». وهذا إسناد رجاله ثقات.

অর্থ: হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আত্বা রহ.-কে বললাম, ইমামের পেছনে যদি আমার এক রাকা'আত ছুটে যায় তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পরপরই দাঁড়িয়ে যাব, নাকি তার নিজ স্থান থেকে উঠে যাওয়ার অপেক্ষা করব? তিনি বললেন, সামান্য অপেক্ষা করবে; ইমাম যদি নিজ জায়গায় বসেই থাকেন (উঠে না যান), তাহলে ইমামকে তার অবস্থায় রেখে দাঁড়িয়ে যাবে।

- মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৩১৫৫), আব্দুর রাযযাকের (৩১৫৯) নং বর্ণনায় আছে, 'হযরত আমের শা'বী রহ. বলেন, মাসবুক নামাযীকে একটু দেরি করে উঠতে এজন্য বলা হয় যে, হতে পারে নামাযে ইমামের কোন ভুল হয়ে গেছে (যে কারণে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে, আর সিজদায়ে সাহুতে মাসবুকেরও শরীক থাকা জরুরী)।' এই উভয় বর্ণনার সনদ সহীহ।

**পুরো নামাযের ৬ মাসায়িল**

**৯৫. (১) মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী রুকনে পৌঁছে শেষ করা। তাকবীরের নির্দিষ্ট কোন অংশকে টেনে লম্বা না করা। তবে সিজদায় যাওয়া এবং সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর কিছুটা ধীরলয়ে বলা যেতে পারে যেন পরবর্তী রুকন পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।**

عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، "كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها ، في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا

. أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨٠٣)

قال الحلبي في "غنية المتملي" (ص٣١٩): وهو أن المسنون في هذه الأذكار ابتداؤها عند ابتداء انتقالات وانتهاؤها عند انتهائه.

**অর্থ: হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রহ. বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. প্রত্যেক নামাযে তাকবীর বলতেন। চাই তা ফরয নামায হোক বা অন্য কোন নামায হোক, রমযান মাসে হোক বা অন্য মাসে হোক। তিনি নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়ার আগে 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলতেন। এরপর সিজদায় যাওয়া অবস্থায় আল্লাহু আকবার বলতেন। - সহীহ বুখারী (৮০৩)**

**আল্লামা হালাবী রহ. বলেন, এ সকল যিকিরের (নামাযে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায়- যেমন রুকু থেকে কওমা, কওমা থেকে সিজদা ইত্যাদি- যাওয়ার সময় যেগুলো পাঠ করা হয়) ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, অবস্থা পরিবর্তনের শুরুতে এগুলো বলা শুরু করবে এবং পরিবর্তনের শেষে এগুলো শেষ করবে। (গুনয়াতুল মুতামাল্লী, পৃ.৩১৯)**

قال الترمذي: وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، والسلام جزم.

. علقه الترمذي في «سننه» (٢٩٧) ورواه سعيد بن منصور في «سننه» مع زيادة كما في "المقاصد الحسنة" (ص: ٢٦٣) ولم نقف على إسناده، ورواه أيضا عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٥٥٣) عن يحيى بن العلاء، عن مغيرة، قال: قلت لإبراهيم: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أكبر مكاني، أو حين يفرغ؟ قال: «أي ذلك شئت» قال: وقال إبراهيم: «التكبير جزم» يقول: «لا يمد». وهذا

TOP

إسناد ضعيف، لأن يحيى بن العلاء مع فصاحته ونبله كان ضعيفا. قال الذهبي في "تاريخ الإسلام" ت بشار (٤/ ٥٤٢): أَحَدُ الأَعْلامِ الْجِلَّةِ عَلَى ضَعْفِهِ...، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَجَمَاعَةٌ: ضَعِيفٌ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالدُّولابِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَرَوَى عَبَّاسٌ، عَنِ ابْنِ مَعِينٍ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. اهـ إلا أن المحدثين والفقهاء وأصحاب الغريب قد اعتمدوه من كلام النخعي على مر الدهور، قال السخاوي في "المقاصد الحسنة " (ص: ٢٦٣) : لا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ، مَعَ وُقُوعِهِ فِي الرَّافِعِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.اهـ

وفي "الأصل" للإمام محمد (١/ ٧): قلت: ويحذف التَّكْبِير حذفا وَلَا يطوله؟ قَالَ نعم.اهـ وقال اللكنوي في "السعاية" (١٤٨/٢): وفي الحلية: اعلم أن المسنون حذف التكبير سواء كان للافتتاح أو في أثناء الصلاة .قالوا لحديث إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا : الأذان جزم والتكبير جزم.اهـ قال الشامي في "رد المحتار"[٤٨٠/١] تحت قول الماتن: "كبر للافتتاح بالحذف": اعلم أن المد إن كان في 'الله' ، فإما أن يكون في أوله أو أوسطه أو آخره...وإن كان في وسطه ، فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء كره. قيل : والمختار أنها لا تفسد ، وليس ببعيد.

**অর্থ: হযরত ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, তাকবীর সংক্ষিপ্তভাবে বলা উচিৎ। এমনিভাবে সালামও সংক্ষিপ্ত করা উচিৎ।**

**- সুনানে তিরমীযী (২৯৭), সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর, ( আল মাকাসিদুল হাসানা, পৃ. ২৬৩) মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (২৫৫৩), সাখাবী রহ. বলেন, মারফূ' হিসেবে এর কোন ভিত্তি নেই, বরং এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর উক্তি।**

**ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসলে (১/৭) আছে, প্রশ্ন, তাকবীর কি লম্বা না করে খাটো করবে? উত্তর, হ্যাঁ। আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী রহ. 'হিলয়া' [ সম্ভবত 'হালবা' হবে] কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেন যে, জেনে রাখো! সুন্নাত হচ্ছে তাকবীরকে সংক্ষিপ্ত করা, চাই তা নামাযের শুরুর তাকবীর হোক বা মাঝখানের তাকবীর হোক। আর এটা উপরে উল্লিখিত ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর বর্ণনাটির কারণে। (দ্র. সি'আয়া ২/১৪৮) আল্লামা শামী রহ. বলেন, জানা উচিৎ 'আল্লাহ'**

শব্দের মধ্যে মাদ্দ (টান) তিন জায়গায় হতে পারে; শুরুতে, মাঝখানে আর শেষে। (এর মধ্যে প্রথম আর শেষটি বৈধ নয়)... আর মাঝখানে মাদ্দ করার ক্ষেত্রে যদি এত বেশি টানে যে, 'লাম' আর 'হা'- এর মাঝে দ্বিতীয় আলিফ (দুই হরকত পরিমাণ টানকে এক আলিফ বলে) সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে মাকরুহ হবে। কোন কোন ফকীহের বক্তব্য আছে যে, 'এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হলো, নামায নষ্ট হবে না।' এই বক্তব্য বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী নয় (অর্থাৎ এটি বাস্তবসম্মত বক্তব্য)। (রদ্দুল মুহতার ১/৪৮০)

**৯৬. (২) প্রত্যেক রুকনের আমল পূর্ণ হওয়ার পর পরের রুকনে যেতে বিলম্ব না করা।**

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلاَ أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ... وَرَكَعَ، ...ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ...ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ... ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ ...، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ،... ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ...ثُمَّ سَلَّمَ. . أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» (٣٠٤) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থ: হযরত আবু হুমাইদ আস-সায়িদী রাযি. থেকে বর্ণিত, (দীর্ঘ হাদীসের একপর্যায়ে তিনি বলেন) হুযূর ﷺ যখন নামাযে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন। ...রুকু করতেন... এরপর সিজদায় যেতেন এবং বলতেন, আল্লাহু আকবার। ... এরপর বাম পা মুড়িয়ে দিতেন এবং তার উপর বসতেন। ... এরপর আবার সিজদায় যেতেন আর বলতেন, আল্লাহু আকবার। এরপর (বাম) পা মুড়িয়ে দিয়ে বসতেন এবং এমনভাবে সোজা হতেন যে, প্রতিটি অঙ্গ আপন জায়গায় স্থির হয়ে যেত। এরপর

TOP

উঠে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় রাকা'আতে অনুরূপ করতেন। ... এরপর এ পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন। ...এরপর সালাম ফেরাতেন। - সুনানে তিরমিযী (৩০৪) তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন।

এখানে লক্ষণীয় যে, হুযূর ﷺ ধারাবাহিকভাবে বিনা ব্যবধানে প্রতিটি রুকন আদায় করে গিয়েছেন। তাই কোন রুকনের কাজ শেষ হওয়ার পর দেরী করবে না। সহীহ বুখারীর (১১৯৯) নং হাদীসে আছে, নিশ্চয় নামাযে আছে ব্যস্ততা। «إن في الصلاة شغلا» হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, "এর মানে হচ্ছে- নামাযে তিলাওয়াত, যিকির, দু'আ সর্বোপরি আল্লাহ পাকের সাথে একান্ত সংলাপের ব্যস্ততা রয়েছে।" তাই নামাযে কাজ বিহীন দেরী করার সুযোগ নেই।

## ৯৭. (৩) হাই এলে যথাসম্ভব দমিয়ে রাখা এবং মুখে হাত রাখা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع.

. رواه البخاري في «صحيحه» (٣٢٨٩)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হুযূর ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে তখন যেন তা যথাসাধ্য ফেরাতে চেষ্টা করে। - সহীহ বুখারী (৩২৮৯)

عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تثاءب أحدكم، فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل».

أخرجه مسلم في «صحيحه» (٢٩٩٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٣٣٢٥) ولفظه: «فليضع يده على فيه»، وفي رواية أبي داود(٤٩٨٨) «[إذا تثاءب أحدكم] في الصلاة فليكظم ما استطاع»

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন যেন হাত দিয়ে মুখ

আটকে নেয়; কারণ শয়তান (মুখের ভেতর) প্রবেশ করে। - সহীহ মুসলিম (২৯৯৫)। এই হাদীসের আরেকটি সূত্রে [সুনানে আবু দাঊদ (৪৯৮৮)] আছে, নামাযের মধ্যে তোমাদের কারও যখন হাই আসে তখন সে যেন তা যথাসম্ভব সম্বরণ করে।

**৯৮. (৪) হাঁচি এলে হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নেওয়া এবং যথাসম্ভব নীচু শব্দে হাঁচি দেওয়া।**

عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته».

. أخرجه الترمذي في «سننه» (٢٧٤٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন হাত বা কাপড় দ্বারা চেহারা ঢেকে নিতেন এবং শব্দকে নীচু করতেন।

- সুনানে তিরমিযী (২৭৪৫), তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

**৯৯. (৫) নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, অন্য কোন চিন্তায় লিপ্ত না হওয়া।**

**১০০. (৬) (নামাযের খেয়াল রাখার অন্যতম উপায় হলো) পঠিত সূরা/দু'আ-সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।**

عن عقبة بن عامر [بعد أن ذكر قصة] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة».

. رواه مسلم في «صحيحه» (٢٣٤) من طريق ربيعة يعني ابن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامرومن طريق جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، به. وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٢)عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر الجهني، وفيه: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي فصلى صلاة،

يعلم ما يقول فيها حتى يفرغ من صلاته كان كهيئته يوم ولدته أمه». ورواه أيضا الحاكم في "«المستدرك» "(٣٥٠٨) من طريق أبي إسحاق، به. وقال: هذا حديث صحيح وله طرق عن أبي إسحاق ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

অর্থ: হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, ( দীর্ঘ হাদীসের একপর্যায়ে তিনি বলেন) হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, যে কোন মুসলিম সুন্দর করে উযু করবে, এরপর দাঁড়াবে এবং চেহারা ও অন্তরকে নিবিষ্ট রেখে দু' রাকা'আত নামায আদায় করবে; তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।

- সহীহ মুসলিম (২৩৪), এই হাদীসটি মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকেও (১৪২) হযরত উকবা ইবনে আমের থেকে আরেকটি সূত্রে আছে। সেখানে শব্দ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ভালভাবে উযু করে, তারপর দাঁড়িয়ে এমনভাবে নামায আদায় করে যে, নামাযে সে যা পাঠ করে তা সচেতনভাবে খেয়াল করে পাঠ করে (এবং) এভাবে সে নামাযের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে; তবে সে সেদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। এই সূত্রে মুসতাদরাকে হাকেমেও (৩৫০৮) হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাকেম রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه». . رواه البخاري في «صحيحه» (١٩٣٤)

অর্থ: হযরত উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার এই উযুর মত উযু করবে এরপর দুই রাকা'আত নামায এমনভাবে আদায় করবে যে, মনে মনে (দুনিয়াবী) কোন ভাবনায় লিপ্ত হবে না, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। - সহীহ বুখারী (১৯৩৪)

## ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم وتفسيره:

١. القرآن الكريم
٢. تفسير الإمام أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠) مؤسسة الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ١٤٢٠ هـ
٣. أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠)دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ١٤٠٥ هـ

الأحاديث النبوية:

٤. كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠) برواية الإمام أبي يوسف (ت ١٨٢)، مكتب الطلاب، فريدآباد، داكا؛ بتقديم مولانا ذكر الله خان.
٥. كتاب الآثار برواية الإمام محمد (ت ١٨٩) [بإحالة الجمع بين الآثار بترتيب أيوب رشيدي، زمزم للنشر والتوزيع ، ١٤٢٦هـ]
٦. الموطأ للإمام مالك [برواية الإمام محمد ، تحقيق د. تقي الدين الندوي]
٧. الموطأ للإمام مالك [برواية يحيى بن يحيى الليثي]، مع ترقيم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٦٠٦هـ
٨. الجامع الصحيح للإمام البخاري (ت ٢٥٦)، مكبتة الصفا، ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي
٩. الصحيح للإمام مسلم (ت ٢٦١)،دار إحياء الكتب العربية، ترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي
١٠. السنن الصغرى للإمام النسائي (ت ٣٠٣)، دار الفجر للتراث قاهرة، ١٤٣٤هـ
١١. السنن الكبرى للإمام النسائي (ت ٣٠٣)، مؤسسة الرسالة، تحقيق الشيخ شعيب الأرنووط
١٢. السنن للإمام أبي داود السجستاني (ت ٢٧٥)، تحقيق الشيخ محمد عوامة
١٣. الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي (ت ٢٧٩)، تحقيق الشيخ بشار عواد معروف
١٤. السنن للإمام ابن ماجة (ت ٢٧٣) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

١٥. المسند للإمام الطيالسي (ت ٢٠٤) تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر – مصر ١٤١٩ هـ

١٦. المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١)، مؤسسة الرسالة، تحقيق الشيخ شعيب

١٧. المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١)، المجلس العلمي، تحقيق مولانا حبيب الرحمن الأعظمي، ١٤١٦هـ

١٨. المصنف للإمام ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥)، تحقيق الشيخ محمد عوامة

١٩. تهذيب الآثار للإمام الطبري (ت ٣١٠) [بإحالة الجوهر النقي]

٢٠. شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي (ت ٣٢١)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة١٤١٥ هـ

٢١. شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي (ت ٣٢١) عالم الكتب١٤١٤ هـ

٢٢. الزهد للإمام عبد الله بن المبارك (ت ١٨١)تحقيق حبيب الرحمن الأعظميدار الكتب العلمية – بيروت

٢٣. السنن للإمام سعيد بن منصور (ت ٢٢٧) [بإحالة المقاصد الحسنة وآثار السنن]

٢٤. السنن للإمام الدارمي (ت ٢٥٥)تحقيق حسين سليم أسد الدارانيدار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،١٤١٢ هـ

٢٥. الصحيح للإمام ابن خزيمة (ت ٣١١)، المكتب الإسلامي، تحقيق الشيخ محمد مصطفى الأعظمي، ١٤٢٤هـ

٢٦. الصحيح للإمام ابن حبان (ت ٣٥٤)، مؤسسة الرسالة، تحقيق الشيخ شعيب، ١٤١٨هـ

٢٧. المستخرج على صحيح مسلم للإمام أبي عوانة (ت ٣١٦)، دار المعرفة – بيروت، ١٤١٩هـ

٢٨. المعجم الكبير للإمام الطبراني (ت ٣٦٠) تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي،مكتبة ابن تيمية – القاهرة

٢٩. السنن للإمام الدارقطني (ت ٣٨٥)، نشر السنة، باكستان

٣٠. المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥)،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت١٤١١


TOP

٣١. السنن الكبرى للإمام البيهقي (ت ٤٥٨)، إدارة تاليفات أشرفية، باكستان/تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤٢٤ ھ

شروح الحديث

٣٢. التمهيد للإمام ابن عبد البر (ت ٤٦٣)وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب١٣٨٧ ھ

٣٣. فتح الباري للإمام ابن رجب (ت٧٩٥)، دار ابن الجوزي – السعودية / الدمام – ١٤٢٢ھ

٣٤. فتح الباري للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢)، قديمي كتب خانة كراتشي

٣٥. عمدة القاري للإمام العيني (ت ٨٥٥)، زكريا بكدبو، ديوبند، ١٤٢٤ھ

٣٦. فيض الباري لإمام العصر الكشميري (ت ١٣٥٢)، دار إحياء التراث العربي ١٤٢٦ھ

٣٧. شرح صحيح مسلم للإمام النووي (ت ٦٧٦) ، الطبعة الهندية

٣٨. فتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني (ت ١٣٦٩)، دار القلم دمشق١٤٢٧ھ

٣٩. معارف السنن لمولانا يوسف البنوري (ت ١٣٩٧)، مجلس الدعوة والتحقيق كراتشي

٤٠. معالم السنن للإمام الخطابي (ت ٣٨٨) [مع مختصر المنذري لسنن أبي داود]، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان؛١٤٢١ھ

٤١. بذل المجهود لمولانا خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦)، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، ١٤٢٩ھ

٤٢. الفيض السمائي على سنن النسائي [وهو مجموع إفادات مولانا رشيد أحمد الكنكوهي (ت ١٣٢٣) وما زاد عليها مولانا زكريا الكاندهلوي (ت ١٤٠٢)] مع تحقيق وتحشية مولانا عاقل السارنفوري، المكتبة الخليلية سهارنفور

٤٣. شرح سنن ابن ماجة للإمام مغلطاي (ت ٧٦٢)، مكتبة نزار مصطفى الباز مكة، ١٤٢٤ھ

٤٤. نخب الأفكار للعيني (ت ٨٥٥)، دار المنهاج جدة،١٤٣٢ھ

٤٥. مرقاة المفاتيح للإمام منلا علي القاري (ت ١٠١٤)، مكتبة رشيدية، كوئتة، باكستان

التخاريج والزوائد والحواشي

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

٤٦. البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للإمام ابن الملقن (ت ٨٠٤)، دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض-السعودية ١٤٢٥هـ

٤٧. التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢)، دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ

٤٨. الجوهر النقي في الرد على البيهقي للإمام علاء الدين الماريني التركماني (ت ٧٥٠)، على هامش السنن الكبري للبيهقي

٤٩. حاشية السندي على مسند أحمد، مؤسسة الرسالة

٥٠. مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧)تحقيق حسام الدين القدسيمكتبة القدسي، القاهرة١٤١٤ هـ

٥١. مختصرسنن أبي داود للإمام المنذري (ت ٦٥٦)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان؛ ١٤٢١هـ

٥٢. مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة للحافظ البوصيري (ت ٨٤٠)، دار العربية

كتب الفقه

٥٣. كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩)، دار ابن حزم بيروت، ١٤٣٣هـ

٥٤. الجامع الصغير للإمام محمد (ت ١٨٩)، مع شرح الصدر الشهيد، دا رالإيمان سهارنفور

٥٥. المبسوط للإمام السرخسي (ت ٤٨٣)، المكتبة الغفارية ، كوئتة، ١٤٢١هـ

٥٦. مختصر الإمام الطحاوي مع شرحه للجصاص

٥٧. شرح مختصر الطحاوي للإمام الجصاص (ت ٣٧٠)، المكتبة التهانوية ديوبند. [تحقيق د.سائد بكداش]

٥٨. مختصر اختلاف العلماء [للطحاوي] اختصره الإمام الجصاص (ت ٣٧٠)، دار البشائر الإسلامية،١٤٣٥هـ

٥٩. الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٥٠)، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٤٣٠هـ

٦٠. بدائع الصنائع للإمام الكاساني (ت ٥٨٧)، دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ




www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

٦١. المغني للإمام ابن قدامة (ت ٦٢٠) ، طبعة هجر، القاهرة، ١٤٠٩هـ

٦٢. فتاوى قاضيخان (ت ٥٩٢)، قديمي كتب خانة كراتشي

٦٣. خلاصة الفتاوى للإمام طاهر بن عبد الرشيد البخاري(ت في الربع الثاني من القرن السابع، ٦٢٥-٦٥٠) ، مكتبة حقانية بشاور

٦٤. المجموع شرح المهذب للإمام النووي (ت ٦٧٦)، دار إحياء التراث العربي، بيروت

٦٥. منية المصلي للعلامة الكاشغري (ت ٧٠٥)، مع غنية المتملي

٦٦. غنية المتملي للعلامة إبراهيم الحلبي (ت ٩٥٦)، مكتبة رشيدية كوئتة

٦٧. الفتاوى التاترخانية للعلامة فريد الدين عالم بن العلاء الدهلوي الهندي (ت ٧٨٦)، مكتبة زكريا ديوبند، ١٤٣١هـ

٦٨. تبيين الحقائق للإمام فخر الدين الزيلعي (ت ٧٤٣)، ايج ايم سعيد كمبني باكستان

٦٩. فتح القدير للإمام ابن الهمام (ت ٨٦١)، المكتبة الرشيدية باكستان

٧٠. البناية للعيني (ت ٨٥٥)، مكتبة رشيدية كوئتة

٧١. الفتاوى الهندية، مكتبة ماجدية عيدكاه، ١٤٠٣هـ

٧٢. تنوير الأبصار للعلامة التمرتاشي (ت ١٠١٣)، مع الدر المختار

٧٣. الدر المختار للعلامة الحصكفي (ت ١٠٨٨)، مع رد المحتار

٧٤. حاشية الطحطاوي (ت ١٢٣٠) على الدر المختار، مكتبة رشيدية كوئتة

٧٥. حاشية الطحطاوي (ت ١٢٣٠) على المراقي، قديمي كتب خانة كراتشي

٧٦. رد المحتار للعلامة ابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢)، ايج ايم سعيد

٧٧. تقريرات الرافعي (ت ١٣٢٣)، مع الرد المحتار

٧٨. رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد لابن عابدين الشامي (ت ١٢٥٢)، ضمن «مجموع رسائل ابن عابدين»، سهيل إكيدمي لاهور

٧٩. تزيين العبارة لتحقيق الأشارة لملا علي القاري (ت ١٠١٤)، بإحالة رفع التردد

٨٠. السعاية للإمام عبد الحي اللكنوي (ت ١٣٠٤)، سهيل إكيدمي لاهور، ١٤٠٨هـ

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

٨١. إمداد الفتاوى لحكيم الأمة التهانوي (ت١٣٦٢)، زكريا بكدبو ديوبند

٨٢. أحسن الفتاوي للعلامة رشيد أحمد اللدهيانوي (ت ١٤٢٢)، ايج ايم سعيد كمبني باكستان

٨٣. فتاوى دار العلوم، ترتيب المفتي ظفير الدين، مكتبة دار العلوم ديوبند

كتب الرجال وعلوم الحديث

٨٤. التاريخ الكبير للإمام البخاري (ت ٢٥٦)، بحواشي محمود خليل، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد – الدكن

٨٥. الثقات لابن حبان (ت ٣٥٣)، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٩هـ

٨٦. تهذيب الكمال للإمام المزي (ت ٧٤٢)، دار الفكر بيروت، ١٤١٥هـ

٨٧. تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢)، دار الفكر بيروت ١٤١٤هـ

٨٨. سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي (ت ٧٤٨)

٨٩. تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (ت ٧٤٨)، تحقيق الشيخ بشار عواد

٩٠. الكاشف للإمام الذهبي (ت ٧٤٨)

٩١. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي (ت ٧٦١) عالم الكتب – بيروت١٤٠٧هـ

٩٢. شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥)، تحقيق الشيخ همام سعيد

٩٣. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ، تحقيق الشيخ محمد عوامة، دار المنهاج ١٤٣٣هـ

الكتب المفردة في أحاديث الأحكام وغيرها

٩٤. الأوسط للإمام ابن المنذر (ت ٣١٨)،دار طيبة – الرياض — السعودية ١٤٠٥ هـ

٩٥. الإلمام في أحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢)، دار النوادر سورية لبنان كويت، ١٤٣٤هـ

٩٦. الأذكار للنووي (ت ٦٧٦)، دار الحديث القاهرة، ١٤٣١هـ

٩٧. آكام المرجان في أحكام الجان لأبي عبد الله بدر الدين الشبلي الدمشقيّ الحنفي (ت٧٦٩هـ) مكتبة القرآن – مصر – القاهرة

٩٨. المقاصد الحسنة للإمام السخاوي (ت ٩٠٢)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤هـ

TOP

www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com

٩٩. آثار السنن للعلامة ظهير أحسن النيموي (ت ١٣٢٢)، مكتبة البشرى، ١٤٣٤هـ
١٠٠. فقه السنن والآثار لمولانا عميم الإحسان المجددي (ت ١٣٩٤)، المطبعة المجيدية كانفور
١٠١. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ت ٦٠٦) المكتبة العلمية – بيروت، ١٣٩٩هـ

TOP
www.darsemansoor.com Install "Islami Jindegi" App www.islamijindegi.com